ভৃগু-চরিত

(পৌরাণিক নাটক)

[মথুরানাথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত]

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৩১৩

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কলিকাতা

১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, পশুপতি প্রেঃ
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, (সপ্তকল্পজীবি ঋষি), ভূ, ভুব ও স্ব (ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্ট মহাপুরুষত্রয়), যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য (ব্রহ্মজ্যোতিসম্পন্ন মহাপুরুষদ্বয়), সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ও ভৃগু (ব্রহ্মার পঞ্চ মানস-পুত্র), জ্ঞান (সদসৎ বুদ্ধিরূপ), কর্দ্দম (স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষি), মঞ্জিষ্ঠ, (কর্দ্দমের শিষ্য), ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দেববালকগণ, মধু ও কৈটভ (স্বনাম প্রসিদ্ধ দৈত্যদ্বয়), ঋষিবালকগণ, ধাতা ও বিধাতা (ভৃগুর পুত্রদ্বয়), রাখালগণ, উদরসর্ব্বস্ব (পেটুক ব্রাহ্মণ), কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্য, (ষড়রিপু), জয় ও বিজয় (গোলোকের দ্বারী)।

স্ত্রী

ভগবতী, লীলা (ভগবানের ইচ্ছা), লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রকৃতি, খ্যাতি (ভৃগুর পত্নী বা কর্দ্দম-কন্যা), কর্দ্দম-পত্নী, ভক্তি, দেববালাগণ, গোপীগণ, দিগঙ্গনাগণ, বনবালাগণ।

ভৃগু-চরিত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রলয় দৃশ্য।

ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় আসীন।

ার্কণ্ডেয়। (স্বগতঃ) এই প্রলয়-পয়োধিজলে আমি একা। এই নীরব তরঙ্গ-শূন্য অবিক্ষুব্ধ অসীম অনন্ত সিন্ধুগর্ভে আমি একা। সীমা নাই—শেষ নাই—কূল নাই—দুর্নিরীক্ষ্য অকূল এই মহার্ণবে আমি একা। অনন্ত-অনন্ত জীবন, অনন্ত-অনন্ত যুগ একই ভাবে অতিবাহিত হ'চ্চে। কারও সহিত কারও সম্বন্ধ নাই, আমি মাত্র একা। মরুতপ্ত হাহাকারময়ী সৃষ্টির বিভৎসরূপিণী মূর্ত্তি দেখেছি, আলোকময়ী—

সুধাময়ী—সৌন্দর্য্যময়ী—করুণাময়ী সৃষ্টির চির কিশোরী স্থিরা অচঞ্চলা গম্ভীরা ছবিখানিও দেখেছি, অশান্তির গিরি-গুহা, শান্তির মহাবেদী, ধূম্রল-ব্যোমময় প্রদেশ, শ্যামল সুজল সুফল প্রান্তর, কত দেখ্লাম, কত হ'ল, কত গেল, কিন্তু শেষ আমি মাত্র একা; আর কারেও দেখ্লাম না। কত রাক্ষস-রাক্ষসীর, কত পিশাচ-পিশাচীর তাণ্ডবনৃত্য, কত সাধু-সাধ্বীর, কত ধার্ম্মিক-ধার্ম্মিকার মোহনদৃশ্য নয়নগোচর হ'ল, সকলের ধ্বংস হ'ল, কোথায় মিশিয়ে গেল, কিন্তু এই আমি অক্ষয় পরমায়ু মার্কণ্ডেয়, আমি সেই একা। নীরব নিস্তব্ধ দিঙ্মণ্ডল তমোময়, দশদিক জন-পরিশূন্য! দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত-সলিলরাশিমধ্যে কেহ কোথাও নাই! কেবলমাত্র সৃষ্টির পূর্ব্ব-স্মৃতি মার্কণ্ডেয়কে সহচর ক'রে, এই মহার্ণবের বারি ধূ ধূ ক'রচে! মরি মরি! এ সিন্ধুতটের কূল কোথায়?—এর কি কূল নাই? অকূল মহাসিন্ধু! দেখ দেখ চারিপার্শ্বে দেখ, কেহ কোথাও নাই! বেশ নাই—ভূষা নাই—উলঙ্গিনী প্রকৃতি—ধূ ধূ ধূ! দেহ নাই—দেহী নাই—জল—জল জলময় ধূ ধূ ধূ! বৃক্ষ নাই—পত্র নাই—লতা নাই—গুল্ম নাই—স্থল নাই—স্থান নাই—কেবল ধূ ধূ ধূ! কেহ কোথাও নাই, তবে আমি কেন? আমি কে? তবে আমি কেন? (প্রকাশ্যে) প্রভু! প্রভু! তবে আমি কেন? আমার কার্য্য কি? আমার চিন্তা কি? আমার ধর্ম্ম কি? আমার উপাস্য কি? আমি কি জন্য এখানে? ঘোর অন্ধকার! এ অন্ধকারে প্রভু! প্রভু! আমি অতিশয় ভীত হ'য়েছি, এ শূন্যময় প্রদেশে আমার হৃদয়ে মূর্ত্তিমতী

আ[illegible]। এসে, আমাকে অস্থিদাহী বিভিষিকাগ্নিতে দাহন ক'র্‌চে। প্রভো! ক্রন্দনমপসারয়।

গীত।

ভয়ে প্রাণ শিহরে শ্রীধর, কাঁপে কলেবর।
নাহি অন্য ধরাশূন্য, নাহি কোথায় কোন চিহ্ন,
সর্ব্বস্থল জলপূর্ণ, হেরি হরি চরাচর॥
নাহি তপন চন্দ্রমা, কেবল আঁধার নীলিমা,
একি হে তব মহিমা, হে মহিমময় গুণধর॥
আমি মাত্র একা হেথায়, আর কেহ নাহি কোথায়,
একা রেখে এ কে শেথায়, একাই তুমি পরাৎপর॥

মহাবিষ্ণু। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং! মা রোদীঃ, মা রোদীঃ!

মার্কণ্ডেয়। অসীম জলরাশির মধ্যে অনন্ত-দিঙ্মণ্ডলব্যাপী জীমূতমন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর শব্দ কোথা হ'তে উত্থিত হ'ল? কেহ ত কোথাও নাই, তবে ধ্বনির ধ্বনিকারী কে? সকলই জলময়, নিবিড় তমোজালে পূর্ণ, তবে এই জলসম্পর্ক-হীন মহাসলিলমধ্যে কে আমায় অভয় প্রদান ক'র্‌চেন? প্রাণ অতিশয় চঞ্চল হ'ল, কৈ, কে কোথায়? উত্তর দাও, আমি অতিশয় ভীত, আশ্রয় অন্বেষণ ক'র্‌চি, উত্তর দাও?

মহাবিষ্ণু। ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং!

মার্কণ্ডেয়। অদৃশ্যে অলক্ষ্যে ভীমধ্বনিকারী কে আপনি? আমি ভয়ার্ত্ত,—ভীত মার্কণ্ডেয়কে দর্শন দিন্। আমি মহা-প্রলয়, যুগান্তর দর্শন ক'র্‌চি; কত ইন্দ্র, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ পাত হ'য়েচে, তাও দেখেচি, কিন্তু এরূপ বিস্ময়াপন্ন কখন হই নাই। কে কোথায়? আর আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'চ্চে

না, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌চে! ও কি শব্দ! চতুর্দ্দিক যে কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌লো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কম্পন)।

লীলার প্রবেশ।

লীলা। (মার্কণ্ডেয়ের পৃষ্ঠস্পর্শপূর্ব্বক) ও ঠাকুর! কি ক'র্‌চ?

মার্কণ্ডেয়। (আরও ভীত হইয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—

লীলা। অ্যাঁ অ্যাঁ কি ঠাকুর! তুমি কোথা হ'তে এলে, আর মহাপ্রলয়ের সময়ই বা কোথায় ছিলে?

মার্কণ্ডেয়। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

লীলা। এখন অ্যাঁ অ্যাঁ ক'র্‌চ? কথার উত্তর দাও।

মার্কণ্ডেয়। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) আপনি কে মা?

লীলা। যে আমায় মা বলে, আমি তার মা। বলি, তুমি এমন অথৈ জলের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্চ কেন?

মার্কণ্ডেয়। মা, আমি অতি ভীত হ'য়েচি।

লীলা। এ যে ষাঁড়ের মত চেঁচানি বাবা! ভয়ে কি ষাঁড়ের মত চেঁচায়? তা তোমার ভয়, বড় মজাদারি ভয় বটে। যাক্, বলি, কার কাছে চেঁচাচ্ছিলে?

মার্কণ্ডেয়। তা জানি নাই, প্রাণের ভয়ে চীৎকার ক'র্‌ছিলাম। মা, এই ক্ষণ পূর্ব্বে আমায় কোন্ মহাপুরুষ নভেতব্যং ব'লে অভয় দিচ্ছিলেন। তিনি কে মা?

লীলা। অমনি চাঁদ দেয়ালা ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লে? বেশ—বেশ—ব'লে যাও, ব'লে যাও।

মার্কণ্ডেয়। কেন মা, বিরক্ত হ'চ্চেন?

লীলা। সে কি কর্ত্তা, বিরক্ত হ'বো কেন? তোমার সঙ্গে যে

আমার নিকট সম্বন্ধ! রাগারাগী তাপাতাপী খুনোখুনী মারামারি কাটাকাটি—এত আপনাআপনিই হ'য়ে থাকে। ব'লে যাও কর্ত্তা, বিরক্ত হ'বো কেন?

মার্কণ্ডেয়। (স্বগতঃ) তাই ত কে ইনি?

লীলা। আর বুঝি সাম্‌না সাম্‌নি দেয়ালা ক'র্‌তে পার্‌লে না? মনে মনে খেয়াল ধ'রেচ? তা ধর ধর। এখন মনে ক'রে দেখ দেখি, তোমার সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ কি না? সেই ছেলেবেলা, ধুলিখেলা, পাঠশালা, সেই যৌবনবিলাসের কত লীলা—প্রণয়িনীর প্রেমখেলা হাসির তরঙ্গ, প্রেমের রঙ্গ মনে পড়ে ত? তার পর বার্দ্ধক্য—কোন কাজে মন আর যায় না;—ইন্দ্রিয় শিথিল, শরীর অবশ, আমি যেন আমার নই, আমার যেন কে এক জন আছে, কোথায় সে, এ রকম কত মনে হয়, কিন্তু এখন কিছু নিশ্চয় ক'র্‌তে পার না কেন, তা কি কোন দিন ভেবেচ? দেখ চাঁদ, আমিই তার কারণ। তুমি আমায় চেন না, জান না; আমি কিন্তু আগাগোড়াই তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে, তোমার বুকের মধ্যে বোল্‌তার চাকের মত চাক্ বেঁধে ব'সে আছি। তুমি তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চ না। এখন ভেবে চিন্তে দেখ দেখি।

মার্কণ্ডেয়। (স্বগতঃ) তাই ত আমার প্রত্যেক মনোভাব উনি কি বুঝ্‌চেন? কে উনি?

লীলা। তবু বুঝ্‌তে পার্‌চ না? বেরিয়ে পড় চাঁদ, বেরিয়ে পড়। কপাট দিয়ে কাজ ক'রো না, তোমার ঘরের মট্‌কা যে ফাঁক হ'য়ে প'ড়েচে।

মার্কণ্ডেয়। নিশ্চয়ই আপনি অন্তর্যামিনী। আপনি কে মা, সত্য পরিচয় দিন্।

লীলা। কেন কর্ত্তা, ঘরের কুটুম কে কোথায় পরিচয় দিয়ে মানখাতির নিতে চায় বল দেখি? নাই বা খাতির হ'ল! বুঝেচি, সংসারে পুরান কুটুমের মানখাতির নাই; তাই নূতন কুটুম হবো ব'লে ইচ্ছা ক'রেচি। তা চাঁদ, পরিচয়টা এখন থাক্।

মার্কণ্ডেয়। মা, আমি তোর অবোধ সন্তান।

লীলা। তুমি অবোধ কি ক'রে চাঁদ! তুমি সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি,—চারি যুগই ত দেখ্‌চ; বেদ বেদান্ত দর্শন জ্যোতিষ সকল শাস্ত্রেই ত ভোঁফোড় পণ্ডিত। তোমার অবোধত্ব কোথায় বাপু? কেবল দেয়ালা ক'রচ বৈ ত নয়!

মার্কণ্ডেয়। মা, পরিচয় দিন্।

লীলা। কেন চাঁদ, আর পরিচয়ের আবশ্যক কি? এই ত আলাপ-পরিচয় ভাল রকমই হ'লো। একটু মাথাটা ঘামাও, তাহ'লেই বুঝ্‌তে পারবে। আমি তোমার ঘরের কুটুম। ভয় পেয়েচ, তবে এখন এক কাজ কর,—দু একটা কথা ব'লে যাই, তা হ'লেই অনেক কাজ পাবে। দেখ. এই মহা-একার্ণবে তুমি একা নও; তুমি আধার, তোমার আধেয় আছে। তুমি একা নও, তোমার শ্রুত মারোদী-ধ্বনিকারী এক মহাপুরুষও তোমার পূর্ব্ব হ'তে এই কারণ-সলিলোপরি বটপত্রে শায়িত আছেন। ঐ দেখ, তন্ময় ভাবঘোরে মহাযোগ-নিমগ্ন, জগতের আদি মধ্য অন্ত নির্ণয়ক নিখিল বিশ্বকর্ত্তা কিরূপ ভাবে ভাববিভোর দেখ। [প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। (স্বগতঃ) আ মরি মরি রে ! ভাবের ঘোরে মরিরে ! কি ললিত লাবণ্য, কি বিলোল-সৌন্দর্য্য-গিরি-বিগলিত অনুপকান্তি-তরঙ্গিণী ! নীলোৎপলে নীলোৎপলে কি মধুরা ক্রীড়া ! মহামহিমময় উজ্জ্বল নীলমণি যেন সু-শ্যামলা শরৎ প্রকৃতির নীলিমময় পর্য্যঙ্কে শায়িত ! পবিত্রতা কোমলতা যেন অনন্ত অক্ষয় প্রেম-পারাবারে সমুজ্জ্বল মুক্তার ন্যায় নিহিত। মূর্ত্তিমতী রূপরাশি যেন রঙ্গতরঙ্গ-ভঙ্গে কখন বিস্ফুরিতা কখন স্ফীতা, কখন গর্ব্বিতা। দেখ্‌লেই যেন আত্মহারা হ'তে হয়। (প্রকাশ্যে) আহা হা, কি মধুর ! কি মধুর ! ঊর্দ্ধ নীলাম্বর, অধঃ নীলাম্বর ! কে আপনি সেই নীলাম্বরমধ্যে নীলকেতনরূপ নীলমণিময় জ্যোতিষ্মান্ বিরাট-পুরুষ ! কস্ত্বং ?

গীত।

কে হে বংশী বটে।
নব হসিত কিশোর, নবীন নটবর, বটপত্র'পর,
সেই বংশীধরা ননীচোরা বটে ॥
রূপ সুন্দর ঘন ঘনবর-বরণ, তাহে ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন,
লীলা কারণ হে কারণবারি-চারণ,
কি কারণ আঁখি রাজীব-চরণে ছোটে ॥

মহাবিষ্ণু। অহং ব্রহ্মঃ।

মার্কণ্ডেয়। কঃ ব্রহ্মঃ ?

মহাবিষ্ণু। যঃ খলু শক্তিমান্ বাক্‌শক্তিযুক্তঃ চিন্তাসমন্বিতঃ সোঽহং ব্রহ্মঃ।

মার্কণ্ডেয়। আশ্চর্য্যম্ ! ত্বং হি ব্রহ্মঃ ?

মহাবিষ্ণু। অহং ব্রহ্মঃ। যঃ খলু অক্ষয়স্মান্ সোহং ব্রহ্মঃ।

মার্কণ্ডেয়। কিং স্বরূপঃ?

মহাবিষ্ণু। স্ব-স্বরূপ।

মার্কণ্ডেয়। এবম্বিধ শয়নস্য কা বিধিঃ?

মহাবিষ্ণু। বহুস্যাং প্রজায়েয়।

মার্কণ্ডেয়। যো মূর্ত্তিং বহুধা বিধায় ভগবান্ রক্ষত্য শেষং জগৎ,
যৎ পাদার্চ্চন তৎপরা নহি পুনর্মজ্জন্তি বিশ্বার্ণবে।
সর্ব্বপ্রাণিহৃদম্বুজেষু বসতি যস্য প্রভোঃ সন্ততং,
সব্যক্রোড়ধৃতেন্দ্রিয়ায় হরয়ে দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

(প্রণাম)

হে প্রভো! হে অনঘ! হে নিরাময়! হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনিই ব্রহ্ম। আপনি অনাদি। আপনার তুল্য দ্বিতীয় নাই; আপনিই অদ্বিতীয়। কিন্তু নাথ! আজ অজ্ঞান মার্কণ্ডেয়ের কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। বিশ্ব-সৃষ্টির প্রয়োজন কি? আপনি বিরাট, তবে আপনার পৃথক্ সৃষ্টির প্রয়োজন কি?

মহাবিষ্ণু। বৎস! আমি কর্ম্মময়। কর্ম্মই আমার দেহ, কর্ম্মই আমার সঞ্জীবনী-শক্তি। কর্ম্মই আমার কর্ম্ম। সেই কর্ম্মেই সৃষ্টি ইচ্ছা। ইচ্ছায় সৃষ্টির আবির্ভাব।

মার্কণ্ডেয়। মহোত্তম! যদি ইচ্ছায় জগৎ-রচনা হয়, তাহ'লে জীব-সৃষ্টিও কি আপনার ইচ্ছার মধ্যে?

মহাবিষ্ণু। বৎস! এ যে বালকের ন্যায় কথা ব'ল্‌লে! আমার ইচ্ছা যখন সৃষ্টি, তখন সৃষ্টির বস্তু কি আমার ইচ্ছার বাহির?

মার্কণ্ডেয়। প্রভো! আমি তা ব'লি নাই, তবে প্রভো!

ব'ল্‌ছিলাম কি, যদি জীবসৃষ্টি না হ'ত, তাহ'লে অধমগণকে বিড়ম্বনাভোগ ক'র্‌তে হ'ত না।

মহাবিষ্ণু। ইহাও বালকের অপেক্ষা বালকের কথা। বৎস! সকলই আমার ইচ্ছার মধ্যে অবস্থান ক'র্‌চে। ইচ্ছা কি? ইচ্ছা যে আমার কর্ম্ম। কর্ম্মের অণুই আমার জীব। কর্ম্মে তা'দের উৎপত্তি, কর্ম্মে তাদের ধ্বংস। কর্ম্মেই সুখ, কর্ম্মেই দুঃখ। বৎস! কর্ম্ম ভিন্ন কর্ম্মময় ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই।

মার্কণ্ডেয়। প্রভো! আমি অজ্ঞান, আমি অপূর্ণ; তথাপি বুঝ্‌লাম, কর্ম্মময় জীব, সুখদুঃখ তাদের স্বকর্ম্ম-প্রসূত। সুতরাং সেই সুখদুঃখের বৈষম্য-জ্ঞান বাতুলতা-মাত্র। কিন্তু প্রভো! আপনার ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হ'লেও এই মহাপ্রলয়ও কি আপনার ইচ্ছার অধীন? ধন্য দয়াময়! ধন্য আপনার ইচ্ছা! প্রভুর এ ইচ্ছা যে কিরূপ, তা ব'ল্‌তে পারি না!

মহাবিষ্ণু। বৎস, বলি শোন, সৃষ্টিও ধ্বংসের বৈচিত্র্য কিছুই নয়। সকলই এক। মহাপ্রলয়, সৃষ্টির নব-প্রাণ বা সঞ্জীবনী-শক্তি। এক বস্তু অধিক দিন ব্যবহৃত হ'লে, সে বস্তু যেরূপ ক্ষয়-প্রাপ্ত ও অকর্ম্মণ্য হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির পর সৃষ্টি-ক্রিয়া হ'তে হ'তে, সৃষ্টি-শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির শেষাবস্থার নাম মহাপ্রলয়। আর বৎস! সেই মহাপ্রলয়-সৃষ্টির নবপ্রাণ বা সঞ্জীবনী-শক্তি কেন, তা শোন। কোন বস্তু অকর্ম্মণ্য হ'লে, তার পরিবর্ত্তে যেরূপ সেই জাতীয় অন্য বস্তুর আবশ্যক হয়, তদ্রূপ সৃষ্টির ধ্বংসের পর, নব-সৃষ্টির সূচনা।

মার্কণ্ডেয়। প্রভো! তা বুঝ্‌লাম; কিন্তু কোন্ ইচ্ছায় আপনি বটপত্রশায়ী? সে ইচ্ছার হেতু কি?

মহারিষ্ণু। বৎস! এ বাক্যের উত্তর তোমায় পূর্ব্বেই দিয়েচি। তোমায় ব'লেচি, আমি কর্ম্মময়। তাহ'লেই কর্ম্মের পূর্ব্বে আমি কারণময়। এই মহাসলিল আমার কারণ-সলিল। আমি স্ব-ইচ্ছায় কারণ-সলিলে ভাসমান হ'য়ে, আমার কর্ম্ম-সৃষ্টি নির্ম্মাণ ক'রব। মদ্ভক্ত প্রিয় মার্কণ্ডেয়। তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে ত্রিকালজ্ঞ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগচতুষ্টয়েই একদেহে অনন্তভাবে আমার অনন্ত-বিকাশিনী মহালীলা পরিদর্শন ক'রচ। বৎস! এক্ষণে আমার মহাসৃষ্টির চারু-দৃশ্য দর্শন কর। মা মহামায়া গো! সুপ্ত আনন্দের মূর্ত্তি! জাগ মা! আমার মানসাকাশের বিমল ধ্রুব-তারা-রূপিণী মহাশক্তিময়ী অচিন্ত্য ক্রীড়া-রঙ্গিণি! আয় মা মহামহিমময়ী মহাকাল-বক্ষাসীনা মহাদেবী মহাকালি! আয় মা! আয় মা, বিশ্বাধারময়ী বিশ্বগর্ভা কারণকুবলয়চারিণী আদ্যাশক্তি গো! সোহং মন্ত্রে হংসময়ী দেবি! আয় মা! ইচ্ছাময়ী লীলাময়ী তুমি মা, তুমি না হ'লে যে ইচ্ছাবীজ অঙ্কুরিত হবে না। তোমায় আমায় দুটি কায়া—এক প্রাণ যে মা! এস লীলাময়ি! সৃষ্টিলীলা প্রকাশ করি। দেখ মার্কণ্ডেয়! সৃষ্টিপদ্ম প্রস্ফুটিত হ'চ্চে। এই দেখ,—

(মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব)

আমার নাভিপদ্মে রজোগুণোৎপন্ন সৃষ্ট। আদি দিব্যলাবণ্য-পরিশোভিত চতুর্ম্মুখধারী পদ্মযোনি ব্রহ্মা! আমার ইচ্ছায় ইনিই সৃষ্টির মূল। ইনি আমার ইচ্ছায় সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত

থাক্‌বেন। আয় মা লীলাময়ি! আয় মা! দেখ দেখ, মার্কণ্ডেয়!

(মহাবিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে মহাদেবের আবির্ভাব)

আমার দক্ষিণপার্শ্বে শ্বেত-ধবলকায় কৌমুদী-দীপ্ত সিন্ধু-সলিলচ্ছায়ার ন্যায় এক অনৈসর্গিক দিব্যসুন্দর মধুর মূর্ত্তির উদয় হ'ল। ইঁহার তমোগুণে উৎপত্তি। ইঁহার নাম মহাদেব। সৃষ্টিধ্বংসই ইঁহার কার্য্য। মা, মা, লীলা-উন্মাদিনী আদ্যাশক্তি গো, মা, মা! ইচ্ছা পূর্ণ কর্ মা! দেখ, দেখ, মার্কণ্ডেয়! ইচ্ছাময়ীর শক্তি দর্শন কর। এই দেখ,—

(মহাবিষ্ণুর বামপার্শ্বে বিষ্ণুর আবির্ভাব)

আমার বামভাগ হ'তে লীলামৃত-ধারা-প্রবাহ সম্ভূত নীলধ্বজ-রূপ নীলমণি-সন্নিভ অনুপকান্তিময় মনোলোভন এক চির-কিশোর চির-হাসিত বিদ্যুদ্দীপ্ত সৌন্দর্য্যময় মহাপুরুষ উদয় হ'ল। ইনি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট। ইহার নাম বিষ্ণু। এই সুকুমার রতনকঙ্কণকিরীট-পরিশোভিত লীলাবিমণ্ডিত শঙ্খ-চক্র-ধারী মহাপুরুষ আমার সৃষ্টির পালন-কার্য্যে ব্রতী থাক্‌বেন। এই সত্ত্বরজঃতম গুণে আমি পূর্ণ। এই সত্ত্ব রজঃ তম গুণে আমার বিরাট রূপ। মার্কণ্ডেয়! আমার রূপ মহামায়ার মায়ায় আজ তিন অংশে বিভক্ত। আমার তেজ, বীর্য্য, ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, আমার ব'ল্‌তে আমার যা কিছু ঐশ্বর্য্য, সকলই এই মূর্ত্তিতে সংযুক্ত। এই তিনেই আমার সৃষ্টি-সংহার-পালন। যাও বৎসগণ! লীলা-সলিলে ভেসে ভেসে

যাও! ঘোর সমাধি-আসনে ঘোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে, লীলা পূর্ণ কর গে।

গীত।

লীলাছলে যাও চ'লে লীলাজলে ভাসিয়ে।
লীলার লীলায় সবে ক'র' লীলা আসিয়ে॥
লীলাহেতু আসা যাওয়া, লীলার সম্বন্ধ মায়া,
লীলায় বিশ্বের কায়া, থাকিবে সদা ডুবিয়ে॥
লীলাছলে জীবগণ, আসিবে ভব-ভবন,
লীলায় দেখিবে স্বপন, ঘুমায়ে কিবা জাগিয়ে॥

[ব্রহ্মা, মহাদেব ও বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান।

কে তুমি মা, হৃদয়ের পূর্ণশক্তি! হৃদয়ে কি জন্য মা! আবার কি ইচ্ছা জননি? এ আবার কি? এরা কারা?

নেপথ্যে—

মধু ও কৈটভ। ব্যোমময় বিরাট প্রদেশে কেহ কোথাও নাই। করালিনী মহামেঘমালায় দশদিক্ আচ্ছন্ন! ঘোর অন্ধকার! জলধি-তরঙ্গের উল্লম্ফনের ঘোর গর্জ্জন! কে কোথায়?

মধু। কেহই নাই, মাত্র তুমি আমি।

কৈটভ। হাঃ হাঃ হাঃ। আমি তুমি? এই ব্যোমময় বিরাট-প্রদেশে শূন্যের পর শূন্য, মহাশূন্য, অতি মহাশূন্য! তার মধ্যে কেহ কোথায় নাই; মাত্র তুমি আমি। হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি আমি কে?

লীলা। তুমি কৈটভ, তুমি প্রভুর হস্তে কীটের ন্যায় অবস্থিত ছিলে; তাই তোমার নাম কৈটভ।

মধু। হাঃ হাঃ হাঃ। আমি কে ?

লীলা। তুমি মধু। তুমি মধু-অভিলাষী, তাই তোমার নাম মধু।

মধু ও কৈটভ। হাঃ হাঃ হাঃ। তা হ'লে আমরা উভয়ে কৈটভ মধু। আর তুমি কে ?

লীলা। আমি ভগবানের লীলা।

কৈটভ। হাঃ হাঃ হাঃ। লীলা মন্দ নয় ত। তুমি একবার আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াও। তুমি স্ত্রী কি পুরুষ ?

লীলা। দুই।

কৈটভ। হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি স্ত্রীপুরুষ দুই ? হাঃ হাঃ হাঃ। তুমি কেমন, একবার দেখি। তুমি একবার দেখা দাও।

লীলা। আমি দেখার মধ্যে নই। আমি দেখার অতীত ; তাই আমার নাম লীলা।

মধু। আমরা কোথা হ'তে এলাম ! আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে ?

লীলা। তোমরা আমা হ'তেই এসেচ। তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্।

কৈটভ। সেই ভগবান্ কোথায় ?

লীলা। এই ব্যোমময় প্রদেশে।

মধু। ইহা ত ঘোর অন্ধকার।

লীলা। এই অন্ধকারে।

মধুও কৈটভ। কিরূপে পাবো ?

লীলা। সাধনায়।

কৈটভ। আমাদের দুই জনের সম্বন্ধ কি ?

লীলা। তোমরা উভয়েই ভগবানের সৃষ্ট। তোমরা উভয়ে দুই ভ্রাতা।

মধু। আমাদের কার্য্য কি ব'ল্‌তে পার?

লীলা। সাধনা।

মধু ও কৈটভ। সাধনার উদ্দেশ্য কি?

লীলা। ভগবানকে বাধ্য করা।

কৈটভ। চাটুকার্য্যে ভগবানকে বাধ্য করা কখন কর্ত্তব্য নয়।

মধু। তবে কিসে বাধ্য ক'র্‌বে?

কৈটভ। বলপ্রয়োগে। ভগবানের অন্তরে এরূপ ভীতি উপস্থিত ক'র্‌তে হবে যে, তিনি আমাদের ভয়ে বাধ্য থাক্‌বেন।

মধু। উত্তম, চল।

কৈটভ। ঘোর ধূম্রভস্মাচ্ছাদিত অন্ধকার! কোথায় যাবো?

মধু। অন্ধকারে ভয় কি? আমাদের উভয়ের অসীম শক্তি, অসীম পরাক্রম, অসীম গতি, তার যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাহ'লে আমাদের সেই সকল সম্পত্তির অবমাননা করা হয়। কৈটভ! ভয় কি ভাই! এই বিরাট তমোময় প্রদেশে কেহই ত নাই, মাত্র তুমি আর আমি। আর শুন্‌চি, আর একজন আছেন, তাঁর নাম ভগবান্।

কৈটভ। নিশ্চয়। হাঃ হাঃ হাঃ। আর্য্য! এই লীলার মহারাজ্যে মাত্র তুমি আর আমি। আমাদের কেহই সমকক্ষ নাই।

মধু। এস প্রাণাধিক, দুই ভ্রাতায় এই অনন্ত মহারাজ্য পরিদর্শন করি, আর 'কোথায় সেই চাটুপ্রিয় ভগবান্ আছেন, তাই দেখি। মার্ মার্ মার্!

উভয়ে। মার্ মার্ মার্।

মধু। মার্ মার্ মার্। দূর হও অন্ধকার।

কৈটভ। মার্ মার্ মার্, কর তমমহাসিন্ধু ত্বরা উদ্বেলিত। ভগবান্! দর্শন দাও! দেখি, তুমি আমাদের বাধ্য হও কি না?

মার্কণ্ডেয়। অহো কি ভয়ঙ্কর! কি বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি! কি ভীষণ অসুরদ্বয়! কি মহাপ্রলয় ঝটিকা-মন্দ্র বিনিন্দিত গম্ভীর-গর্জ্জন! কি বিদ্যুদগ্নি-সন্নিভ তেজঃ। ভগবন্! ভগবন্! ইহাও কি আপনার ইচ্ছাসম্ভূত! অহো কি রহস্য! প্রভো! রাক্ষসে ত এই ক্ষণে গ্রাস ক'রেছিল, কেবল ঘোর তমাবৃত ছিলাম ব'লে রক্ষা পেয়েচি। প্রভো! এ আবার আপনার কোন্ ইচ্ছা?

মহাবিষ্ণু। বৎস! সকলই সেই সত্ত্ব-রজঃ-তম এই তিনটী গুণের সাম্যরূপিণী ত্রিগুণময়ী তারার ইচ্ছা! এই দুই দৈত্য আমার রজঃ ও তমোগুণোৎপন্ন। এই মধুকৈটভ দৈত্যই আমার সৃষ্টিক্রিয়ার কেন্দ্র। এস বৎস! আমার বিরাটদেহে প্রবেশ কর। যত দিন সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ না হয়, ততদিন তন্ময় হ'য়ে, সমাধি-আসনে অবস্থান কর।

মার্কণ্ডেয়। প্রভো! লীলাসাগরে কি সেই তিনটী কিশোর-পত্র ঐ রূপে ভেসে ভেসে যাবে?

মহাবিষ্ণু। বৎস! উঁহারা সকলেই সমাধি-মগ্ন। ওঁদের সাধনা পূর্ণ হ'লেই, আমার সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হবে। এখন এস বৎস।

[সকলের অন্তর্দ্ধান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অধৃষ্য প্রলয় দৃশ্য।

ব্রহ্মা, মহাদেব ও বিষ্ণু আসীন।

ব্রহ্মা, মহাদেব ও বিষ্ণু।

যস্মাদল্পতমং নাস্তি কস্মান্নাস্তি বৃহত্তমং
যেন ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং ত্বয়ি তস্মিন্নমোস্তু মে।
গন্তুং মহিম্নাং সীমানাং ব্রহ্মাদ্যপি চ নির্জরা
ন শক্নুবন্তি বৈ যস্য ত্বয়ি তস্মিন্নমোস্তু মে।
ধর্ম্মানাং স্থাপনার্থায় বিনাশায় চ পাপিনাং
যুগে যুগে যঃ প্রভবেৎ ত্বয়ি তস্মিন্নমোস্তু মে।
মায়য়া মোহিতং যেন জগদেতন্মহাত্মনা
ছিনত্তি মায়াপাশং যস্ত্বয়ি তস্মিন্নমোস্তু মে।

(প্রণাম)।

ব্রহ্মা। এই লীলাবিচলিত লীলাজলে কে আপনারা? অনিন্দ্যমূর্ত্তি, অনিন্দ্য কান্তি, অনিন্দ্য ঠাম! নয়নাভিরাম চারুস্নিগ্ধ আলেখ্য দুইখানি—মরি মরি—কে আপনারা? আপনাদের অনন্ত অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তিকে আমার নমস্কার।

(প্রণাম)।

মহাদেব। কে আপনি—লোচনমুগ্ধকর কমণ্ডলুধারী মানসবিমোহনকারী কষিত স্বর্ণ-সরসিজ মূর্ত্তি! মাধুর্য্যময়ী কিরণ-

ছটা বিকীরণ করচেন? আপনার অলোকললামভূত কমনীয় মাধুরীকে আমার নমস্কার। (প্রণাম)।

বিষ্ণু। কারণবারিবিহারী! কে আপনারা? আপনাদের তেজঃপুঞ্জে সমূহ দিঙ্মণ্ডল প্রতিভাসিত। মূর্ত্তি গম্ভীর, নেত্র স্থির, মহিমায় মহিমায় নীল-সিন্ধুনীলিমায় পবিত্রতা নির্ম্মলতা স্নিগ্ধ-করুণাবৃতা। কে আপনারা? আপনারা প্রীতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি! আপনাদিগকে আমার শত সহস্র নমস্কার।

(প্রণাম)।

ব্রহ্মা। আমি ভগবানের রজোগুণোৎপন্ন ব্রহ্মা। সৃষ্টির কারণ আমার সৃষ্টি।

মহাদেব। আমি ভগবানের তমোগুণোদ্ভূত মহাদেব। সৃষ্টির ধ্বংসের কারণ আমার সৃষ্টি।

বিষ্ণু। আমি অধম। ভগবানের স্বত্বগুণসম্পন্ন বিষ্ণু। সৃষ্টির পালন জন্যই আমার সৃষ্টি।

ব্রহ্মা ও মহাদেব। আমরি মরি, ভগবানের স্বরূপ রূপ আপনাতেই বিদ্যমান্। সেই নীলদীপ্তি, সেই নীলকান্তি, সেই নীলমাধুরী! সেই যেন রে নীলমণি! প্রভো! প্রভো! আপনি আমাদের উপাস্য। আপনাকে অনন্তকোটী প্রণাম।

(প্রণাম)।

। করেন কি? করেন কি? আমি অধম। প্রভুর কার্য্যে সকলেরই আবির্ভাব। প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করি গে চলুন।

মহাদেব। আমরি মরি! সেই পীতাম্বর সেই বনমালা গলে,

ব্রহ্মা। আমরি মরি! সেই মধুর গুঞ্জহার চূড়ে শিখিপুচ্ছ দোলে।

মহাদেব। সেই সে বিরাট ভাব মরি ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
ব্রহ্মা। সেই সে বিনোদ বেশ মরি নয়নাভিরাম।
মহাদেব। সেই সে ললাট-রেখা শান্তির শীতল হাস,
ব্রহ্মা। সেই সে বিমলাশ্রী বদনে করুণারাশ।
মহাদেব। সেই সে বাজায় বেণু মরি কানুরূপ ধ'রে,
ব্রহ্মা। সেই সে প্রেমের হাট মরি সে নীল-সাগরে।
মহাদেব। সেই পাদপদ্ম দুটী কত ভৃঙ্গ গুঞ্জে তায়,
ব্রহ্মা। সেই দয়া পূতধারা দুকূল উছলি যায়।
মহাদেব। সেই সে ধ্যানের ছবি মধু লীলার যৌবন,
ব্রহ্মা। সেই সে কৌস্তভমালা চারু-বক্ষ সুশোভন।
মহাদেব। সেই সে নীরদ-কান্তি নিত্য নব নটবর,
ব্রহ্মা। সেই বটপত্রশায়ী বটে পুরুষ-সুন্দর।

গীত।

সেই বটে রে বটে, বংশী বটে বটে, সেই বটে নটবর।
সেই বটে ধড়া, সেই বটে চূড়া, সেই শ্যামসুন্দর॥
সেই বটে বাঁকা, আঁখি বাঁকা বাঁকা, রাকাশশী সেই বটে,
সেই বটে হরি, যমুনা-তট-চারী, শঙ্কট-ভয়-হর।
সেই বটে কালা, সেই বটে ধলা, সেই বটে যম-ভয়হারী,
বটপটরূপ, বিরাটস্বরূপ, সেই বটে নট কিশোর॥

লীলার প্রবেশ।

লীলা। তাই ত সত্যি ত! বাছাদের অনুমান ত ঠিক্? বলি, চোখের মাথাটা কি একেবারে খেয়েচ? না চাল্‌সে ধ'রেচে বাছা!. বলি, এরি মধ্যে চাল্‌সে ধ'র্‌লো কেন? বলি, বট-

পত্রশায়ী কে ? উনি না আমি ? ভাল ক'রে দেখ দেখি ? আহা হা. এতেই বলে, "চক্ষু রত্নম্ মহাধনম্" ।

সকলে। অনুপমা মাধুরীশালিনী কে মা, আপনি ?

লীলা। আমি কে ? তা তোমাদের জান্‌বার প্রয়োজন কি ?

ব্রহ্মা। পরিচয় দিতে দোষ কি মা !

লীলা। পরিচয় না জান্‌লে ক্ষতি কি বাছা ! যা ক'র্‌তে এসেচ, তাই কর না চাঁদ ! এখন এই পর্য্যন্ত ভাল। পরিচয় একদিন পাবেই পাবে ; তবে কি জান্‌লে তোমাদের সঙ্গে আমার বেশী মেশামিশি কি না ? ওমা, মিন্‌সে গুলো আমার দিকে কটমটিয়ে চাচ্চে দেখ ! ওমা, আমার লজ্জা ক'র্‌চে যে। পালাই মা ! মর্ মিন্‌সে, কাজ কর্ না ।

[দ্রুতপদে প্রস্থান ।

ব্রহ্মা। নিশ্চয়ই বামা অনন্ত-শক্তিশালিনী ।

মহাদেব। যিনিই হ'ন, বামা আমাদের কার্য্যকারিণী ।

বিষ্ণু। বামা লীলাময়ী, আভাষে তার পরিচয় দিয়েচে। যাই হ'ক্, এক্ষণে স্বকার্য্যে ব্রতী হই গে চলুন ।

ব্রহ্মা। আপনারা আসুন। আমিও প্রভুর আদেশে এই কারণ-সলিলোপরি কার্য্যানুষ্ঠান করি। (উপবেশন) ।

মহাদেব। এই অসীম লীলাসলিলে প্রভুর লীলা সত্য। জগদীশ মাং রক্ষ ।

[প্রস্থান ।

বিষ্ণু। অনাদি অনন্ত-লীলা মহিমাই সত্য। জগদীশ মাং রক্ষঃ ।

[প্রস্থান ।

ব্রহ্মা। লীলা-তরঙ্গচঞ্চলা লীলাম্বর-পরিধৃতা ষোড়শী আনন্দময়ী মহাপ্রকৃতিরূপিণী মা আগ্নাশক্তি গো! এইবার কারণে কার্য্যরূপিণী হও মা! এস মা বীজরূপিণী, সৃষ্টি-তরু সমুৎপাদন কর মা! হে তমসাচ্ছন্ন মহাসিন্ধু! তুমি শীঘ্র আলোড়িত হও। তোমার আলোড়নে ক্ষিতি, তেজঃ, অনিল ও আকাশের উৎপত্তি হ'ক্।

লীলার প্রবেশ।

লীলা। তাই হ'ল গো তাই হ'ল। তারপর যে খেলা খেল্‌বে, তা আমাকে ল'য়েই খেল।

ব্রহ্মা। আমার তুমি?—তুমি কে মা?

লীলা। তোমার ভালবাসা।

ব্রহ্মা। মর্ দুষ্টে!

লীলা। সে কি প্রাণাধিক! তোমার সঙ্গে আমার সৃষ্টির অধিক ভালবাসাবাসি। তবে ম'র্‌ব কেন? মরি ম'র্‌ব, তোমায় আমায় এক চিতায় ম'র্‌ব। তবে ত প্রাণ, ভালবাসা! তবে ত প্রাণ, প্রণয়!

ব্রহ্মা। দুর্ব্বিনীতে! দুর্ব্বাক্য পরিত্যাগ কর্। পুত্রভাবে আহ্বান ক'র্‌চি, মাতৃভাবে দর্শন কর্।

লীলা। বা রসিক! আমি আবার তোমায় পতিপত্নীভাবে কখন সম্ভাষণ ক'র্‌লাম? আ মরণ তোমার! মেয়েমানুষ দেখে বুঝি পাগল হ'লে! বলি, তুমিই ত সৃষ্টিকার্য্য ক'র্‌বে? তাহ'লে তুমি এমন কেন? এই পাঁচটা ভূত সৃষ্টি করেই যে মাথা বিগ্‌ড়ে ফেলেচ! দেখ সৃষ্টিধর, সৃষ্টি-

রহস্য বড়ই বিষম। পাঁচটা ভূতের পর এবার জীবের সৃষ্টি, তা আবার এর চেয়েও কঠিন।

ব্রহ্মা। মা, মা, তুমি কে মা? অজ্ঞানান্ধকে সত্য পরিচয় দাও।

লীলা। তোমার পরম আত্মীয়। তা ত আগেই ব'লেচি! ছিঃ, আরও পরিচয় নিতে লজ্জা হ'চ্চে না? এ মিন্‌সে কে গো! লজ্জাশরম যে একটুকুও নাই। দেখ সৃষ্টিধর, সৃষ্টি কর। প্রভুর কার্য্য পালন কর। একটা মেয়েমানুষ দেখে, একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়্‌লে! এখন যা ইচ্ছা ক'রেচ, তাই কর।

ব্রহ্মা। মা তোমার পরিচয় না জান্‌লে, আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হ'চ্চে না।

লীলা। তুমি যে ক্ষেপ্‌লে দেখ্‌চি! মিন্‌সে কে গো!

ব্রহ্মা। জননি! বৃথা লজ্জা দিচ্চেন কেন?

লীলা। আপ্ত লোক না হ'লে, কার কাছে লজ্জা করি বাছা! আর না, একটা কথা ব'লে যাই, এখন যা ক'র্‌চ, তাই কর। তবে মাঝে মাঝে আমি থাক্‌লাম! সময়ে আলাপ-প্রণয় ভাল ক'রেই হবে।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। তাই ত, এ বামা কে? কিছুতেই ত ধারণায় আন্‌তে পার্‌চি না। যিনিই হ'ন, বামা অচিন্ত্য-লীলারূপিণী নিশ্চয় সনাতন, সনাতন! ব্রহ্মন্! ব্রহ্মন্! আমায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করুন। প্রভো! আমি অধম, আমি অজ্ঞান। তবে প্রভো! আমি আপনার মহান্ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন

ক'র্‌ব ? হে বিশ্বযোনি! অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রধান! অধমকে অনুগৃহীত করুন। হে প্রণবরূপী জ্যোতির্ম্ময়! আমার ব্যাহৃতি-মন্ত্র সিদ্ধ হ'ক্। ভূঃ!

ভূয়ের প্রবেশ।

ভূ। ভগবন্! কোন্ উদ্দেশ্যে আমার সৃষ্টি! আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মা। সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় ঐ আগত মহাপুরুষদ্বয় তোমার এ বাক্যের উত্তরপ্রদান ক'র্‌বেন। মহাপুরুষদ্বয়! কে আপনারা ?

যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্যের প্রবেশ।

যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্য। সৃষ্টিপতে! আমরা উভয়েই ভগবানের লীলা-সম্ভূত। আমাদের একের নাম যোগাচার্য্য, অপরের নাম কপিলনামা সাংখ্যাচার্য্য। আপনার ব্যাহৃতি-মন্ত্রে ভূর উৎপত্তি। ব্যাহৃতি মন্ত্র ভগবানের পূর্ণ-শক্তি! অতএব ভূ! তুমি সেই অমৃতময় অনাদিকারণ অনাথনাথের সাধনাপূর্ব্বক শীঘ্রই সেই পূর্ণ ব্রহ্মে লীন হও।

[অন্তর্দ্ধান।

ভূ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। সাধনার সৃষ্টধন কোথায় তুমি ? ব্যাহৃতি-মন্ত্র-প্রসূত আমার ভূ কোথায়! হে মহাপুরুষদ্বয়! আপনারাই বা কোথায় গেলেন। ভুবঃ।

ভুবের প্রবেশ।

ভুব। পিতঃ! কি নিমিত্ত আমায় সৃষ্টি ক'র্‌লেন? কোন্ কার্য্যে আমায় নিয়োগ ক'র্‌বেন?

ব্রহ্মা। কোথায় আপনারা? উত্তর দিন্। প্রভো! আমি নিরাশ্রয়।

যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্যের প্রবেশ।

উভয়ে। যাও ভুব! অচিরাৎ যোগপথাবলম্বী হ'য়ে, অচিন্ত্য পরমব্রহ্মে লীন হও।

[অন্তর্দ্ধান।

ভুব। যে আজ্ঞে।

ব্রহ্মা। হায় হায়! সৃষ্টির কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়? কিরূপে সৃষ্টি রচনা করি? নারায়ণ! অপদার্থ নারকীকে এ দুরূহকার্য্যে কেন নিয়োগ ক'র্‌লেন? প্রভো! সদয় হ'ন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ।

ভু, ভুব ও স্বয়ের প্রবেশ।

ভু, ভুব ও স্ব। হে সৃষ্টিকারক মহাপুরুষ! কোন্ কার্য্যের জন্য ব্যাহৃতি মন্ত্রে আমাদের সৃষ্টি!

ব্রহ্মা। বৎস! সৃষ্টির জন্যই তোমাদের সৃষ্টি! কৈ—কোথায় লীলাসমুদ্ভূত মহাপুরুষদ্বয়। কৈ আপনারা? আপনারা ইহার সদুত্তর প্রদান করুন।

যোগাচার্য্য ও সাংখ্যাচার্য্যের প্রবেশ।

উভয়ে। হে সৃষ্টিপতে! আপনার ব্যাহৃতি-মন্ত্র সিদ্ধ! এইবার সৃষ্টি আরম্ভ করুন। লীলা হ'তেই আমাদের সৃষ্টি।

আবার সেই লীলায় অন্তর্দ্ধান হ'তে যাচ্ছি। এস ভূর্ভুবস্বঃ, আমরা নারায়ণী-লীলায় মিশ্রিত হই।

[অন্তর্দ্ধান।

ভূ, ভুব ও স্ব। আসুন।

[অন্তর্দ্ধান।

ব্রহ্মা। ব্রহ্মাণ্ডবীজরূপিণ্! অব্যক্তভাবিন্! ইহা আপনাদের কোন্ লীলা প্রভো! কিরূপে আপনার সৃষ্টির কার্য্য সম্পাদন ক'র্‌ব! যাদের সৃষ্টি ক'র্‌লাম, তারা সকলেই ত প্রভুর লীলায় লীন হ'ল! হে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর! তা হ'লে বিশ্বের কার্য্য কিরূপে নিষ্পন্ন হবে? এ তোমার কি লীলা!

গীত।

একি লীলা হায়, বল লীলাময়, ধন্য লীলা নারায়ণ।
কেন জীব আসে, কোথা গিয়ে মিশে, লীলা সাঙ্গ করে,
এ লীলা কেমন ॥
একি লীলা নাথ, কূল নাহি পাই, অকূলে আকুলে ডাকি হরি তাই,
ওহে হে গোঁসাই ;—
(কূল দাও হে কালবরণ, কূলে লও হে কালনিবারণ,
ওহে হে অধম-তারণ, পাতকী-পাবন ;
যদি ঐ রাঙ্গা পায়, দীনহীন ভিখারী পায়,
ভয়ের তার আর কিবা আছে কারণ ;—
কি ভয় তার যেতে পারে, অনায়াসে যেতে পারে,
পারাপারের তুমিই নিস্তারণ ;—)
পার করিতে তুমি হরি, এক মাত্র হও কাণ্ডারী,
তরী তব ঐ অভয় রাজীবচরণ ;—
এখন তরী দাও, লও কূলে লও, কিঙ্করের এই পদে নিবেদন ॥

যায় যুগযুগান্তর অনন্ত সাধনে,
অনন্ত জীবন হায়, যায় এই ভাবে।
কারণ-সলিল-পূর্ণ মহাসিন্ধু-মাঝে,
ক্ষুদ্র কার্য্যাবলি মরি, যায় মিশাইয়া।
নাহি থাকে কার্য্য কিছু কারণেই লীন,
ক্ষীণ তনু অনুদিন ভাবিতে ভাবিতে।
অদ্বিতীয় সর্ব্বময় সর্ব্বমূলাধার!
বার বার ডাকি আতঙ্ক-পূরিত প্রাণে,
দাও দেখা দয়াময়! কিসে সৃষ্টি হয়?
আর ভাবিতে না পারি সত্য সনাতন!
লীলাজলে কর লীলা জীবের সৃজন।
নিরাশ শ্মশানময় শূন্য পারাবার,
হ'ক্ রম্য কুসুমিত আনন্দ-উদ্যান।
উঠুক নীরব বনে বাঁশীর ঝঙ্কার,
বাজুক ইমন পিলু স্বর্গীয় বীণার।
আনন্দ-সঙ্গীতে বিশ্ব উঠুক ভাসিয়া।
একাকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি হোক্ দুই,
ভিন্নভাবে জীব সৃষ্টি ঘটুক তাহায়।

(প্রকৃতির আবির্ভাব)

এস এস সাধ্বি! তোমায় আমায় পুনঃ
হই সম্মিলিত, সৃষ্টি-কার্য্য চল সাধি গিয়া।

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

লীলার প্রবেশ।

লীলা। এই যে—কেমন মহা-মিলন দেখ দেখি! তাই ত বলি, মেয়েমানুষ না হ'লে কি কিছু হবার উপায় আছে? এই দেখ, যেই মেয়েমানুষ জুট্‌ল—অমনি সৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হ'ল! ঐ দেখ, লোক-কল্যাণময়ী বেদমাতা গায়ত্রী হ'লেন; তিনিও সৃষ্টির কুশলতায় চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি ক'র্‌লেন। তার পর ঐ দেখ, লীলা-সলিলে দক্ষ সপ্তর্ষি প্রভৃতি কত জীবের সৃষ্টি! তাই বলি, মেয়েমানুষ না হ'লে কি কিছু হবার উপায় আছে? বেশ—বেশ—প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হ'চ্চে! লীলারও তাই মহাআনন্দ! আচ্ছা, মেয়েমানুষ না হ'লে কি সৃষ্টি হয় না? দেখিনা কেন! এই যে গো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ সাতটা হ'য়ে পড়্‌লো! সৃষ্টিপতি আবার এই দিকে আস্‌চেন নয়? তাই বটে! এই ত লীলার লীলা! এখন যাই, সময়ে আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার ও ভৃগুর প্রবেশ।

ব্রহ্মা। সৃষ্টিহেতু মনঃক্ষেত্রে সৃষ্টি তোমাদের,
যাও পুত্রগণ। স্বীয় সাধনা-প্রভায়—
মহানন্দে সৃষ্টি বৃদ্ধি কর অচিরায়।
কেন নিরুত্তর সবে? উদ্দেশ্য কি বল?
কি হেতু নীরব? শুন প্রিয় পুত্রগণ!

সনাতন সৃষ্টি হেতু আমারে সৃজিল,
আমি পুনঃ তোমাদের করিনু সৃজন।
শোন বিবরণ, তবু কেন নিরুত্তর ?
বাক্যহীন জড়ভাব কেন সবাকার ?
মম ইচ্ছা নাহি কভু করিবে পালন ?
তাই কি রে মৌন হ'য়ে, আছ স্থির ভাবে ?
ভাল, ভাল, তাই ভাল, বুঝিলাম পণ,
যে যার কর্ত্তব্য কার্য্য করিবে পালন ?
মরি মরি হায়, হেন পুত্র কেবা চায় ?
তার চেয়ে শতগুণে নিস্পুত্র ত ভাল !
বলি, পুত্রমধ্যে নাহি কি সুজন কেহ,
মম ইচ্ছা সম্পূরণ করিতে সক্ষম ?
যদি কেহ থাক, থাক, থাক সেই জন,
অন্যজন থাকিবার নাহি প্রয়োজন।
দেখি তাহে হয় কিনা সৃষ্টি সমাপন !
যাও যাও, যাও চলি দ্বিরুক্তি না করি,
চহি না কাহারে, আবার করিব জপ,
আবার করিব তপ, আবার আবার—
সাধিব সাধিব উৎকট-সাধনা-ব্রত।

(সমাধিতে উপবেশন)

গীত।

নীল জলধি-জলে, মৃদু অনিল দোলে,
ক্ষুদ্র বিম্ব খেলে পলকে মিশায়।

কোথা হ'তে আসে, কোথা যায় ভেসে,
কার আশে বল, এ খেলা খেলায় ॥
নিবিড় আঁধার, দৃষ্টি নাহি চলে ;—
মাঝে মাঝে আলোক-রেখা,
কে আছ মহান্ মহিমাশালিন্ দাঁড়ায়ে,
ধর হে জ্বলন্ত-শিখায় ॥
আমি হে আঁধারে তাঁরে ধরিয়ে দাঁড়াই ;—
চলিতে নারি, প্রভু এক পদ,
কি করি, কি করি, কেহ ত নাই ;—
অনন্তে মগনা, ক্ষুদ্র জলকণা,
হারায়ে চেতনা যায হে কোথায় ॥

[ব্রহ্মা ও ভৃগু ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ব্রহ্মা । কে তুমি—আনন্দ ! পিতৃবাধ্য দেখিতেছি তোমা ?
কহ রে বালক ! কে তুমি দীনের বেশে ?

ভৃগু । কে আমি ভিখারী, কেমনে জানিব আমি ?
কে আপনি ?

ব্রহ্মা । (স্বগতঃ) সরল বালক না জানে আপনে মরি !
পিতৃবাক্য করিতে পালন আছে হেথা !
ভাল, ভাল—হেন পুত্র বংশের মাণিক ।
(প্রকাশ্যে) শোন বৎস ! তুমি পুত্র আমি পিতা তব।

ভৃগু । পিতা তুমি ?
পিতা, পিতা, কহ সত্য মা আমার কোথা ?
মা মূর্ত্তি না হেরে, অকূল-পাথারে কাঁদি ।
শূন্যময় দেশে যাই ভেসে ভেসে সদা—

কেহ নাহি কোলে তুলে লয়, অভাগারে !
নিরাশ্রয় ! মরি, কোথা মাতা স্নেহময়ী দেবী !
কেন পিতা, বাক্যহীন ? মা নাই আমার ?
মাতৃহীন অনাথ-বালক আমি হায় !
হায় হায়, পিতা, তাই ভাবি মনে মনে,
কিবা তব কঠোর হৃদয়, তাই মোরে—
করিলে মানস-সৃষ্টি মাতৃহীন ক'রে।

ব্রহ্মা। (স্বগতঃ) অতীব অন্যায় কার্য্য করিয়াছি আমি,
কি ব'লে প্রবোধ দিব অবোধ সন্তানে।
লীলাময়ি !
মম বাক্যরূপে হও বাক্‌দেবী জননী,
এস মা গো মাতৃরূপা, এ মহাসলিলে।
মা ব'লে প্রাণের ভৃগু করিছে রোদন,
আহা কাঁদে প্রাণ তার মায়ার কারণ,
মা হ'য়ে সান্ত্বনা দাও প্রণব-রূপিণি !
(প্রকাশ্যে) ভৃগু রে ! সন্তান কোথা মা বিহনে থাকে ?
অবশ্যই মা আছে তোমার, ডাক বাছা !
মা মা ব'লে মহার্ণব-মাঝে প্রাণভ'রে,
মা পাইবে তুমি মাতৃগত-প্রাণ ভৃগু।
যাই আমি পুনঃ সৃষ্টিহেতু তপস্যায়।
তুমিও রে বাছা, হও আমার সহায়,
প্রজাবৃদ্ধি কর বাছাধন ! সৃষ্টি-হেতু—
তোমার সৃজন, করহ সাধন তাহা।
মনে রেখ' বৎস ! সৃষ্টিহেতু সৃষ্টি-মাঝে

তোমার সৃজন। সৃষ্টির কারণ বৎস,
তোমার সৃজন।

[প্রস্থান

ভৃগু। এই অনন্ত অসীম সিন্ধু-অঙ্কে, আমার এই অলীক স্বপ্ন-শয্যায় কে আমার মা হবে? লীলার সলিলে ভেসে ভেসে যাই মা, মাথার উপর মরুময় অনন্ত আকাশ শুভ্রমেঘে ঢাকা, নিম্নে মহাসিন্ধুর নৈরাশ্যময় নীলজল—তার মধ্যে অনাথিনী বিষাদিনী কেউ কি আছিস্ গো, এই কাঙ্গাল ছেলের মা হবি? প্রাণ বড় হু হু ক'র্‌চে! হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ ক'র্‌চে! মা! সব শূন্যময় দেখ্‌চি। কোন্ অভাগিনী রে—কোন্ পাগলিনী রে, এ অভাগার মা হবি মা!

গীত।

মাগো সব শূন্যাকার, কেউ নাই আমার।
কোথা হ'তে এসে কোথা যাই ভেসে,
কূল নাহি পাই না জানি সাঁতার॥
না জানি ভজন, না জানি পূজন,
তায় ঘোর শত্রু আছে মা ছজন,
(তারা) না শুনে বারণ, সমান বারণ,
না জানি কারণ, কি মনে গো তার॥
ভিখারী ব'লে মা কেহ না আদরে,
মা হ'তে না চায় দীন পুত্র হেরে,
(যদি) কেউ থাকে দুঃখিনী, হও গো জননী,
হব পুত্র আমি, ভিখারিণী মার॥

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। কোন্ অভাগা রে, কোন্ দরিদ্র রে, কোন্ পাগল রে—এ অনাথিনী কাঙ্গালিনীর পুত্র হ'তে চাস্ বাবা!

ভৃগু। আমি মা, আমি মা। আমার মা নাই মা। তাই তোর পুত্র হ'তে চাই মা! এই নৈরাশ্যময় সিন্ধু-জলে তুই কি আমার মা হবি জননি?

সরস্বতী। চাঁদ! মাণিক! এ কাঙ্গালিনীকে মা ব'লে কি ভক্তি ক'র্‌তে পার্‌বে? এ মায়ের যে কোন গুণ নাই, এ মায়ের যে কোন শক্তি নাই ধন!

ভৃগু। মা তোমার গুণে, তোমার শক্তিতে কি হবে? তোমার মা-নামের শক্তির জন্যই ভৃগু ভিখারী। মা, তুমি নির্গুণা হও, তুমি শক্তিহীনা হও, ভিখারী ভৃগু মাতৃপদসেবা ক'রে তোমায় সান্ত্বনা ক'র্‌বে,—তোমায় শক্তিময়ী ক'র্‌বে। ভৃগুর পিতা আছে, পিতৃবর আছে, নাই মা, তার মা। তাই মা, ভৃগু মাতৃপদের ভিখারী।

সরস্বতী। ভৃগু! আমায় তুমি মাতৃপদে বরণ ক'র্‌লে যে, নিদারুণ যাতনা ভোগ ক'র্‌তে হবে চাঁদ!

ভৃগু। কি যন্ত্রণা মা! মা না থাকার চেয়েও কি যন্ত্রণা?

সরস্বতী। না বৎস! সৃষ্টির যন্ত্রণা।

ভৃগু। সে যন্ত্রণার নাম কি?

সরস্বতী। মনে সৃষ্টি-সুখের অভিলাষ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

ভৃগু। সৃষ্টি-সুখের কামনা কি মা!

সরস্বতী। ভাল খাব, ভাল প'র্‌ব, কামিনী-কাঞ্চন এরই কামনা বাবা!

ভৃগু। মা! সৃষ্টির জন্ত ভগবানের আরাধনাই পিতৃ-আদেশ! মাতৃ-আদেশ তার সহায়কারী। এ ত আমি পরিত্যাগ ক'রেই; মা অন্বেষণ ক'র্‌চি মা!

সরস্বতী। তবে এস চাঁদ! আমি তোমার বাক্‌দেবী সরস্বতী মা! ভৃগু রে! আজ হ'তেই আমি তোমার মা হ'লাম! ভৃগু রে! আমি যেমন তোর কাঙ্গালিনী মা, তেমনি তুই আমার কাঙ্গাল ছেলে! তোর পুত্র হওয়াও সার্থক, আর আমার মা হওয়াও সার্থক!

লীলার প্রবেশ।

লীলা। ওগো কাঠকাপাসি পাড়াপড়শী ভৃগুর মা, তুমি একাকিনী মা হ'য়ো না গো, আমিও একজন আছি; ভেবে দেখ সরস্বতি, ভৃগুর কে মা হ'তে পারে?

সরস্বতী। মা, তুমি ত সৃষ্টিপতির সৃষ্টির মা! তুমি মা, আমার মায়ের মা, আমার নিজের মা! লীলারূপিণী তুমি যে মা!

লীলা। বেশ্ মা বেশ্, তোর কথাগুলি বেশ মিষ্টি। বেশ্ বিনিয়ে বিনিয়ে পটাতে পারিস্! আর শুনেচিস্—সতীন যে রেগে লাল! এখন আমার সঙ্গে এস—অনেক কথা আছে। ওরে বাছা! সাধনায় যাও, পিতার আজ্ঞা পালন কর গে! খুব সাবধানে থেক'! বিপদে প'ড়্‌লে এই কাঠকাপাসি পাড়াপড়শী মাকেও ডেকো! আয় বাছা!

সরস্বতী। ভৃগু—ইনি লীলা! এই মার ইচ্ছায় সব! এখন আসি। তুমিও যাও, মায়ের যা ইচ্ছা আছে, তাই হবে।

লীলা। ছিঃ মা, ভৃগুর নিকট পরিচয় দিলি! লোকের কাছে পরিচয় দিতে যে লজ্জা করে মা!

[সরস্বতীসহ প্রস্থান।

ভৃগু। বামা লীলাময়ীই বটে! প্রতি বাক্যবিন্যাসে, প্রতি পদবিক্ষেপেই লীলার মাধুর্য্য প্রকাশ পাচ্চে। ইনি আবার কে? যেন রাজরাণী! কে মা আপনি?

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ওরে মা-কাঙালে ছেলে! যাকে তাকে মা ব'ল্লেই হ'ল! যে খেতে পায় না, প'র্‌তে পায় না, লোকের বাড়ীতে গেলে যাকে ব'স্‌তে আসন দেয় না, সে তোর মা! সরস্বতীকে আবার মা বলে? ওর সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, তবু কি কোন দিন সুখ পাবি? ছিঃ বাবা, কারে মা ব'ল্‌তে যাচ্চিস্? তোর মত সোণারচাঁদ ছেলের আবার মায়ের ভাবনা কি! আমি তোর মা হ'ব, আমি তোরে বুকে ক'রে রাখ্‌ব। কেন বাবা, পোড়া সরস্বতীর সেবা ক'রে, সোণার বর্ণকে কালী ক'র্‌বে? তোমার পিতার অতুল সৃষ্টিসুখে চিরবঞ্চিত হবে?—চিরদিন হাহাকারে কাঁদ্‌বে! আরে ও মা-কাঙালে ছেলে, কেমন মা আমি দেখ্‌দেখি। আমার সঙ্গে আয়, যেমন সোণার বর্ণ, তেমনি সোণার পরিচ্ছদ দোব। মণিকাঞ্চনে যোগ হবে। তোর পিতা সৃষ্টিধর, সুখের স্বর্গ ক'রেচেন, তোকে সেই স্বর্গের রাজা ক'র্‌ব!

ভৃগু। বটে, বটে! আর ব'ল্‌তে হবে না. এইবারে তোমায় বিলক্ষণই চিনেচি! তুমি মা ব'ল্‌লে কি হবে, তুমি ত আমার মা নও মা, তবে তুমি আমার বিমাতা বটে, তাই সপত্নী-পুত্রের প্রতি হিংসা ক'র্‌তে এসেচ! জননি! আমি পিতৃ-আজ্ঞায় ভগবানের আরাধনা আর সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্যই এসেচি; আমি ত স্বর্গের রাজা হ'তে আসি নাই! তবে তোমার রাজ-পরিচ্ছদ, মণিকাঞ্চনে আমার প্রয়োজন কি? আমি ভগবানের প্রেমের ভিখারী, আমি ত রত্নের ভিখারী নই মা! যে তোমার রত্নের কাঙাল, তুমি তারি মা হ'বে, সেই তোমার ভালবাসার পাত্র হবে, আর সেই পুত্রই তোমায় যথার্থ ভক্তি ক'র্‌তে পার্‌বে! আমার মা হ'তে চাইলে, আমি তোমায় বিমাতা ভিন্ন অন্য কিছু ত ভাব্‌তে পার্‌ব না মা!

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) চির-দরিদ্র! এত তোর অহঙ্কার! এ অহঙ্কার তোর অধিক দিন থাক্‌বে না! তুই সরস্বতীর মিষ্ট ভালবাসায় আমায় অবহেলা ক'র্‌লি! দুর্বৃত্ত! লক্ষ্মীহীন পুরুষ সংসারের চিরঘৃণা! দুর্ভাগ্য ভৃগু! তুই নিজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী নিজকর্ম্মে আজ এই মহার্ণবের অতলগর্ভে নিমজ্জিত ক'র্‌লি! দেখ্‌বো ভৃগু! এই লক্ষ্মীর জন্য তোমায় চির-অশ্রুনীরে ভাস্‌তে হয় কি না! দেখ্‌বো ভৃগু! এই লক্ষ্মীর জন্য তোমায় চিরদিন হাহাকার ক'রে, কাঁদ্‌তে হয় কি না! তোর দুঃখে সৃষ্টির দেবদানব দূরে থাক্‌, পশুপক্ষীও কাঁদ্‌বে! তোর দুর্গতি দেখে, শিলাখণ্ডও দ্বিভাগে বিভক্ত হবে। তবে লক্ষ্মীর প্রতিহিংসা! তবে লক্ষ্মীর অপমানের প্রতিশোধ! (প্রকাশ্যে) ভৃগু! সরস্বতী যখন আমার স্বপত্নী, তখন আমি

তোমার বিমাতাই বটে! তাই আমি চ'ল্লাম, তুমি তোমার মাতৃ-চরণ আরাধনা কর গে যাও।

[প্রস্থান।

ভৃগু। নিশ্চয়! তা আর তোমায় ব'ল্তে হবে কেন মা! যার জন্য ভৃগুর সৃষ্টি, ভৃগু সেই কার্য্যে তৎপর! আপনি আসুন। অনাথনাথ বিশ্বনাথ ভগবন্! ভৃগু একমাত্র তোমার অতুল অমিয়প্রেমের ভিখারী। ভগবন্! তুমি সত্য! "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।"

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

মার্কণ্ডেয় ও লীলার প্রবেশ।

লীলা। ও বুড়ো! এখন ভক্তিরস আর করুণরস ছাড়, এক আধটা হাসিতামাসার রূপ-কথা বল শুনি! আর পারি না বাছা, তোমার ভক্তিরস আর করুণরসে হাবুডুবু খেতে পারি না।

মার্কণ্ডেয়। জননি—

লীলা। অম্‌নি বুঝি সুরু ক'র্‌লে? তোমার জননী কথাটা ছাড়তো বাছা! ও চারকেলে কাসুন্দি আর মুখে রোচে না। হয় সাদা সাপ্‌টা কথা কও, নয়, বল আমি পালাই! যতক্ষণ তোমার ভক্তিরসের ভণিতা শুন্‌ব, ততক্ষণ আমি সৃষ্টির কতকগুলো রংবেরংএর জানোয়ারের খেলা দেখ্‌ব।

মার্কণ্ডেয়। মা, বড়ই আশ্চর্য্য দেখ্‌চি!

লীলা। ও ভক্তিরসের আর করুণরসের লোকগুলো সৃষ্টির সকলই আশ্চর্য্য দেখে। বলি, ভুষণ্ডি বায়স! কোন্‌টা

আশ্চর্য্য দেখ্‌লে বাপু! তোমার আশ্চর্য্য ত সৃষ্টি-রচনা!

মার্কণ্ডেয়। তাই মা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রভুর ইচ্ছায় কি হ'লো দেখুন!

লীলা। আমি ত দেখেইচি, তুমি কি দেখ্‌লে বল?

মার্কণ্ডেয়। দেখ্‌লাম, অতি আশ্চর্য্য!—

লীলা। এই রে—আবার সেই ভক্তিরসের পালা ধ'রেচে! আচ্ছা মার্কণ্ডেয়, বলি মাথার চুল পাকালে, চারটা যুগকে সৃষ্টির এক দিনের মত গত ক'র্‌লে;—বলি, তবু কি কথা কইতে শিখ্‌লে না? একটা সাদাসাপ্‌টা কথা কইবে, অমনি তার মধ্যে পনর গণ্ডা আবোড় তাবোড় কথা না ব'ল্‌লে কি তোমার প্রাণের একটা কথাও প্রকাশ করা যায় না? কি আশ্চর্য্য দেখ্‌লে মাণিক!

মার্কণ্ডেয়। এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিশ্বেশ, দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু, অঙ্গিরা, মনু, তারপর তাঁদের কন্যা অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, খসা, প্রাধা, সুরসা, বিনতা ও কদ্রু উৎপন্ন হ'ল। আর সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, দক্ষের কন্যা হ'ল; মরীচি, কশ্যপনামে পুত্র উৎপাদন ক'র্‌লেন। দক্ষ, প্রথমজাত কন্যাগুলিকে কশ্যপ-হস্তে প্রদান ক'র্‌লেন। তারপর পুনর্ব্বার লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি, সাধ্যা, বিশ্বা, মরুত্বতী নাম্নী পঞ্চকন্যা উৎপাদন ক'র্‌লেন। তারপর ব্রহ্মার কামোদ্ভূতা পত্নী সুরভী হ'লেন। তাইতে তাঁর আবার একাদশ রুদ্র পুত্র হ'লেন। আবার ঐ সুরভী হ'তে ওষধি, তারপর ধর্ম্ম হ'তে লক্ষ্মীর গর্ভে কাম, সাধ্যা হ'তে পর্ব্বত, বৃষ-নাগাদির

উৎপত্তি হ'ল। কশ্যপ হ'তে অদিতির গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য দেবগণ, আবার দিতির গর্ভে দানবগণ জন্মগ্রহণ ক'র্‌লেন।

লীলা। তাই ত, সাধে কি বলি যে, এই ভক্তি-রসের লোকগুলো বড়ই আবোড়তাবোড় বকে। বাছা, এ যে তুমি ঘট্‌কালী ক'র্‌তে, ঠিকুজি বার ক'রে ব'স্‌লে বাপু! মার্কণ্ডেয়, আজ তো তোমার আমার কেউ বিয়ের সম্বন্ধ ক'র্‌তে আসে নাই চাঁদ!

মার্কণ্ডেয়। না-মা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি হ'ল, তাই ব'ল্‌চি।

লীলা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে হ'বে অনেক, সৃষ্টি হ'ল! গাছ হ'লেই তার ডাল হয় পাতা হয়, ফুল হয়, ফল হয়, আর তোমার মত ভক্তি-রসের লোকগুলোর মাথা ঠিকুরে যায়। (স্বগতঃ) মর্ পোড়ামুখী লীলা, কি লীলাই তুই ক'রেছিস্? দেখ্‌লেও হাসি আসে, ব'ল্‌তেও লজ্জা হয়।

(নেপথ্যে)

মধু ও কৈটভ। কে রে—কে রে—মার্—মার্—মার।

মার্কণ্ডেয়। মা, মা, একি প্রলয়ের গভীর গর্জ্জন? পুনর্ব্বার কি ধ্বংস-শেষ প্রলয় উপস্থিত হবে! ঘন নীলাকাশপটে প্রদীপ্ত কালসূর্য্যের মত, মহাপারাবার-বক্ষে মহাকাল-মূর্ত্তি সমান আসলিলাম্বরব্যাপী মূর্ত্তিদ্বয় প্রবল ঝটিকাবৎ বেগে এই দিকে আস্‌চে কারা মা! অগ্রভাগে ওরা কারা! প্রজাপতি কর্দ্দম, তদীয় সরল-প্রাণা পাতিব্রত্যময়ী পত্নী আর শিরীষ-কুসুম-কোমলা বৈশাখী শুক্লাদ্বিতীয়ার জ্যোৎস্নানিভা কন্যা কুমারী খ্যাতি নয়? আহা রে, যেন পূর্ণিমার নিশান্তের ম্লানা জ্যোৎ-

স্নার ছায়া! প্রচণ্ড অরুণ-ভয়ে সন্ত্রাসিত হ'য়ে ছুটে পালাচ্চে! আহা রে, যেন ব্যাধ-বিতাড়িত হরিণ-হরিণীগুলি, শুষ্কনেত্রে কার' আশ্রয়ের জন্য কাল প্রতীক্ষা ক'র্‌চে! মা—মা—দেখ্‌ দেখ্, দেখ্‌ মা—উঃ কি ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি! নীলাম্বুতে ছায়া দেখ্‌—ঐ প্রলয় বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে উত্থিত হ'ল! ঐ এলো—ঐ এলো! মা—মা—ও যে সেই অসুর মধু আর কৈটভ! এখনি গ্রাস ক'র্‌বে, কোথায় যাই—কে রক্ষা ক'র্‌বে? প্রভু বিশ্বনাথ! রক্ষা করুন!—(গমনোদ্যত)।

লীলা। (হস্তধারণপূর্ব্বক) ভয় কি মার্কণ্ডেয়—ছিঃ মাণিক! এতক্ষণের পর এইবার বুঝি ভক্তিরস উথ্‌লে প'ড়্‌চে! বাবা ভক্তিরস! আমায় স্পর্শ কর; কোন ভয় নাই। আমরা উভয়েই অদৃশ্যে থাক্‌ব। (উভয়ের অদৃশ্য হওন)।

বেগে কর্দ্দম, তদীয় পত্নী, খ্যাতি ও মধুকৈটভের প্রবেশ।

কর্দ্দম, তদীয়পত্নী ও খ্যাতি। } কে কোথায়, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মধু ও কৈটভ। কে তুই—কে তুই—কে তুই!

মধু। এ রাজ্যে তোরা কে?

কৈটভ। আমরা ত তোদের কারুকে কখন দেখি নাই! বল্‌ কে তোরা!

মধু। তোরা কাঁপ্‌চিস্ কেন?

কৈটভ। তোরা—সকলেই আমাদের ভক্ষ্য।

মধু। ভগবান্ এ জগতে আমাদের দুই ভ্রাতা ব্যতিরেকে অন্যকে স্থানাধিকার প্রদান করেন নাই। বল্, বল্ কে তোরা ?

কর্দ্দম। আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্ট ; প্রজাপতি সৃষ্টি-বৃদ্ধির জন্যই আমাদের সৃষ্টি ক'রেচেন! হে মহাবলধারী বিপুল-বপু-বিশিষ্ট মহাপুরুষদ্বয়! আপনারা কিজন্য ভগবানের ইচ্ছা-কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌চেন! আমাদের পরিত্যাগ করুন। আমরা অতিশয় ভীত হ'য়েচি।

মধু। উন্মাদ! উন্মাদ! তা কি কখন হয়? ভগবান্ আমাদেরও ক্ষুধার সৃষ্টি ক'রেচেন। আমরা ক্ষুধার্ত্ত, তোমরা আমাদের ভক্ষ্য!

কৈটভ। সেই জন্যই ত আমাদের এত পরিশ্রম। নতুবা পিপীলিকাসংহারে পর্ব্বতের প্রয়োজন হয় কি ?

মধু। এস কৈটভ! অগ্রে এই বালিকাকেই ভক্ষণ করা যাক্। নধর কোমল মাংস রসনা-রুচিকর হবে।

কৈটভ। উত্তম। উত্তম আহার্য্য কার্ বাঞ্ছনীয় নয়! দে— শীঘ্র বালিকায় পরিত্যাগ কর্!

খ্যাতি। মা মা—

কর্দ্দম-পত্নী। ভয় নাই মা! প্রাণেশ্বর—

মধু। দেখ, আমরা পাপাত্মা বা অধার্ম্মিক নই! তবে কি ক'র্‌ব, তোরা আমাদের ভক্ষ্য। ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণে কখনই পাপ হ'তে পারে না।

কৈটভ। আরে—পাপ আর্ পুণ্য! প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে সকলই ভস্মসাৎ হয়। আমাদের নিকট আবার পাপ!

দে—শীঘ্র বালিকায় পরিত্যাগ কর্। বলি, সহজে হবে, না বল্ প্রয়োগ ক'র্‌তে হবে।

মধু। কেন, একের জন্য তোদেরও প্রাণটা নষ্ট ক'র্‌বি? দেখ্—

খ্যাতি। মা—মা—আমায় ধর্ মা! আমায় রাক্ষসে খাবে! (মাতৃক্রোড়ে লুক্কায়িত হওন)।

কর্দ্দম-পত্নী। ভয়-বিহ্বলা বালিকে! ভয় কি মা? আগে চণ্ডালিনীর অস্থিমাংসে রাক্ষসের উদর পূর্ণ হ'ক্, তার পর ত তোমার ভয় মা। আগে নিদাঘের মধ্যাহ্ন-তপন পশ্চিমাকাশে ঢ'লে প'ড়ুক, তারপর ত তোমার ভয় মা! ভয় কি?

গীত।

ভয় কি মা, ভয় কি মা, মায়ের কোলে মেয়ের কি ভয়।
তাহ'লে যে মা নামে মা হবে কলঙ্কের উদয়॥
মা মা ব'লে আয় মা কোলে, শীতল হ'বি মা মা বোলে,
ভাসিস্ না মা নয়ন-জলে, মার কোল মা শান্তিময়॥
মা নামে মা আমি তোর, করেছি জীবন ভোর,
মা নামে স্নেহের ডোর আছে মা বাঁধা ;—
আমি মা তোর আর মা আছে, মা মেয়ে যাব' মায়ের কাছে,
যম ঘেঁসেনা সে মার পাছে, মা নামে শমন পরাজয়॥

কর্দ্দম। হা ভগবন্! কি ক'র্‌লে? হায়! কেন আমাদের সৃষ্টি হ'ল! যে সৃষ্টিতে এত বিড়ম্বনা, হায়, সে সৃষ্টির মধ্যে আমরা এলাম কেন?

মধু। আমাদের হস্তে তোদের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

কৈটভ। বলি বিলম্ব কেন? তবে রে দুর্ব্বিনীতে—(ধারণোদ্যত)।

কর্দ্দম। না, না, কিছুতেই তা হবে না। প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না; তোমরা আমাদের স্ত্রী-পুরুষকে ভক্ষণ কর; তোমাদের রাক্ষস-উদর পূর্ণ কর! তোমাদের ক্ষুধাবহ্নি নির্ব্বাণ কর—না—না—কিছুতেই তা হবে না, আমার হৃদ্‌পিণ্ডে একবিন্দু শোণিত থাক্‌তে—না—না কিছুতেই তা হবে না।

কৈটভ। কে রে—অল্পায়ু জীব! তোর এতদূর সাহস যে, কৈটভের ইচ্ছা-স্রোতে বাধা দিস্!

কর্দ্দম। ইচ্ছায় দিই নাই, প্রাণের জ্বালায় দিয়েচি! ক্ষমা কর! চিরদিন তোমাদের পাদুকা মস্তকে বহন ক'র্‌তে বল, তা ক'র্‌ব! আজীবন দাসত্ব-ভার প্রদান কর, অম্লান-হৃদয়ে তা গ্রহণ ক'র্‌চি! তথাপি প্রাণের দুহিতায় হত্যা ক'র না। আনন্দের বাসন্তীকৌমুদী, বর্ষার নিবিড় মেঘে আচ্ছাদন ক'র না। দেখ, এতে ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। তোমাদের কল্যাণ হবে, আয়ু বর্দ্ধিত হবে, ক্ষমতা অসীম হবে।

মধু। হাঃ হাঃ! সব হবে স্বীকার ক'র্‌লাম, কিন্তু এখন ক্ষুন্নিবারণের উপায় কি আছে, ব'ল্‌তে পারিস্?

কর্দ্দম-পত্নী। কেন আমরা আছি; আমাদের শরীর ভক্ষণ করুন। তাহ'লে ত হবে।

কৈটভ। না, না, তাতে হবে না; আমাদের অভিলাষ পূর্ণ না হ'লে, কিছুতেই হবে না। ঐ বালিকার কোমল মাংস ভিন্ন আমাদের লালসার পরিতৃপ্তি সাধন হবে না! দে—শীঘ্র বালিকায় দে। তবে আর আমাদের কোন দোষ নাই। রে চণ্ডালিনি! আয় বালিকে—(বালিকার হস্তধারণ)।

খ্যাতি। মা, মা—যাই মা—(রোদন) রাক্ষসে আমায় খেলে—

মার্কণ্ডেয়। হায় হায়, কি করি? নিজের দেহজীবন দিলেও যদি বালিকার প্রাণরক্ষা হয়, তাও শ্রেয়স্কর! রে—রে, সৃষ্টি-হিংসক পাপ-অসুর! আমি থাকৃতে কখনই তোদের পাপ-অভিসন্ধি পূর্ণ হবে না। এতই যদি উদরের জ্বালা, তাহ'লে সৃষ্টির অনেক বিষ্ঠামূত্র আছে, তাই ল'য়ে পাপ-উদর পূর্ণ ক'র্ গে! বনের বানর কি কখন স্বর্ণপারিজাত-কোরকের মূল্য জানে! (খ্যাতিকে ক্রোড়ে গ্রহণ) ভয় নাই মা—স্নেহের ফুলটি আমার। ভয় নাই মা—মায়ার জ্যোৎস্না আমার। কোন ভয় [illegible] মার্কণ্ডেয়ের স্নেহ ভালবাসার দুর্ভেদ্য প্রাচীরমধ্যে আবার ভয় কি মা!

খ্যাতি। ওগো! আমার গা কাঁপ্‌চে! আমায় দুরন্ত রাক্ষসে খাবে! আমার মা কোথা?

লীলা। ভয় কি মা পাগ্‌লি মেয়ে—আমি যে তোর মার বড়, আমি তোর সেই মা আছি; তোর মায়ের কচি বুকের স্নেহের চেয়ে আমার বুকের স্নেহ অনেক বড়,—মহাপারাবারের চেয়েও বড়। তুই আমার সেই স্নেহের বুকে আয়! (ক্রোড়ে গ্রহণ) ভয় কি মা! তুই যে মাকে মা বলিস্, সে মা তোর ছোট মা, আর আমি তোর বড় মা!

কৈটভ। কি আশ্চর্য্য! কন্যা কোথা গেল?

মধু। কৈটভ! কি চমৎকার দৃশ্য ভাই! ঐ চণ্ডালিনী নিশ্চয়ই মহাকুহকিনী বিদ্যা জানে! সেই বিদ্যাপ্রভাবে—চকিতে, সাক্ষাতে আমাদের ভক্ষ্যকে লুক্কায়িত ক'রেচে। আর ক্ষমা নয়;—কুহকিনী মায়ারূপিণীকে আর ক্ষমা নয়।

খ্যাতি। বড় মা, দেবী মা তুই! ঐ দেখ্ মা—আমার ছোটমাকে রাক্ষসে খেতে চাচ্চে!

মধু। ঐ শোন, অলক্ষ্যে সেই বালিকার কথা! স্পষ্ট শোনা যাচ্চে!

কৈটভ। তাই ত বটে! কোথা—সেই কন্যা! বল্ কিরাতিনি! কোথায় আমাদের ভক্ষ্যকে লুক্কায়িত ক'র্‌লি বল্? (কেশাকর্ষণ)।

কর্দ্দম। আহা! অভাগিনীর দোষ কি?

মধু। তবে তুই-ই এ মন্ত্রণার মূলীভূত কারণ! তবে বল্ পাপিষ্ঠ, কোথায় আমাদের ভক্ষ্য লুক্কায়িত ক'র্‌লি বল্। (কর্দ্দমের হস্তধারণ)।

কর্দ্দম। হে মহাপুরুষ! আমরা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেহই দোষী নই। সকলই সেই ভগবানের লীলা! সেই মহামায়ার ইচ্ছায়, আজ আমার কন্যার জীবন রক্ষা পেয়েচে।

কৈটভ। তা পায়, পাক্! কিন্তু কোথায় তুই কন্যাকে অন্তর্হিত ক'র্‌লি, তাই বল্!

কর্দ্দম। ঐ সম্মুখে আমার কন্যা, নীলাকাশে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভগবানের পূর্ণস্নেহে হাস্যমুখে দণ্ডায়মানা! আমরা দেখ্‌তে পাচ্চি, যখন আপনারা তা দেখ্‌তে পাচ্চেন না, তখন নিশ্চয় বুঝ্‌লাম—আমার সরলা স্নেহময়ী বালার জীবন-রক্ষার জন্য ইহা ভগবানের লীলা! তাই বলি, মহাপুরুষ! প্রতিনিবৃত্ত হউন!

কর্দ্দম-পত্নী। বিনা কারণে আমাদের কষ্ট দেওয়া যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয়, বা আমাদের মাংসে আপনাদের যদি

ক্ষুধা নিবারণ হয়, তাহ'লে আমাদের কোন বাধা নাই। আপনারা যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন। যখন ভগবানের কৃপায় আমার প্রাণের সর্ব্বস্বকে জীবিত দেখ্‌তে পাচ্ছি, তখন আর আমাদের কি চিন্তা আছে?

মধু। সম্মুখে তোর কন্যা?—আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান?

কর্দ্দম। আপনাদেরই সম্মুখে—শুধু আমার কুমারী নয়, আরও দুই জন মহদাত্মা আমার স্নেহের কুমারীকে ল'য়ে স্নেহ ক'র্‌চেন! এঁরাই বুঝি ভগবান্।

কৈটভ। কৈ—কৈ—ভগবান্ কৈ! সেই চাটুকারের ত একবার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হ'লে হয়! কৈ ভগবান্! ভগবান্ যুদ্ধ দাও।

মধু। কৈ কোথায়! কোন্ পথে? দেখ ভগবান্! তুমি আমাদের ঘোর বিরুদ্ধাচারী! লীলাকারি, তুমি আমাদের ভক্ষ্যকে আজ অপহরণ ক'রেচ! হয়, আমাদের ভক্ষ্য প্রত্যর্পণ কর, নয় সমরাহ্বান কর্‌চি, অগ্রসর হও;—দেখি কার শক্তি সমধিক!

কৈটভ। কৈ কোথায়—কৈ—সকলই ত দুর্ভেদ্য দুর্লক্ষ্য তামসছায়া।

মধু। অন্বেষণ কর। যখন ভগবান্ সম্মুখে, তখন নিশ্চয়ই সে আজ ধৃত হবে। কৈ ভগবান্—কৈ ভগবান্ (অন্বেষণ)

কৈটভ। কৈ ভগবান্—কৈ ভগবান্—(অন্বেষণ)।

সকলে। (হাস্য)।

মধু। কি ভগবান্! আমাদের কার্য্য-দর্শনে হাস্য! আচ্ছা, তুমি আজ যতই বিদ্রূপ কর, কিছুতেই আজ তোমার অব্যাহতি

নাই। কৈটভ! এই পাপিষ্ঠের জীবন সংহার কর! তা হ'লেই আমাদের সকল আশাই পূর্ণ হবে।

কর্দ্দম। হে মহাপুরুষ! বৃথা আমায় যন্ত্রণা প্রদান ক'র্তে ইচ্ছা ক'র্চেন কেন? আমরা নিরপরাধ।

কৈটভ। দুর্ব্বৃত্ত মায়াধারী নারকি! আর তোর কোন কথা শুন্তে চাই না! হয়, কন্যা প্রদান কর্, নতুবা—

মধু। নতুবা এই দণ্ডাঘাতে তোকে অচিরাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হ'তে হবে। আজ তোর জীবন-সন্ধ্যা! কালসাগরে তোর আয়ুসূর্য্য এইবার চিরদিনের জন্য নিমগ্ন হবার উপক্রম ক'রেচে।

কৈটভ। অদুরদর্শিন্! জান না যে আমরা কে? আমরা ভগবানেরও প্রতিদ্বন্দ্বী মধুকৈটভ! আমাদের শূন্য প্রদেশে বিরাট-রাজ্য। সেইখানে অসংখ্য অসংখ্য প্রজা; অনন্ত অনন্ত রত্ন, অগণিত অগণিত বাহন; অতুল অপরিমেয় সুখ সম্পদ ঐশ্বর্য্য। আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা? আমাদের সহিত শঠতা? আর্য্য! পাপিষ্ঠের মস্তক হস্তদ্বারা ছিন্ন ক'রে—সুদূর মহাব্ধিমধ্যে ভাসিয়ে দাও। আরে কৃতঘ্ন!

কর্দ্দম। দেখুন, বিনা অপরাধে নির্দ্দোষকে সংহার ক'র্বেন না।

উভয়ে। তবে কন্যা প্রদান কর্!

কর্দ্দম। তাই ক'র্ব, আমি আপনাদের উভয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হ'চ্চি, আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লেই আপনাদিগকে সম্প্রদান ক'র্ব। আমায় রক্ষা করুন।

মধু। উত্তম। কৈটভ, তবে পাপিষ্ঠকে পরিত্যাগ কর্। দেখিস্, যেন এ বাক্য মিথ্যা না হয়।

কর্দ্দম। তা কখন হবে না। আমার দ্বারা অন্যের সহিত আমার কন্যার কখন বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত হবে না।

কৈটভ। উত্তম। আর্য্য, আসুন! আর আমাদের নিশ্চিন্ত থাকাও কর্ত্তব্য নয়। দেখেছেন কি—ক্রমেই সৃষ্টি প্রসার হ'তে আরম্ভ হ'য়েচে! ক্রমেই জীবের সৃষ্টি-স্রোত অধিকতর প্রবাহিত হ'চ্চে! তারা ক্রমেই আমাদের স্থান অধিকার ক'র্‌চে! এই সময় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'লে, আমরাই হৃতবল হ'য়ে, সৃষ্টির ঘৃণ্য অপদার্থরূপে পরিণত হব। বিশেষতঃ সেই চাটুকারপ্রিয় ভগবানের ভক্তের দল প্রবল হ'লে, আমাদের দুই ভ্রাতার চিরোদ্দেশ্য কোনরূপে পূর্ণ হবার আর সম্ভাবনা থাক্‌বে না।

মধু। ভাই রে, তুই সত্যই ব'লেচিস্! সেই ভবভাব্য ভগবানকে বাধ্য ক'র্‌তে হ'লে, তার ইচ্ছার স্রোত রুদ্ধ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাই, যার ইচ্ছায় পলকে জলময় সৃষ্টি হ'তে ক্ষিতি, তেজ, অনিল, অনলের এবং এত প্রবল প্রজাপতিদলের উৎপত্তি হ'ল; অধিক কি অনন্ত সৌরজগৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্কমণ্ডল যার ইচ্ছা-সমুদ্রে ভাসমান, তার সেই ইচ্ছা-স্রোতে আমরা যে দুই ভ্রাতা কিরূপে বাধা প্রদান ক'র্‌ব, তাই এখন ভাব্‌চি ভাই! তবে—

গীত।

তবে ভাই এ সদাই আমার মনে হয়।
কার বলে ভূমণ্ডলে হয় চন্দ্র সূর্য্যোদয়॥
কেবা সে কোথায় বাস, বাস আছে কি দিক্‌বাস,
কেন বাতাস হ'য়ে বা দাস, সদাসর্ব্বক্ষণ বয়॥

কেন রে নদীর জল, কেন রে বনের ফল,
কার কিসে আছে কি ফল, কে সে ফলদাতা রয়॥

কৈটভ। তবে পুরুষকার কেমন, এই কথাই তো?

মধু। ঐ কথাই ভাই! এক্ষণে চল;—দেখ্‌চি আমাদেরও বিরাট-রাজ্যের ঊর্দ্ধপ্রদেশে, সৃষ্টির আর একটী অভিনব রাজ্যের সৃষ্টি হ'য়েচে! সেই রাজ্যের নাম স্বর্গ!

কৈটভ। তবে চলুন, আমরা অগ্রেই সেই লোকসুন্দর স্বর্গরাজ্য অধিকার করি গে। দেখ্‌বো ভগবান্! তুমি বিনা চাটুতে আমাদের বশীভূত হও কি না? মার্—মার্।

[বেগে প্রস্থান

মধু। দেখ্‌ব পুরুষোত্তম! জীবের ইচ্ছায় তুমি ইচ্ছাময়—তাদের বাধ্য থাক কি না। মার্—মার্।

[বেগে প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। জননি! কে আপনি, এইবার আমাকে সত্য পরিচয় দিন্। আপনি নিশ্চয়ই যোগীর শিরোমণি! আপনার যোগ-প্রভা অদ্ভুত বৈচিত্র-শালিনী! লীলাময়ি! আপনি কে মা? আপনার দয়ায় আজ এই সরলা শিশু শশীকলানিভা ব্রাহ্মণ-কুমারীর প্রাণ রক্ষা পেয়েচে।

লীলা। ছিঃ—আবার ভক্তিরসের কথা আরম্ভ ক'র্‌লে? শুন মার্কণ্ডেয়! এখন যার কন্যা তাকে দান ক'রে, আমরা স্থানান্তরে যাই চল।

কর্দ্দম। যাবি কোথায় মা! কে তুই অগ্রে পরিচয় দে, তার পর দীনদরিদ্রের কুটীরে আতিথ্য-গ্রহণ কর্, তারপর তোমার

যেতে দেবো। জননি! হৃদয়ের শোণিতরাশিতে তোমার পাদ্য-অর্ঘ্য দিলেও তোমার পূজার মহাতৃপ্তি পাব না। মা! তুমি যে আমাদের সংসার-লক্ষ্মী।

কর্দ্দম-পত্নী। তা কি হয় গা, পূজা না ল'য়ে তুই যাবি কেমন ক'রে মা!

খ্যাতি। মা, মা, তুই আমার ছোট মা, আর এই মা আমার বড় মা!

কর্দ্দম-পত্নী। তাই মা, ও মা তোর বড় মা. তোর দেবী মা!

মার্কণ্ডেয়। তুই পরিচয় দিস্ আর নাই দিস্ মা, তুই নিশ্চয়ই লীলাময়ী মা!

লীলা। বেশ, এবার ফুল তুলে পূজা কর। এ যে ভক্তি-রসের লোকের জ্বালায় অস্থির হই মা! মা খ্যাতি! এবার দেবী-মার কোল হ'তে মানবী মার কোলে যাও মা! অপরাজিতে! ও মা ছেড়ে কি এ মার সঙ্গে যেতে পার্‌বে? আর তুমি পার্‌লেও তোমার মা পার্‌বে কেন?

কর্দ্দম-পত্নী। সে কি মা! তুমি আমার কন্যার প্রাণদাত্রী! এ মেয়ে আমার নয় মা, তোমার।

লীলা। পাগলিনি! সত্য ব'ল্‌চ?

কর্দ্দম-পত্নী। দেবি! আমি ভদ্রকন্যা! এ জীবনে মিথ্যা-বাক্য এখনও শিখি নাই!

লীলা। আর কেন মা! ভাব দেখেই ভাব বোঝা গেছে! আচ্ছা, এ অতুল বৈজয়ন্তের নিরুপমা বৈজয়ন্তী ফুলমালাটী আমারই! তোমার স্নেহের গলায় এতদিন শোভা পেয়েচে, আরও কিছুদিন শোভা পাক্; তবে যে দিন আমার পর্‌বার

সাধ হবে, সেদিন এই ত্রিলোক-ললাম ভূতা স্নেহের ত্রিদিব-লতাটীকে আমায় দিও; আমিও মা, গলায় প'রে শোভা বাড়াব। এই কথাই রইল। ফুলটী আমার, নাম ত মা!

খ্যাতি। দেবী-মার পায়ে ফুলটী ত প'ড়ে থাকে মা! আমায় পা-ছাড়া কেমন ক'রে ক'র্‌বি মা!

লীলা। স্নেহের অপরাজিতে! তোমায় স্নেহের বুক হ'তে কখনই নামাতে ইচ্ছা হয় না মা! কিন্তু কি ক'র্‌ব! আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে—তোর পোড়ামুখী মানবী-মা যে কেঁদে কেঁদে ম'র্‌বে।

খ্যাতি। হাঁ মা, আমি দেবী-মা বড়-মার সঙ্গে গেলে, তুই কি কাঁদ্‌বি?

মার্কণ্ডেয়। বালিকা রে! তোর পোড়ামুখী মানবী-মা শুধু কাঁদ্‌বে কেন? তোর বিশ্বভরা—তোর ক্ষুদ্র মানবী-মার বুক-ভরা ভালবাসার অভাবে যে, বিশ্বের পশুপক্ষীও ক্রন্দন ক'র্‌বে! কি মোহের সংসর্গ দেবি! বালিকার অনস্ফুরিত জ্যোৎস্নার মত মুখখানি যেন জগতের স্নেহ ভালবাসাকে আকর্ষণ ক'র্‌চে! আমার মত ত্রিকালদর্শী মানব যখন মুগ্ধ, তখন অন্য জীবের কথা স্বতন্ত্র। আশীর্ব্বাদ করি মা, তোমার ঐ অনন্ত-বিকাশিনী সৌন্দর্য্য-রাশির সহিত তোমার নামানুযায়িনী খ্যাতি—ভুবনমণ্ডিত হ'ক্।

কর্দ্দম। মহাপুরুষ! আপনার আশীর্ব্বাদ সত্য হ'ক্। এক্ষণে দরিদ্রের কুটীরাভিমুখে চলুন! অদ্য আতিথ্য-গ্রহণ-জন্য দরিদ্র আহ্বান ক'র্‌চে! মা অগ্রগামিনী হ'ন, আপনারা অদ্য আতিথ্য-গ্রহণ না ক'র্‌লে, এই চির-দরিদ্র প্রজাপতি কর্দ্দমের

হৃদয়ের শান্তি হবে না। মা—মহাপুরুষ! (মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত)।

লীলা। তা বেশ্ হ'য়েচে বাপু! সংসারে এরূপ ভক্তি নিষ্ঠা খুব ভাল। তা আমাদিগে এত ক'রে কিছু ব'ল্‌তে হবে না, তুমি কি আমাদের পর, সব আপনা-আপনি! বরং আর এক দিন আস্‌বো; সেই দিন ব'সে—বেশ্ থেতিয়ে জিরিয়ে আলাপ-পরিচয় হবে। তোমার ভক্তিতেই তোমার আতিথ্য-সৎকার হ'য়েচে! এখন বাছা মার্কণ্ডেয়, এস! ফুলটী আমার, নাম্ ত মা! (খ্যাতির ক্রোড় হইতে অবতরণ) তবে আসি মা!

গীত।

সাধ হয় না আর নামাতে বুকের ফুল মা বুকে রাখি।
কেমন ফুলটী ফুটে আছে, চেয়ে একবার দেখ দেখি॥
যত ফুল বাগানে ফুটে, সব ফুলে কি সুবাস ছুটে,
সব ফুলে কি ভ্রমর জুটে, সব ফুলে কি জুড়ায় আঁখি॥
ফুল ফুটে হে যার তরে, এ ফুল যাবে তারি করে,
তাই ত লীলা যতন করে, এ ফুল লীলার পোষা পাখী॥

[প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। প্রজাপতে! এক্ষণে চ'ল্‌লেম, আপনার গৃহে যে ত্রিলোকদুর্লভ কুমারী জন্মগ্রহণ ক'রেচেন, তখন মার্কণ্ডেয় কেন, দেবতাদি সকলেই তোমার দ্বারস্থ হ'য়ে, আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌বেন।

কর্দ্দম। প্রাণাধিকে! এক্ষণে চল।

কর্দ্দম-পত্নী। চলুন। চল মা খ্যাতি! আজ মহামায়ার ইচ্ছায়

হারানিধিকে আবার অঞ্চলে বেঁধে নিয়ে যাচ্চি। উঃ, মা গো! আজ আমার কি সর্ব্বনাশই হ'য়েছিল! মা,—তুই না রক্ষা ক'র্‌লে, কে আজ ভিখারী দরিদ্রের প্রতি সদয় হ'ত?

খ্যাতি। দেবী মা বুঝি, ইচ্ছাময়ী মা মা?

কর্দ্দম-পত্নী। তাই মা, তিনিই ইচ্ছাময়ী লীলাময়ী মা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভৃগু-আশ্রম।

ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রাদিদেবগণ ও ভৃগুর প্রবেশ।

ভৃগু। আর কেন, সকলই ত অবগত আছি। তাই—প্রথম, লোকপ্রজাপতি পিতা ব্রহ্মার আজ্ঞা; দ্বিতীয়, দেবগণ, আপনাদের নিদারুণ মর্ম্ম-চ্ছেদী দুর্ব্বৃত্ত মধুকৈটভের অত্যাচার-জনিত যন্ত্রণাশ্রবণই আমার সাধনার প্রতিবন্ধক। যতদিন লোকপূজ্য পবিত্রতার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আমার ধ্যানময় জনকের অভিলাষ পূর্ণ না ক'র্‌চি, যতদিন আপনাদের অসুরজনিত অপরিমেয় শোকাশ্রুর অপনয়ন ক'র্‌তে না পার্‌চি, ততদিন ভৃগুর অমূল্য কাঞ্চনময় জীবন, তুচ্ছ কাচ উপলখণ্ড অপেক্ষাও তুচ্ছ। ততদিন ভৃগুর সাধনা নাই। পিতৃ-আজ্ঞা—সৃষ্টি-বৃদ্ধি আর দেবগণ, আপনাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ দূরীকরণই আমার জীবনের মহাব্রত।

ইন্দ্র। হে মহাভাগ! মহাসমুদ্রই ক্ষুদ্র নদনদীকে আশ্রয় দান করে। আপনার ন্যায় দয়ার সাগর যদি দেবগণের দুঃখে না কাঁদ্‌বে, আপনার ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি যদি দরিদ্র দেবগণের যন্ত্রণা না ভাব্‌বে, তা হ'লে এ ত্রিভুবনে দেবের সুহৃদ্‌, সৃষ্টির বন্ধু, প্রজার প্রতিপালক, কে আর হবে বলুন?

অগ্নি। হে মহাত্মন্! এখন অগ্নির অগ্নিপরাক্রম দূর হ'য়েচে। করধৃত জড়পুত্তলিকার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত মধুকৈটভ আমাকে ক্রীড়নক ক'রেচে। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ব'লুন!

বরুণ। কেবলমাত্র আপনার কথা কেন, মধুকৈটভের ঘোর বিদ্রোহ-দাবানলে সকলেই আমরা দগ্ধক্ষার। দেব-রক্তে ধরণী প্লাবিত, জাতীয়-গৌরব লুপ্ত হ'চ্চে! বেদমাতা লোক-কুশলিনী ত্রিপাদা গায়ত্রীদেবী—তিনিও যখন ভয়-বিহ্বলা হ'য়ে, সৃষ্টি হ'তে অন্তর্দ্ধানের সুযোগ দেখ্‌চেন, তখন সৃষ্টি-ধ্বংসেরই বা অবশিষ্ট কি!

পবন। সৃষ্টিবৃদ্ধি হবার আশা ক'র্‌বেন কি—এ আবার সৃষ্টি লয়ের পূর্ব্বাভাষ।

ভৃগু। কি আশ্চর্য্য! কেন অদম্য দেবশক্তি কি এত হীনা সামর্থ্যবিহীন!

ইন্দ্র। শক্তি থাক্‌লেই কি হবে ব'লুন? তাদের বিরাট-দেহ। তারা মুখব্যাদান ক'রেই আমাদিগে গ্রাস ক'র্‌তে আসে! বিশেষতঃ তারা অস্ত্রধারী, আমরা নিরস্ত্র! সুতরাং শক্তিশালী হ'লেও আমাদের কোন শক্তি ত আর কার্য্যকারিণী নয়?

ভৃগু। উত্তম, উত্তম! এবার আমি বিলক্ষণরূপে অবগত হ'য়েচি! দুরাচারগণ বুদ্ধি ও কৌশলে আপনাদিগকে এরূপ ভাবে বিপর্য্যস্ত ক'র্চে! উত্তম—উত্তম! ধর্ম্মবীর ব্রহ্মানন্দন ভৃগু, এই মুহূর্ত্তে তার প্রতীকার ক'র্বে। আমার পূর্ব্বজনীন্ তপস্যার প্রতিভা—দেবগণ! আপনাদের জন্যই অদ্য নিক্ষিপ্ত হ'ল। দেখি, কোন্ অদূরদর্শী অপরিণামভাবী মূর্খ—ভৃগুর অব্যর্থ সাধনা-প্রভাব ব্যর্থ করে? দেবগণ! রোদন সম্বরণ করুন! আপনারা ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। আপনারা জানেন যে, জগতের জীবমাত্রই কেহ বা ধর্ম্মবীর, কেহ কর্ম্মবীর, কেহ বা দানবীর আর কেহ বা রণবীর। প্রত্যেকেই ক্ষেত্রানুযায়ী সমর-ক্ষেত্রে নিজ নিজ বীরত্বের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। অদ্য ব্রহ্মাশ্রিত ভৃগু, সাধনা-বিদ্যায় এক অপূর্ব্ব বিদ্যার সৃষ্টি ক'র্বে। সেই বিদ্যাপ্রভাবে জগতের বীরগণ আপনাদের অপরিসীম শক্তির সাকার-মূর্ত্তি সৃষ্টি ক'র্তে পার্বেন। আপনারা এই স্থানেই উপবেশন করুন, এই স্থানেই অপেক্ষা করুন, আর এই স্থানেই আমার তপস্যার প্রভাব পরিদর্শন করুন। মুহূর্ত্তে দেখ্বেন—ভৃগুর সাধনা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, আপনাদের সাহায্যকারিণী হবেন।

দেবগণ। যে আজ্ঞা! আপনার তপস্যাবল সিদ্ধিলাভ ক'রুক্।

ভৃগু। আয় মা শক্তিময়ি, আশ্রিত অধীনের জন্য আয় মা! এ সংসার-ক্ষেত্রে সকলেই তোমার আশ্রয়াধীন! তাই ডাকি তোমায় শক্তিরাণি, অব্যক্তরূপিণি! তোমারই আশ্রিত অধীনের জন্য তোমায় ডাকি। মা গো! প্রকৃতিময়ী সর্ব্বগুণ-সমন্বিতে মহামহিমময়ী দেবি! তুমিই সৃষ্টিশক্তি; কিন্তু মা!

ঐ সৃষ্টিশক্তির সঙ্গেই যে ধ্বংসশক্তির প্রয়োজন। তা না হ'লে যে মা! প্রকৃতির সাম্যনীতি থাক্‌বে না। প্রাবল্যের সহিত ন্যূনতা মিশ্রিত না থাক্‌লে, জয় পরাজয় যে ঘট্‌বে না। আর ঐ জয়-পরাজয় না থাক্‌লে, জগতে যে শান্তিস্থাপন হবে না। আলোক অন্ধকার—দুয়ের প্রভেদ না হ'লে, কে মা আলোকের পিপাসিত হ'ত? বিষ না থাক্‌লে কে সুধার জন্য লালায়িত হ'ত? তাই বলি মা, এমন শক্তি দাও, যে শক্তি-প্রভাবে ধর্ম্মবীরগণ আপনাদের পূর্ণশক্তির পরিচয় প্রদান ক'র্‌তে পারে! এমন শক্তি দাও, যে শক্তি-প্রভাবে ধর্ম্মবীরগণ দৈহিক মানসিক উভয়বিধ শক্তি-চিহ্ন প্রদর্শনে সমর্থ হয়। ভৃগু আজ তাই ডাকে মা! মা প্রকৃতিময়ি—পুত্র তাই ডাকে মা! ভৃগু সাধ ক'রে তোকে মা ব'লেচে, আয় মা আমার সাধের জননি! আয় নির্গুণা দেবি! আজ ভৃগুর সাধনায় স্বগুণা-রূপে আয় মা!

ধনুহস্তে জ্ঞান ও বাণহস্তে ভক্তির প্রবেশ।

গীত।

ভক্তি। চল ভাই,
জ্ঞান। চল বোনটী.
উভয়ে। আজ হবে সাধন-সমর।
দেখিবে শিখিবে নূতন খেলা, এ খেলা নূতনতর
ভক্তি। তুমি ধর ধর জ্ঞানদাদা ধনুক ধর.
জ্ঞান। বোনটী ভক্তিরাণী তুমি ধর ধর শর,
আমি জ্ঞান ধনুক হ'য়ে দিতেছি টান,

ভক্তি। আমি ভক্তি পরামুক্তি, জ্ঞান-ধনুকে হ'য়েচি বাণ,
উভয়ে। একে জিন হরি, আরে জিন অরাতি-নিকর॥
আমরা একটী ফুলে দুটী ফুল,
একটী বিনা না একটী থাকি একটী বিনা একটী ভুল,
দুইটী রবি, দুইটী ছবি, একটী জলাশয়,
তিনটী দেখ তিনটী রবে একটী বিনা নয়,
জ্ঞান আর ভক্তি, ভক্তি আর জ্ঞান, কেউ কারো নয় পর॥

ভৃগু। কে দেব! অনিন্দ্য মনঃসুন্দর—আমার ধ্যানময় জ্ঞান-দেব! আর তুমি কে মা! পবিত্রতার স্রোতস্বতীরূপিণী ভক্তি-দেবী! পূর্ণ মাতৃ-প্রেম বুকে ল'য়ে, জগত-জননী মা আমার আজ কোন্ মূর্ত্তিতে মা! রূপামৃত-প্রস্রবণের প্রবল ধারায় যে, ক্ষুদ্র ভৃগুর সঙ্গীতময় হৃদয় হ'তে অখিল-সংসার ভেসে যায়। পুষ্পপত্রোৎপল চক্ষু দুটী কেন মা, ভৃগুর নিকট এসে ছল ছল ক'র্‌চে?

ভক্তি। বাছারে, ধর্ম্মবীর তুই অখিল সংসারে,
তোর মত ধরামাঝে কে আছে সন্তান,
পিতৃ আজ্ঞা-বশে, ছেড়েছ সাধনা,
সেই সে সাধনা পিতৃ-আজ্ঞা-সমাধান।
তাই ব'লি ভৃগু, ধর্ম্মবীর হ'য়ে,
কর্ম্মের বীরত্ব আজ দেখালে সংসারে,
হ'লে কর্ম্মবীর, সরস্বতী সেবি,
জয়-লব্ধ ধন হের এ দুটীরে।
জ্ঞানদাদা জানে, কেন এ বেশে আমারে,
সাজায়ে আনিল তোমার কাছে,

সবি জানি আমি, কব না কব না,
জ্ঞানদাদা রাগ করে পাছে।

জ্ঞান। পাগ্‌লি বড় তুই, কোন্ কালে বল্ ভক্তি,
জ্ঞানদাদা সাথে তোর আছে রাগারাগি,
তুই যাস্ যেই পথে, নদসম ধাই আমি,
জ্ঞান-ভক্তি দুয়ে কবে হ'য়েচে বিবাদী ?
কলের পুতুল, দুইটি আমরা,
একটী বিহনে একটী থাকি না,
একটী ডাকিলে, কভু তার কাছে,
একটী ছাড়িয়া একটী যাই না।
তুই ভক্তি বীণা, আমি তার তার,
ছিঁড়ে গেলে তার বাজিস্ কোথা,
তবে কেন দিদি— বোনটী আমার,
দাদার বুকে এ দিস্‌লো ব্যথা।

ভক্তি। না দাদা না দাদা—তুমি যে আমার প্রীতির স্বপন,
ভৃগু তা তো জানে, কি দু'জনে, আছে ভালবাসাবাসি,
বল্ বাপ ভৃগু, জ্ঞান ভক্তি দুজনার ভাব,
দেখ না কি চাঁদ, তোর বুকে ঢালে, কি আনন্দরাশি।

ভৃগু। জানি বলি দেবি ! জানি ব'লে তাই—
অই যুগ্ম কুসুম গুরুর ধ্যানে,
সারাদিন রাত, কাটাই জননি,
অনন্ত বিঘোর স্বপন গানে।
বল্ মা গো বল্, সাধনা কি আজ,
পুরিল আমার মনের মত,

কি ভাবে মোহিলি, কি ভাবে আইলি,
প্রকাশিয়ে বল্ মন্তব্য যত।

জ্ঞান। বাছা ভৃগু! ধর্ম্মবীর তুমি—তুমি ত সকল জ্ঞান,
তবে রণ-বীর হ'তে না পারিবে বল কেন?
সাধনা সমর-ক্ষেত্রে করিতেছ সদা রণ,
জ্ঞান-ভক্তি অস্ত্রযোগে জিনিতেছ সনাতন।

ভক্তি। তবে পার্থিব সমর-ক্ষেত্রে কেন যাদু এত ভয়,
সেই হেতু আসিলাম—দিতে তোমারে অভয়।

জ্ঞান। বল দেখি বল ভৃগু,
এই জ্ঞান-ভক্তিযোগে লভ কিনা সনাতন,
তাহে তুমি ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, দানবীর—
ব'লে খ্যাত কিনা ত্রিভুবন?

ভক্তি। তবে রণ-বীর হ'তে যদি সাধ থাকে বাছা ওরে,

জ্ঞান। তবে আমার পার্থিব-মূর্ত্তি, এই ধনু লও করে। (ধনুদান)

ভক্তি। জ্ঞানযোগে ভক্তি দিয়ে লভ যথা পরাৎপর,
তেমতি রে এই বাণ—ধনুকে সংযোগ কর। (বাণদান)।

জ্ঞান। দেখিবি তখন ওরে লক্ষ্য শুধু জয় জয়,
বিঁধিয়ে শত্রুর শির লভিবি পরম জয়।

ভক্তি। জ্ঞান-ভক্তি দিয়া যথা—তত্ত্বধন করহ সন্ধান,
তেমতি এ শরাসনে শর রাখি ধনুকে মারহ টান।
তত্ত্বসম লক্ষ্য রাখ রণমাঝে শত্রুশির,
এই ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যা প্রদানিনু ওহে ধীর।

জ্ঞান। তব জ্ঞান-ভক্তিযোগে এই সংসারে আমার,
ধনুর্ব্বেদ মহাবিদ্যা চাঁদ! হইল প্রচার।

ভৃগু। ধন্য ধন্য ধন্য আমি, ধন্য তুমি মহাজ্ঞান,
ধন্যা ভক্তি সাধনা মা, ধন্য গো আমার ধ্যান!
জন্মেচি তোমায় ল'য়ে মরণেও যেন পাই,
তোমাদের পূত সঙ্গে স্বর্গও না মনে চাই।
রণ-বীর হ'তে মা গো, চাই না সংসার-মাঝে,
ধর্ম্মবীর হব মা গো, সাজাও সে প্রেম-সাজে।
এস দেব, আয় মা গো—এ হৃদয়ে ভুজে আয়,
চিরদিন ভৃগু উভে—সেবিবে ও রাঙ্গা-পায়।
নাই মা আশঙ্কা কোন সংসারের কুটিলতা,
চাই না মা, চাই শুধু ত্রিদিবের পবিত্রতা।
এসেচি যাহার হেতু—সাধি সেই মহাকাজ,
লভি যেন জ্ঞানভক্তি যিনি বিশ্ব-মহারাজ।
যাও দেব, যাও মা গো! হও এবে অন্তর্দ্ধান,
এই প্রাণ যেন পদে সদা থাকে ভক্তিমান্।

[জ্ঞান ও ভক্তির প্রস্থান।

ভৃগু। এস এস দেবগণ—সংসারের মনোহর,
রণ-বীর হ'য়ে জিন পার্থিবের শত্রুবর।
ধর দেব-অধিপতি ত্রিদশের অধীশ্বর।
ধর ধর হও জয়ী, ধরি এই ধনুঃশর,

(ইন্দ্রকে ধনুর্ব্বাণ প্রদান)।

যাও ত্বরা কর রণ—লভ স্বর্গ-সিংহাসন,
দেবের অদম্য-শক্তি দেখাও এ ত্রিভুবন।

ইন্দ্র। বুঝিলাম দেব-ভাগ্য—সুপ্রসন্ন আজ,
লভিব অরাতি-করে, মুক্তি দুর্গতির।

রহিব ত্রিদিববাসে পরম-আনন্দে,
জয় জয় ভৃগু জয়—গাহিব সবাই,
বুঝিলাম দেব-ভাগ্য সুপ্রসন্ন আজ।

পবন। আর কেন প্রতীক্ষা এখানে,
চল যাই—ত্রিদশ-আলয়ে,
শূন্য বাস—জনশূন্য শ্মশান-নগর,
মধুকৈটভের ভয়ে সবে পলায়িত,
সন্ত্রাসিত দূরবনে যত দেবনারী—
চল আশ্বাসিত করি সবে,
চল যাই ভৃগুদেব-সৃষ্ট ধনুর্ব্বেদে—
অরাতি-নিকর দমি নিষ্কণ্টকে থাকি স্বর্গধামে।
চল যাই বীর-হৃদি করি উচ্ছ্বসিত,
গাহি সবে মহানন্দে জয় ভৃগু জয়,
জয় সৃষ্টিপতি জয়—জয় জয় দেবগণ জয়।

দেবগণ। গাও গাও মহানন্দে জয় ভৃগু জয়,
কি ভয় কি ভয় আর মধুকৈটভের ভয়,
গাও গাও মহানন্দে জয় ভৃগু জয়।

গীত।

গাও মহানন্দে জয় ভৃগু জয়।
কি ভয় সমরে, অরিরে জিন্‌তে, আছে কি চিন্‌তে,
চল সবে স্মরণে গোবিন্দ-পায়॥
এবে এক শিক্ষা লক্ষ্য, তাহে জিনিব ত্রৈলোক্য,
ঐক্য রাখি কেবল রক্ষ, দেবের মান যেন দেবে না হারায়॥

[দেবগণের প্রস্থান।

ভৃগু। যাও, সবে—কিন্তু নিয়তি-নির্ব্বন্ধ যাহা—
ললাটে সবার, ঘোর কৃষ্ণা তামসের
ছায়া তাহা। কে করে তাহার গতিরোধ?
নাহি কর্ম্ম হেন কভু নাহি সে সাধনা,
নিয়তির গতিরোধে, অদম্য সে গতি!
কোথা যাই—সৃষ্টিবৃদ্ধি কিরূপে বা করি?
কে হবে সহায় তার? ব্রহ্মসনাতন!
কি উপায়ে সাধিব উদ্দেশ্য তব।
দয়াময়! দাও পথ দেখাইয়া, যাই!
যে পথে লইবে তুমি, সেই পথে যাব,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিছু বুঝি না ক দেব!
যা করাবে তা করিব আমি, তুমি কর্ম্মী,
বল দেব! তবে কোন্ কর্ম্ম অধীনের?
কর কর্ম্ম নির্ব্বাচন প্রভু!
কে আপনি? ব্রাহ্মণ! নমস্কার। আমার পরম সৌভাগ্য!
সুপ্রভাত। কে আপনি?

মঞ্জিষ্ঠের প্রবেশ।

। আমি পত্রবাহক।

। কোন্ স্থান হ'তে আগমন ক'রচেন?

। কর্দ্দম-আশ্রম হ'তে।

ভৃগু। আপনার উদ্দেশ্য কি?

মঞ্জিষ্ঠ। পত্রপাঠে অবগত হবেন।

ভৃগু। আপনি কুশপত্রে উপবেশন করুন। (পত্রপাঠান্তর)

কর্দ্দমকন্যা খ্যাতি আমার প্রণয়প্রার্থী। দুরাচার মধু-কৈটভ সেই অনূঢ়ার প্রতিদ্বন্দ্বী। খ্যাতির পিতা কর্দ্দম আর বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মী, মধুকৈটভের সহযোগিনী। আহা অবলা আশ্রয়-হীনা! আমার সাহায্য প্রার্থনা ক'রূচে। ব্রাহ্মণ! আপনি কার প্রেরিত?

মঞ্জিষ্ঠ। পিতামহ ব্রহ্মানন্দিনী দেবী বীণাপাণি সরস্বতীর আদেশে, আমি প্রজাপতি কর্দ্দম-আশ্রমে গমন ক'রেছিলাম।

ভৃগু। তারপর, তারপর—

মঞ্জিষ্ঠ। তথায় দেখ্‌লাম, কর্দ্দমকন্যা মা সুমতি খ্যাতি, চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে, কেবল হা দগ্ধোস্মি, হা দগ্ধোস্মি ব'লে, স্বকপোলে করাঘাত ক'রূচেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, লজ্জাবতী মা আমার সকল কথা অতি কষ্টে ব্যক্ত ক'রে, আমার হাতে ধ'রে, এই লিপি প্রদানপূর্ব্বক আপনার আশ্রমে প্রেরণ ক'রূলেন।

ভৃগু। কেন প্রজাপতি কর্দ্দম, কন্যার বিরুদ্ধে এরূপ বিবাহ-প্রথা অবলম্বন ক'রূচেন? আর বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মীই বা কেন এ মতের পোষকতা ক'রূচেন? মতিমন্! ইহার বিবরণ কি কিছু জ্ঞাত আছেন?

মঞ্জিষ্ঠ। কিয়ৎ পরিমাণে অবগত আছি। দুর্বৃত্ত মধুকৈটভ, কোন সময় কর্দ্দম-আশ্রমে আগমন করেন; তাতে প্রজাপতি কর্দ্দম, কন্যা বয়স্থা হ'লে তাদিগে সম্প্রদান ক'রূবেন, এই বাগ্দান করেন। সেই সত্য প্রতিপালনের জন্য তাঁর কন্যার এ বিবাহে অনভিমত। আর বিষ্ণুপত্নী কমলা যে কেন এ বিষয়ে এত যত্নবতী, তার প্রকৃত কারণ অবগত নই।

ভৃগু। দ্বিজ! তার প্রকৃত কারণ আমিই জ্ঞাত আছি। আমার বোধ হয়, কর্দ্দম-কন্যা খ্যাতি, আমায় বরমালা প্রদান ক’র্‌বে ব’লেই, তার এ বিষয়ে অনভিমত। কারণ, যখন পিতা আমায় মানস-ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেন, তখন আমি পিতার নিকট মাতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করায়, পিতা কার্য্যক্ষেত্রে মা বীণাপাণিকে সৃষ্টি ক’রে, আমায় মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদান করেন। সেই সময়ে দেবী লক্ষ্মী সপত্নী-ঈর্ষা-বশতঃ আমায় পুত্ররূপে গ্রহণ কর্‌বার জন্য, আমার নিকট আগমন করেন। ব্রাহ্মণ! আমি তৎকালে দেবী লক্ষ্মীকে স্বমাতারূপে হৃদয়ে স্থাপন ক’র্‌তে পারি নাই। তজ্জন্য তখন তিনি কোপের ভাব প্রকাশ ক’রে, সেস্থান হ’তে প্রস্থান করেন। এখন আমার বোধ হয়, ইহাই লক্ষ্মীর সেই কোপের সাকারমূর্ত্তি। আমার অনাদর-জনিত প্রতিহিংসা-সাধনের ইহাই তাঁর সুবিধা—সুযোগ। ব্রাহ্মণ! এক্ষণে উপায় কি? কোন্ উপায়ে বিপন্না আত্মীয়-স্বজনবিতাড়িতা ব্রাহ্মণকন্যাকে এই বিপদের সময় রক্ষা করি! আমি কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ’চ্চি। যাই হ’ক্, কি করি! বেলাও অধিক হ’য়েচে। স্নানাহ্নিকের সময় সমাগত! সুতরাং সে বিষয়ে এখন চিন্তার সময় নাই। অভ্যাগত অতিথি-সৎকার প্রয়োজন। আসুন, ব্রাহ্মণ! অদ্য ভৃগুআশ্রমে, দরিদ্র ভৃগুর পাদ্যঅর্ঘ্যগ্রহণ ক’র্‌বেন চলুন।

মঞ্জিষ্ঠ। ভক্তির আবাসভূমি—অতিথি-সৎকার। ইহা পাদ্যঅর্ঘ্য অপেক্ষাও মূল্যবান্।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ-প্রান্তর।

যোদ্ধৃবেশে ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

যম। কি আশ্চর্য্য! মহাত্মা ভৃগুসৃষ্ট ভীম শরাঘাতেও মধুমস্তক বিদীর্ণ হ'ল না!

পবন। নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে থাক্‌বে।

ইন্দ্র। এখন আমার তাই বোধ হ'চ্চে। কিন্তু সেই শালতরুর ন্যায় সুদীর্ঘ কলেবর, সুগোল গঠন, গজস্কন্ধ, তেজোগর্ব্বে গরীয়ান্ ভীষণ মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর! কি ভীতিপ্রসারক! (কম্পন)।

বরুণ। কি বিপদ, এখনও যে আপনার কম্পন যায় না!

যম। মধুকৈটভের পূর্ব্বযুদ্ধের বীরত্বে এখনও হৃদয় কাঁপ্‌চে, আবার এখন ত ভীষণ প্রতিহিংসা-সাধনে অগ্রসর হ'চ্চে, কি হবে?

সূর্য্য। কি হবে? সাহসকে আশ্রয় করুন। স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্‌তে গেলেই সাহস প্রয়োজন করে।

ইন্দ্র। মহাত্মন্! এবার মাত্র সাহসে কিছু হবে না। যখন তাদের হৃদয়ে দেব-প্রতিহিংসা বিশেষরূপে বলবতী হ'য়েচে, তখন দেব-অদৃষ্টে এবার নিগ্রহ ব্যতীত প্রসন্নতা কিছুই নাই।

বরুণ। তা ব'লে ত আর বিনাযুদ্ধে স্বর্গ-সিংহাসন মধুকে প্রদান ক'র্‌বেন না!

ইন্দ্র। দিলেই পারি। কেবল সমস্ত দেবদেবীর আজ্ঞার অপেক্ষা মাত্র। ঐ—ঐ—শুনুন, রণবাদ্য উত্থিত হ'ল! সৈন্যের কোলাহল শ্রুত হ'চ্চে। শত্রু আগত-প্রায়।

নেপথ্যে—

"জয় মধুকৈটভের জয়।"

যম। আর সময় নাই, যুক্তিরও সময় পাওয়া গেল না, উপায় কি? অস্ত্রধারণ করুন। দেবগণ! দেখ্‌চেন কি? এবার সব যায়। দেবের মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা সব কাল-মন্দাকিনীর জলে ডুবে যায়। কাল কলঙ্কের মেঘ ঐ উঠ্‌চে! আচ্ছন্ন হবে, অস্ত্রধারণ করুন। কলঙ্কের মেঘ খণ্ড বিখণ্ড করুন।

দেবগণ। নিদ্রিত দেবগণ! জাগ্রত হও।

ইন্দ্র। কলঙ্কের মেঘ ঐ সমুদিত হ'চ্চে।

দেবগণ। নিদ্রিত দেবগণ! জাগ্রত হও।

ইন্দ্র। স্বর্গ সিংহাসন শৃগাল ল'ভেছে।

দেবগণ। নিদ্রিত দেবগণ! জাগ্রত হও।

ইন্দ্র। ঐ ঐ স্বাধীনতা যায়!
যজ্ঞ-হবি কুক্কুরেতে খায়।

দেবগণ। নিদ্রিত দেবগণ! জাগ্রত হও।

ইন্দ্র। চির স্বাধীনতা, চির-ভরসার ডোর,
ছিন্ন করে রিপু, দেব-বপু যেন হায়—
মৃণ্ময় গঠন, জড় কিম্বা পুত্তলিকা।
ছিঃ ছিঃ দেবগণ! কি ক'রে দেখাব মুখ?
কি ব'লে বুঝাব লোকে জীবশ্রেষ্ঠ দেব!

গেল সব গেল সব, কি উপায় তার ?

দেবগণ। নিদ্রিত দেবগণ! জাগ্রত হও, জাগ্রত হও।

ইন্দ্র। ব্যূহাকারে হও সুসজ্জিত,
বিশ্বনাথ ভগবানে করিয়া স্মরণ,
রণরঙ্গে মাত দেবগণ!
জাতীয়-গৌরব-বীরত্ব-প্রভায়,
রাখ কীর্ত্তি ধরণীর মাঝে।
বল প্রাণভরে জয় দেবতার জয়!
আসুক শার্দ্দূল সিংহ কিম্বা করী,
শত পরাক্রম সংযোজন করি,
দাঁড়াও নির্ভয়ে ঐক্য-অস্ত্র ধরি,
রণ-মাঝে রণ-সাজে আছে কিবা ভয় ?

দেবগণ। নিদ্রিত দেবগণ! জাগ্রত হও।

ইন্দ্র। ঐ এলো রিপু, হও বদ্ধ-পরিকর,
যথাসাধ্য সবে করহ সমর,
ব্যূহাকারে চল হই অগ্রসর,
দেবদ্বেষী আততায়ী নাশ দুরাচারে।

দেবগণ। জয় জয় জয়, দেবতার জয়!

গীত।

সবে জয় জয় বল রে বদনে।
আনন্দ পরাণে, দেব-বীর্য্য সম-সূর্য্য ঢাকুক গগনে॥
নাহি শঙ্কা—মারি ডঙ্কা,—জিন অরি করি রণ,
হও মত্ত মদমত্ত ক্ষিপ্ত বারণ,—

পদভরে—বসুন্ধারে—যেন করে রে কম্পন,
অকালে প্রলয় হবে আজি মহারণ ॥

[সকলের প্রস্থান।

মধুকৈটভসহ দেবগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

[ইন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য দেবগণের পলায়ন।

মধু। ধিক্ ধিক্ বিশ্বাস-ঘাতক!
হেন ভাবে শস্ত্রবিদ্যা কোথা শিক্ষা তোর?
চোরসম গুপ্তভাবে থাকি অন্তরালে,
বিক্ষেপিয়া বাণ, হ'ল আশা প্রাণনাশে!
দুরাশা,—দুরাশা—দুষ্ট, নিতান্ত দুরাশা!
ছিঃ ছিঃ ইন্দ্র! এই বুঝি বীরত্ব-বিধান?
এই-তেজে এত গরীয়ান্? ধিক্ মূঢ়!
এই তেজে স্বর্গরাজ্য চাও লভিবারে?
কর ঘৃণা এর গর্ব্বে মধুকৈটভেরে?
বল ইন্দ্র! কোথা এবে ধনুর্ব্বিদ্যা তব?
কোথা তব স্বর্গ-সিংহাসন?

কৈটভ। বড় গর্ব্ব তোর মূঢ়!
ক্ষুদ্র—অতিক্ষুদ্র সামান্য খদ্যোৎ হ'য়ে,
ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তিকারী সূর্য্য হ'তে চাস্?
ধিক্ ধিক্ মূঢ়!

ক্ষুদ্র অগ্নি-কণা আগ্নেয়-ভূধর অগ্নি !
ক্ষুদ্র সারমেয় হায় বিক্রমী শার্দ্দূল !
ইচ্ছা হয়—
তোর কর্ম্ম হেরি মৃত্যুর অধীন হই।
ইচ্ছা হয়—
আপন ঘৃণায় অবিলম্বে যাই চলি,
অলোক আলোক হীন কোন দেশান্তরে।
ইচ্ছা হয়—
এ মুখ কাহারে যেন না হয় দেখাতে।
কিন্তু জন্ম-প্রতিজ্ঞার কথা স্মরি মরি,
অমনি যে দুই ভ্রাতা দুই দুই ভুজে
ধরি দুই দুই গদা করি মহারণ।
তথাপি রে এ কি হায় ঘোর বিড়ম্বনা,
ম'রেও মরে না দেবকুল, ম'রে বাঁচে !

ইন্দ্র। বীর ! বীরনীতি একরূপ নয় কভু।
বল, কল ও কৌশল সামর্থ্য বীরের।
অথবা রে বীর বলি না বলি তোদের।
বীর যেই জন, সেই মহাজন হায়—
চায় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা জীবনের
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর ; বীর যেই জন—
সেই মহাজন সেই স্বাধীনতা কভু
না চায় হরিতে।

কৈটভ। ধিক্ রে নির্লজ্জ !
স্বাধীনতা কিম্বা সিংহাসনে আমাদের

বল্ প্রয়োজন কিবা! লোভী নয় কভু
এ মধুকৈটভ! জন্ম হ'তে করিয়াছি
পণ, দুই ভিন্ন অন্যজন নাহি রবে,—
এ মহীমণ্ডলে। বিভুলীলা সৃষ্টিখেলা,
ধ্বংসখেলা আমা উভয়ের। শোন ইন্দ্র!
সেই ধ্বংসকার্য্যহেতু মহাকালব্যাপী
করি মহারণ, নাহি নিবারণ তার—
অনাদি অনন্ত কাল যাবে এই ভাবে।
ধ্বংস করি জগতের জীব—বাহুবলে
ভগবানে করি বশীভূত, ইচ্ছামত
দুই ভ্রাতা মহানন্দে রহিব নীরবে।
যাবে সৃষ্টিকার্য্য এরূপে বহিয়া।

ইন্দ্র। হা মূর্খ অজ্ঞান!
ঐশ্বরিক-গতি কভু রোধ কি রে হয়?
পর্ব্বত-বাহিনী নদীস্রোত বালি-বাঁধে—
কেবা বাঁধে? খর্ব্ব কি রে ধরে নভঃ শশী?
তৃণসহ পাবকের হয় কি ক্ষমতা!
শুনে হাসি পায়, হায় প্রলাপ-বচন।

মধু। চাটুকার ইন্দ্র তুই,
তাই ব্রহ্ম-মহাশক্তি করিস্ বিশ্বাস।
কিন্তু জীব-শক্তি কভু ব্রহ্ম-শক্তি নয়।
কেবা জীব? কেবা ব্রহ্ম? না হ'ত সংসারে
যদি জীবকুল, বল্ দেখি তবে মূর্খ!
ব্রহ্ম ব'লে তারে, কে জানিত চরাচরে?

ব্রহ্ম যদি লীলা ভালবাসিবারে চান,
জীবে তবে সেই লীলা কেন না করিবে?
কৈটভ। আর্য্য! চাটুকারসনে তর্কে কিবা ফল?
ধরিয়াছি ইন্দ্র-কর, কর মাথে গদাঘাত।
(ইন্দ্রের হস্তধারণ)
ইন্দ্র। নিরস্ত্র বাসব, কর পূর্ণ অভিলাষ।
মধু। নিরস্ত্র বাসব? লও, ধর অস্ত্র তবে।
দেখি দেখি, দেখি কত বল ধরে ইন্দ্র।
লও অস্ত্র বিভু-চাটুকার! (অস্ত্র প্রদান)
কৈটভ। না, না, আর্য্য, হেন কার্য্য না করিও কভু।
শত্রুরে কেন বা অস্ত্র করিবে প্রদান?
হেন দয়া মায়া চায় না অনুজ তব।
এই অস্ত্রে ইন্দ্রমুণ্ড দিব গুঁড়াইয়া।
(অস্ত্রহননোদ্যত)
মধু। (ধারণপূর্ব্বক) ভাই! ন্যায়-যুদ্ধ বীরের পদ্ধতি।
কৈটভ। বীর!
বীর যদি হ'ত ইন্দ্র দন্তে তৃণ করি,
রাখিতাম সমাদরে বীরের সম্মান।
বীর-পূজ্য সিংহাসন করিতাম দান।
দস্যু, চোর, বিশ্বাস-ঘাতক, দুষ্ট যেই,
তারে দিব বীরের সমাজে বরমালা?
কখনই নহে আর্য্য! এ বীর-পদ্ধতি।
ত্যজ আর্য্য! অনার্য্য পামরে। আয় ইন্দ্র,
চোর কাপুরুষ! ধর অসি ধনুর্ব্বাণ,

রক্ষা কর আজ প্রাণ কৈটভের করে।
তুই ভিন্ন অন্য আজ না রব সংসারে।
(অস্ত্রহননোদ্যত)

দ্রুতপদে পুনঃ দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ। গেল মান, জাতীয় গৌরব, গেল সব
আরে আরে দুর্ম্মতি দানব, কর্ রণ!
আজ রণে রণে মহাবিশ্ব বিকম্পিত
হবে, ভীম প্রলয়ের মহাবাদ্য পুনঃ
উঠিবে বাজিয়া, প্রাণপণ কর্ রণ।
(শরনিক্ষেপ)

কৈটভ। হের আর্য্য! দেবতার ন্যায়যুদ্ধ কিবা?
ঘোর অত্যাচার—ঘোর পূর্ণ-অবিচার,
চারিপার্শ্ব হ'তে করে বাণ বরিষণ।
দেখ আর্য্য! দেখ—দেবতার ন্যায়রণ।
আর কি গো চাহ আর্য্য! ন্যায়ের সমর?
আরে আরে পপিষ্ঠ পামর! কর্ রণ,
অই দেখ—মৃত্যুদ্বার হ'ল উদ্ঘাটন।

মধু। অবিচার অনাচার,—ক্ষমা নাহি আর,
ন্যায়-ধর্ম্মে চিরতরে দেহ জলাঞ্জলি,
যেরূপে যেভাবে পার শত্রু কর নাশ।
অবিচার অনাচার—ক্ষমা নাহি আর,
মার্ মার্ মার্। (সকলের ঘোর সংগ্রাম)

[সকলের প্রস্থান।

দেব-স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণকে পীড়ন করিতে করিতে কৈটভের প্রবেশ।

দেব-স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ। কে কোথায়! যাই গো! কে আছ—রক্ষা কর। প্রাণ যায়!

১ম বালক। ওমা, আর বুঝি বাঁচ্‌বো না মা! আমার শরীর কেমন ক'র্‌চে, আমাকে ধর্ মা!

১ম দেব-স্ত্রী। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! হা নারায়ণ! ক'র্‌লে কি! আজ দেবের ভাগ্যের পরিণাম কি এই! কেন নারায়ণ! দেবের ভাগ্যে মৃত্যু বিধান কর নাই? আর যে দেখ্‌তে পারি না, প্রভু!

কৈটভ। কৈ ইন্দ্র! কৈ শঠ! ধূর্ত্ত! কোথারে অধম!

প্রতিহিংসা করি দেখ কিরূপে সাধন।
দেখ বীর! দেখ আসি, বীরত্ব কেমন!
আরে আরে শত্রু-বংশ, ভাগ্য-হীন-গণ,
কি ভেবেচিস্ মনে···নাহি কিছু ভাবিবার,
জীবনের খেলা আজ মিটিবে সবার।
আজি চির-প্রতিহিংসা মিটাব আমার।
এই সুতীক্ষ নখরে বক্ষ বিদারিয়া,
পিব রক্ত পিব রক্ত মনের আনন্দে।
সেই বিদীর্ণ হৃদয়ে দিব রে লবণ,
ছট্‌ফট্ করিবি জ্বালায় মুহুর্মুহু।
কাতর-চীৎকারে পাষাণ ফাটিয়ে যাবে,
পশুপক্ষী ক্ষুব্ধপ্রাণে যাবে দেশান্তরে!

আয় আয় আয় ওরে কুলাঙ্গারগণ !
শত্রু-বংশ নাশি আজ পরম-আহ্লাদে।
(জনৈক বালকের বক্ষ বিদীর্ণকরণ)

বালক। উঃ, যাই গো, মা, প্রাণ যায় মা ! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি গো ! মা—যাই মা—

কৈটভ ভিন্ন সকলে। উঃ, কি ভীষণ পীড়ন ! নারায়ণ ! নারায়ণ ! রক্ষা করুন।

কৈটভ। দেখ্ দেখ্, কেমন শোণিত পান ক'র্‌চি দেখ্। (রক্ত-পান)।

জনৈকা দেব-স্ত্রী। (ক্ষত-বক্ষ বালকের নিকট যাইয়া) ছাড়্, ছাড়্, দৈত্যাধম ! আমার রক্তপান কর্, আমার প্রাণের প্রাণকে ছেড়ে দে।

কৈটভ। (পদাঘাতপূর্ব্বক)
নাহি শুনি কারো কথা—
দেখ্ ইন্দ্র, কৈটভের বীরত্ব কেমন !

জনৈকা দেব-স্ত্রী। কি করি, কোথায় যাই ! প্রাণ বহির্গত হও। আর না, আর পারি না। বাপ্‌রে আমার—(রোদন)।

কৈটভ। তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন ? আয় সুন্দরি ! তুই আমার নিকটে আয়। (ধারণোদ্যত)।

জনৈকা দেব-স্ত্রী। পিতা ! তুমি রক্ষা কর।

কৈটভ। নাহি শুনি কারো কথা। (ধারণোদ্যত)।

জনৈকা দেব-স্ত্রী। রাক্ষস ! সতী-অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না।

কৈটভ। সতী কি অসতী, উভয় সমান এই কৈটভ নিকটে। (ধারণোদ্যত)।

সকলে। নারায়ণ! রক্ষা করুন। সৃষ্টি যায়। দুর্বৃত্ত মধু কৈটভের অত্যাচারে আপনার সাধের সৃষ্টি লোপ হয়।

(অলক্ষ্যে ভৃগুকর্ত্তৃক কৈটভের বক্ষে শরনিক্ষেপ)

কৈটভ। কে রে—কে রে চোর!
দূর হ'তে মোর বক্ষ বিভেদিলি বাণে?
কেরে তুই মহাবীর! আয় সম্মুখেতে,
বলাবল দেখি রে কেমন! কই—কোথা?
কেউ নাই আর! আচ্ছা, এর প্রতিহিংসা—
রহিল স্মরণ। কৈটভের মৃত্যু নাই।
চল্ চল্ রে সুন্দরি! চল্ বনদেশে,
প্রতিহিংসা এর আজ করিব সাধন,
দেখিব সতীত্ব তোর থাকে কার কাছে।
আরে রিপু-শিশু, চল্ তুই এই ভাবে।
(জনৈক বালকের অসিদ্বারা বক্ষ বিদীর্ণ করণ)

বালক। উঃ যাই গো! মা মা, যাই মা!

সকলে। নারায়ণ! নারায়ণ! রক্ষা করুন।

কৈটভ। আরে রে সুন্দরি, তোরে বক্ষে ক'রে
যাই চল্ মহানন্দে নির্জ্জন প্রদেশে। (ধারণ)।

[সকলকে পীড়নপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান।

দ্রুতপদে ভৃগু ও মঞ্জিষ্ঠের প্রবেশ।

ভৃগু। কৈ, কৈ? কোথায় গেল! পলকে চক্ষুর নিমিষে দুর্বৃত্ত রাক্ষস, দেববালাগণকে ল'য়ে কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'ল! কি আশ্চর্য্য! সখে মঞ্জিষ্ঠ! আর ত এ পাশব-দৃশ্য কিছুতেই

দেখা যায় না! এ সৃষ্টি-লীলার উদ্দেশ্য কি ভাই? প্রাণাধিক! এর সদুপায় কি? যার জীবন ভৃগু-সৃষ্ট ভীষণ ধনুর্ব্বাণেও নষ্ট হ'ল না, তার বিনাশ-সাধনের কি অন্য কোন উপায় আছে? বোধ হয় নাই। বন্ধু! তুমি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হও। আমি ব্রহ্মাশ্রিত দেবগণের অসহনীয় যাতনা দূর না ক'রে, কিছুতেই এস্থান হ'তে প্রত্যাবৃত্ত হব না। আহা, নিরাশ্রয় বিপন্ন দেব-বালকগণের, বিপন্না দেব-বালিকাগণের, পাতিব্রত্যময়ী সুররমণীগণের কি এরূপ দুর্গতি দেখ্‌তে পারা যায় ভাই! আজ ব্রাহ্মণ ভৃগু, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন ক'র্‌বে। যে ভৃগুর মানস-ভূত ধনুর্ব্বিদ্যা ভুবন-বিখ্যাত, আজ সেই ভৃগু, স্বহস্তে সেই ধনু ধারণ ক'রে, শর-চলনা ক'র্‌বে। দেখি, দুর্ব্বৃত্ত দমন হয় কি না? দেখি, দেবদুঃখ মোচন ক'র্‌তে পারি কি না? ভাই রে, আমার যে পরের জন্য এ প্রাণ অতিশয় কাঁদ্‌চে, ভাই!

গীত।

আমার জীবন পরেরি তরে। (ও ভাই রে)
পরের তরে দিবানিশি, আঁখিনীরে সদা ভাসি,
এত পরে ভালবাসি, থাকি সদা পরের ঘরে॥
বলি তোমার পরে পরে, কেন ভালবাসি পরে,
পরে আপন ক'র্‌লে পরে, পরের বেদন ভাব্‌লে পরে,
পরের অশ্রু বুঝ্‌লে পরে, পর করিলে আপন পরে,
যেতে অপার ভবপারে, পাওয়া যায় সে পরাৎপরে॥

। সখে! আপনার অদ্ভুত পরাক্রমে সকলই সম্ভবে। কিন্তু একবার কর্দ্দমাশ্রমের প্রতি চিন্তা ক'র্‌চেন কি?

ভৃগু। আর চিন্তা! আর ভৃগুর বৃথা-চিন্তায় কি হবে ভাই!

মঞ্জিষ্ঠ। আহা, সেই অভাগিনী খ্যাতির দুর্গতি!

ভৃগু। অহো! আর না,—ভৃগু! তুমি পাষাণ! সংসারে তুমি জড়মূর্ত্তি, নিশ্চল! দাও, তোমার হৃদয়-নিহিত দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি আজ হ'তে অনন্ত কালের জন্ত বিসর্জ্জন দাও। তুমি কাপুরুষ, তুমি রাক্ষস, তুমি দস্যু, তুমি কিরাত; তা না হ'লে যার জন্ত তুমি এ সংসারে অবতীর্ণ হ'লে,—যার জন্ত পিতা তোমায় মানসক্ষেত্রে উৎপাদন ক'র্‌লেন, তার কি এই কার্য্য? তোমার জীবনের ব্রত কি এইরূপে উদ্‌যাপন হবে?

মঞ্জিষ্ঠ। বন্ধু! আত্মগ্লানির কি এই প্রকৃষ্ট সময়?

ভৃগু। হায় সখে! আমি যে সৃষ্টি-বৃদ্ধির জন্ত এ সংসারে এসেচি, তবে আমি সে সৃষ্টি ক্ষয় কেমন ক'রে দেখি ভাই! না—না, দেবগণ, ভয় নাই, ভয় নাই! একদিকে ভৃগুর অমূল্যজীবন, অন্তদিকে পরদুঃখমোচন মহাব্রত। যাও সখে! আমি অগ্রে দেববালক, দেববালিকাগণের রক্ষার উপায় ক'রে, পশ্চাৎ কর্দ্দমাশ্রমে গমন ক'র্‌ব। তুমি সেই কর্দ্দম-তনয়া অভাগিনী খ্যাতিকে আমার সাদরসম্ভাষণ জানিয়ে ব'ল্‌বে যে, বালিকে! ভৃগু তোমার দুঃখমোচনের জন্য অবিলম্বেই তোমার নির্দ্দিষ্ট শিব-মন্দিরে এসে সাক্ষাৎ ক'র্‌বে। সখে! আর না! সাকারজীবন কল্পনাময় হ'য়ে প'ড়েচে। হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক বেদনা, পূর্ণমূর্ত্তিতে চক্ষুকোণে অশ্রুরূপে পরিণত হ'য়েচে। আর স্থির থাক্‌তে পারি না ভাই! মঞ্জিষ্ঠ, যাও, ভৃগুর জীবন অতি দুঃখময় উপাদানে গঠিত। এই পাষাণ্‌-

মূর্ত্তিকে দেখে, সেই সরলা অবলা খ্যাতিকে যেরূপে পার, সান্ত্বনা দাও গে। আমি এখন চ'ল্‌লাম।

[প্রস্থান।

মঞ্জিষ্ঠ। আহা ভৃগু! তোমার পবিত্র দুর্ল্লভ হৃদয় লোক-শিক্ষার একখানি বিশুদ্ধ আদর্শ চিত্র-পট। যে সংসারে দয়াবান্, সেই সংসারে ধন্য। দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই, দয়াই জীবের পুণ্য। আজ দয়াপূর্ণ পরমপুরুষের সহ মিলনে, মঞ্জিষ্ঠ! তুমিও সংসারে কৃতার্থম্মন্য!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। আহা দয়া নয়? দয়া কেমন? যে পামর লক্ষ্মীকে অশ্রদ্ধা ক'রে, পরের দুঃখে দয়া ক'র্‌তে চায়, তার মত আর বর্ব্বর কে? ভৃগু! তুমি মনে ক'রেচ, লক্ষ্মীর কৃপার ভিখারী না হ'য়ে, আমার সপত্নী সরস্বতীর আরাধনা ক'রে, তুমি সংসারে আদর্শপুরুষ হবে!—তা কখন হবে না। তুমি মনে ক'রেচ যে, লক্ষ্মী-হীন জীবনে কর্দ্দম-কন্যা লক্ষ্মীরূপিণী খ্যাতিকে লাভ ক'রে, সংসারে মনোসুখে কালাতিপাত ক'র্‌ব, তা হবে না। তুমি কি জাননা যে, রমণী লক্ষ্মীরূপিণী! তবে লক্ষ্মীহীন পুরুষ, সেই লক্ষ্মী-ধনে কিরূপে লাভ কর, তাই দেখ্‌ব! মধুকৈটভদৈত্য, একসময় কর্দ্দম-ঋষি, তদীয় পত্নী ও কন্যাকে আক্রমণ করে। তৎকালীন কর্দ্দম আপ-

নাদের প্রাণরক্ষার জন্য, কন্যাকে মধুকৈটভের করে সম্প্রদান ক'র্ব ব'লে, বাগ্দান করেন। এখন সে বয়ঃস্থা। সপত্নী সরস্বতী যেমন মঞ্জিষ্ঠ দ্বারা তোমায় খ্যাতিলাভের জন্য আমন্ত্রণ ক'রেচে, আমিও তদ্রূপ মধুকৈটভকে খ্যাতিলাভের জন্য সংবাদ প্রেরণ ক'রেচি। আবার চ'ল্লাম। দেখি, খ্যাতিকে তুমি কিরূপে লাভ কর? ভৃগু! তোমার এত গর্ব্ব, তোমার মনের এত তেজ যে, আমি লক্ষ্মী, আমার তুমি অসম্মান কর? তুমি নিশ্চয় জেন যে, লক্ষ্মীহীন পুরুষ এ সংসারে চিরনিন্দনীয়। তা এখনি দেখ্বে। কর্দ্দমাশ্রমে একদিকে মধুকৈটভ খ্যাতি-লাভপ্রার্থী, অন্যদিকে তুমি! দেখি, কার সম্মান রক্ষা হয়? দেখি, ভৃগু! তুমি পরদুঃখমোচনে কিরূপে সমর্থ হও?

[প্রস্থান।

লীলা ও মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ।

মার্কণ্ডেয়। শুন্লি মা, লক্ষ্মীর কথা শুন্লি?

লীলা। তুমি যে বাছা, অবাক্ ক'র্লে! সত্যি সত্যি ত আমি আর কাণের মাথা খাই নি! কালা না কি যে, শুন্তে পাব না?

মার্কণ্ডেয়। এই কি লক্ষ্মীচরিত্র মা! পরদুঃখকাতর সংসার-আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষ ভৃগুর প্রতি বৃথা কারণে বিষদৃষ্টি! সতীরূপিণী সাক্ষাৎ ভগবতীসদৃশা প্রজাপতি কর্দ্দম-নন্দিনী খ্যাতিকে এরূপ বিড়ম্বিত করা কি লক্ষ্মী-চরিত্রের আদর্শ?

মা! লীলাময়ি! লীলারঙ্গ-ভূমি ভবভূমির মধ্যে এ তোর কোন্ রঙ্গিণী লীলা মা! একদিকে বিশ্বধ্যেয় অমরগণের সহিত দুরন্ত মধুকৈটভের ঘোর সংগ্রামজনিত দেবগণের অনন্ত নিদারুণ যন্ত্রণা, অন্যদিকে ভুবনাদর্শ মহাপুরুষ ভৃগু ও সতী-শিরোমণি খ্যাতির প্রতি লক্ষ্মীর ক্রোধকষায়িত ভ্রূকুটি! এ লীলা তোর কোন্ লীলা জননি! এর অন্তর্নিহিত গুহ্য হ'তে গুহ্যতম বৃত্তান্ত প্রকাশ ক'রে, মার্কণ্ডেয়ের চিত্ত-শুদ্ধি কর্ মা! সত্যই কি জননি, অবলা শিরীষকুসুম-কোমলা সরলা খ্যাতি তার মনোমত স্বামী হ'তে পরিত্যক্তা হ'য়ে, সংসার-ঘৃণা দুর্বৃত্ত মধুকৈটভকে আত্মদান ক'রবে? সত্যই কি সতী, সতীত্ব-ধনে জলাঞ্জলি দিয়ে, কর্ম্ম-বিড়ম্বনায় এরূপে বিড়ম্বিত হবে মা! মা লীলাময়ি! তুমি ত সকলই অবগত আছ! মা, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মার্কণ্ডেয়কে বিশ্বতত্ত্ব কিছু বুঝাও! কি হবে মা?

লীলা। সাধে কি বলি, এ করুণ-রসের মানুষগুলো এক একটী বিশ্ব-ঘটনায় একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়ে। বৎস! মানব-জীবন কর্ম্মময়। জীব-জীবন যখন কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ, তখন তাতে তোমার আমার কি?

মার্কণ্ডেয়। না, না, সে যে সতী! সে যে মনে মনে মধু-কৈটভকে যারপরনাই ঘৃণা ক'রে, পরম মহাত্মা ভৃগুকে পতিত্বে বরণ ক'রেচে।

লীলা। বৎস! তার পিতা প্রজাপতি কর্দ্দম যে, পূর্ব্ব হ'তে খ্যাতিকে মধুকৈটভের করে সম্প্রদান ক'রতে প্রতিশ্রুত।

বাগ্দানই যে বিবাহ। সুতরাং এক পক্ষে খ্যাতি বিবাহিতা,— মধুকৈটভের বনিতা।

মার্কণ্ডেয়। ধর্ম্ম ! তুমি চির-অধঃপাতে যাও ! চন্দ্রসূর্য্য ! তোমরা অবিলম্বে রসাতলে গমন কর ! বায়ু ! তুমি এ মহীমণ্ডলে আর প্রবাহিত হ'য়ো না ! লীলাময়ি ! বাগ্দানই বিবাহ সত্য, কিন্তু সে কাহার পক্ষে ?—যদি অনূঢ়া কন্যা অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ না করে। কিন্তু যে রমণী আপনার অমূল্য সতীত্ব একজনকে প্রদান করে, তার পক্ষে কি পিতৃবাগ্দানকৃত বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হবে ? তা'হলে রমণীর সতীত্ব কি ? কোন্ উপাদানে রমণীর সতীত্ব গঠিত হয় জননি ! মহাসতী দক্ষনন্দিনী মা মহামায়া গো ! তোর সতী শব্দের অর্থ কি মা ! তুই যে সতীকুলের আদর্শ-রমণী ! তবে তোর সতী মেয়ে আজ লীলাময়ীর লীলায় কিরূপে সে সতীত্ব-ধনে রক্ষা করে ? আর যে কেউ সংসারে সতী-নাম লবে না ! আর যে কেউ সতী-মাহাত্ম্য শুন্‌বে না ! বধির কি মা ! কাণে কি শুন্‌তে পাস্ না ? আয় গো ভব-রমে ! আয় মা—আয় রুদ্ররূপিণী রণরঙ্গিণী মত্তামাতঙ্গিনীরূপে সম্মুখে দাঁড়া মা ! এলোকেশী ভয়ঙ্করী অসিধরা ভীমা ধূমাবতী কৃষ্ণবর্ণা প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে সতীর সতীত্ব-হন্তা পাপ-রাক্ষসহননে মহাকাল-বক্ষাসীনা হ'য়ে সম্মুখে এসে দাঁড়া মা !

লীলা। ছেলে শুধু করুণ-রসের নয়, বীররসও আছে। তা বাছা, বেশ্ বেশ্ ! তা অত ক্ষেপ্‌চ কেন ? তোমার ভৃগুও ত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'চ্ছে। তোমার সতী তার কাছেই সতীত্ব দেখাক্ না।

মার্কণ্ডেয়। মা! ভৃগু নিরাশ্রয়। বিশেষতঃ সে এখন সংসারের পক্ষে বালক। সে বালকের সেখানে সহায় কে মা? কে তাকে দুর্জ্জয় মধুকৈটভের বিদ্রোহানলে রক্ষা ক'র্‌বে? তাই ভাব্‌চি আর কাঁদ্‌চি! বুঝ্‌লাম জননি! আজ তোমার লীলায় ভৃগুর অপমান আর সতী খ্যাতির সতীত্ব-দান, এই দুই সর্ব্বনাশই সংসাধিত হবে! হা ভগবন্‌! এ কি তোমার লীলা! যদি লীলার ছলে জগতের সৃষ্টি, তবে তাতে জীবের সৃষ্টি কেন? যদি সেই লীলাচ্ছলে জীবেরও সৃষ্টি হয়, তবে জীবের হৃদয়ে দয়ামায়ার সৃষ্টি কেন? আজ যুগকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ও কাঁপ্‌চে মা! বিদায় দে! আদেশ কর্‌ মা, সেই দৈত্য-ভয়ভীতা মহাসতী বালিকা খ্যাতির কাছে ছুটে যাই। সেই নিরাশ্রয় নিঃসহায় সরল-হৃদয় পর-দুঃখ-কাতর পুরুষবর ভৃগুর নিকট ছুটে যাই। এই বিপদ সময়ে গিয়ে, যদি তাদের দুঃখাগ্নির কণিকামাত্র নির্ব্বাণ ক'র্‌তে পারি, তাহ'লেও যেন এ যোগী-জীবনের কতক কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হ'তে পারি। যেন ব্রহ্মণ্য-শক্তিরও কতক সম্বর্দ্ধনা ক'র্‌তে পারি! মা, আমায় বিদায় দে।

গীত।

দে গো দে বিদায়, দহিছে হৃদয়, দুখিনী বালায় দেখে মা আসি।
(যদি) তার আঁখিবারি, নিবারিতে পারি,
হরি ব'লে যাবো প্রেমানন্দে ভাসি॥
জীবন কৃতার্থ হ'ব মাগো ধন্য, যদি জীবন যায় পরহিত জন্য,
এ যোগ নয় অন্য, নয় গো সামান্য, পরহিতব্রত তীর্থ বারাণসী॥

এ যোগ নাই যার বৃথা তার যোগ, যোগ নয় তার বৃথা কর্ম্মভোগ,
যোগ যোগ যোগ, দয়ার সংযোগ, সে যোগী সাজিতে শিব শ্মশানবাসী ॥

লীলা। চুপ্, চুপ্, চুপ্ ক'রে যাও ধন! বেশী গোলযোগ বাধিও না। বামুন জেতের এত রোক কেন বাছা! তোমাদের রোক ফুলচন্দনের কাছে, তাই কর গে। সংসারে পুরুষত্ব দেখাতে এত উদ্বিগ্ন হও কেন? বিশেষতঃ এতে মধুকৈটভের বা লক্ষ্মীর দোষ কি বাছা! প্রজাপতি কর্দ্দমই ত এর নিমিত্ত-ভাগী। প্রজাপতি কর্দ্দমই ত কন্যাকে দৈত্যকরে অর্পণ ক'র্‌বেন ব'লে, বাগ্‌দান ক'রেচেন।

মার্কণ্ডেয়। এ কিসের বাগ্‌দান মা! প্রাণভয়ে আত্ম-রক্ষার জন্য প্রলোভন-বাক্য!

লীলা। তা বটে, এখন তাই হবে বৈ কি! যাক্, এখন তুমি কি ক'র্‌তে চাও?

মার্কণ্ডেয়। জগতের সাম্যনীতি রক্ষা ক'র্‌তে চাই। শান্তি-বিধান ক'র্‌তে চাই। আজীবনস্থায়ী ব্রহ্মশক্তি-প্রদানে ভয়ার্ত্ত দীনদীনায় অভয় প্রদান ক'র্‌তে চাই।

লীলা। লীলার লীলায় যদি তা না হয়?

মার্কণ্ডেয়। যদিও না হয়, তথাপি পুরুষত্ব! চেষ্টায় কার্য্য উদ্ধার না হ'লেও পুরুষকারে শোকের কতক অবসান হয়। যাই মা, অনুমতি দে। অন্তর্য্যামিনি! খ্যাতির অন্তর দেখ্ মা! ব্যাধ-তাড়িত হরিণী কি ক'র্‌চে, তাই দেখ্ মা! করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে কারে আহ্বান ক'র্‌চে, তাই শোন্ মা! যাই মা, আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারি না! একবার ছুটে গিয়ে বালিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসি! [প্রস্থান।

লীলা। লীলা, এতেই ত তোমার লীলা নাম! মর্ পোড়ার-মুখী, প্রবীণা হ'য়ে এখনও তোর বালিকা-স্বভাব গেল না? দেখ বিশ্ববাসি! লীলার রঙ্গ দেখ! এ রহস্য কি কেউ বুঝ্তে পার? তা আর পার্তে হয় না! আজ যুগকল্পজীবী সংসার-তত্ত্বজ্ঞ মহাঋষি মার্কণ্ডেয়ও যখন লীলার স্রোতে ভেসে গেল, তখন তুমি ত কোন্ ছার! ওগো, তাই ত, আমি লীলা!

[প্রস্থান।

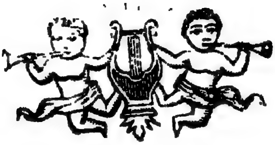

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কর্দ্দমাশ্রম।

দিগঙ্গনাগণের প্রবেশ।

গীত।

দিগঙ্গনাগণ সই তব নাথ পথে অই আছে লো দাঁড়ায়ে।
মরি মরি মরি কি রূপমাধুরী, দেখ লো সজনি আসিয়ে॥
সাজালো সাজালো বরণডালা, গাঁথলো গাঁথলো ফুলের মালা,
আজি অলি জাগ্‌বে বাসর, রাখ্‌বে আসর,
কুলের সনে ফুলের বিয়ে॥
দেখলো চাহিয়ে সই—

খ্যাতির প্রবেশ।

গীত।

খ্যাতি। কৈরে সই কৈরে কই, প্রাণবঁধুয়া কই।
দিগঙ্গনাগণ। অই অই তোর প্রাণবঁধুয়া অই,—
ধর বিনোদিনী, হ'য়ে আমোদিনী, জীবন যৌবন সঁপিয়ে॥

[সকলের প্রস্থান

কর্দ্দম ও তদীয় পত্নীর প্রবেশ।

কর্দ্দম। প্রিয়ে! জীবের বাক্যই ব্রহ্ম। সেই বাক্যব্রহ্মই সত্য। যে ব্যক্তি স্বীয়মুখনিঃসৃত বাক্যরক্ষায় সামর্থ্যশূন্য, সে নরের অধম, দ্বিপদবিশিষ্ট পশু। এমন কি পশুর সহিতও সে মানবের তুলনা হয় না। সহধর্ম্মিণি! তুমি কি ব'ল্‌তে চাও, আমি কন্যার স্নেহে অন্ধ হ'য়ে, পরম পবিত্র সত্যধর্ম্ম জলাঞ্জলি দোব?

কর্দ্দম-পত্নী। কেন নাথ! আমিই বা তা ব'ল্‌ব কেন? আমিও ত অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তাদের মুখে শুনেছি যে, অনূঢ়া কন্যা পতিনির্দ্ধারণে অসমর্থা হ'লে, পিতৃ-বাগ্দানেই কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাই বল্‌চি, খ্যাতি ত আর আমার বালিকা নয়! সে আমার বয়ঃস্থা হ'য়েচে। বিশেষতঃ যে পাত্রের সহিত আপনি কন্যাদান ক'র্‌বেন ব'লে মনস্থ ক'রেচেন, সে পাত্রের কি প্রজাপতির কন্যার সহিত বিবাহ সম্ভব? আপনি জীবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পাত্র দৈত্যকুলোদ্ভূত। আবার এও কি সম্ভব যে, এক পাত্রীকে দুই পাত্রে দান! তা কি হ'তে পারে নাথ?

কর্দ্দম। না, না, আমার তবে মতিভ্রম ঘ'টেচে! আমি প্রবীণ হ'য়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হ'য়েচি।

কর্দ্দম-পত্নী। আপনি ক্রোধ করেন কেন? আমি কি তা ব'ল্‌চি?

কর্দ্দম। তা ব'ল্‌বে কেন? তুমি ব'ল্‌চ, "সত্য ভঙ্গ ক'রে তুমি পিতৃ-পুরুষ-সহ অনন্ত-নরক-গর্ভে নিমজ্জিত হও, আমি কন্যার মনস্তুষ্টি সাধন করি।" এই ত, কেমন?

কৰ্দ্দম-পত্নী। আমি ত আপনাকে বিচারের কথাই ব'ল্‌চি।

কৰ্দ্দম। কি বিচার? প্রজাপতি কৰ্দ্দম অবিচারী, অনাচারী, দিগাদিক্‌শূন্য মূর্খ বর্ব্বর। তাই তুমি তাকে বিচারের কথা ব'ল্‌চ। তা হবে না, শোন সাধ্বি! আমি যা বলি, তাই শোন। তুমিও খ্যাতিকে আমার কথা বিশেষরূপে বুঝিয়ে, এ বিবাহে অমত প্রকাশ ক'র্‌তে নিবারণ কর গে। আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব, খ্যাতি আমার কখন অসুখিনী হবে না। আর তুমি যে ব'ল্‌চ, মধুকৈটভদৈত্য, প্রজাপতি কৰ্দ্দমের কখন যোগ্য জামাতা হ'তে পারে না—সে সত্য; কিন্তু ঐ সঙ্গে কি আর একটু চিন্তা ক'রে দেখ না যে, প্রজাপতি কৰ্দ্দমের বাক্য কি মিথ্যা হওয়া কৰ্ত্তব্য? তা হ'লে সংসারে বিধিদাতা প্রজাপতি নাম কি জন্য? যারা মিথ্যাবাদী, সত্য-রক্ষা-পরাঙ্মুখ, তারাই সংসারে লঘুবুদ্ধি, ঘোর অধার্ম্মচারী, নরকগামী দুরাত্মা।

কৰ্দ্দম-পত্নী। আর যারা সতীর সতীত্ব-নাশে যত্নবান্, তাঁরা সংসারে কি হ'ন নাথ!

কৰ্দ্দম। তবে কি তুমি ব'ল্‌তে চাও, প্রজাপতি কৰ্দ্দম তোমার সতী কন্যার সতীত্ব-হন্তা?

কৰ্দ্দম-পত্নী। আমি ব'ল্‌ব কেন, আপনি কি তা বুঝ্‌তে পার্‌চেন না?

কৰ্দ্দম। আমি আর কৈ তা বুঝ্‌চি! তবে তুমি এও ব'ল্‌তে চাও যে, প্রজাপতি কৰ্দ্দম জ্ঞানপাপী! যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই মহাপাপে কৰ্দ্দম আজ লিপ্ত!

কৰ্দ্দম-পত্নী। আপনার যেমন সত্যরক্ষা, তেমনি আমারও সত্য-

কথা। সে কথা ব'ল্‌লেই হয় ত আপনি ক্রোধ ক'র্‌বেন। কিন্তু সত্যের অপলাপও মহাপাপ। তাই বলি প্রাণেশ্বর! আপনি কি এও বুঝ্‌তে পার্‌চেন না যে, খ্যাতি আমার যথন এ বিবাহে অমত প্রকাশ ক'রেচে, তখন সে নিশ্চয়ই মনে মনে অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ ক'রেচে; সুতরাং আপনার সত্যরক্ষায় যে একজন অবলার সর্ব্বনাশ হয়! আপনি কোন্‌টা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন? দুইটাই ত আপনার ধর্ম্ম। একদিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে সতীত্ব।

কর্দ্দম। আমিই তবে নরকে গমন করি?

কর্দ্দম-পত্নী। তা কেন? তবে কন্যাকেই নরকে প্রেরণ করুন। নাথ! এই কি তোমার কন্যাস্নেহ? মহাপুরুষগণ ত আপনার অনিষ্ট ক'রেও পরোপকার সাধন করেন।

কর্দ্দম। হাঁ, হাঁ, তোমার ন্যায় মহাপুরুষের পত্নীর এইরূপ উচিত বাক্যই বটে! নিজে মহাপাপ-পঙ্কে লিপ্ত হ'য়ে, পরোপকার সাধন না ক'র্‌লে জগতে সত্য-মহিমা আর প্রচার হবে কিরূপে? "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"। তোমার উপদেশে কার্য্য ক'র্‌লে যে, অনিবার্য্য মহাবিপদে পতিত হ'তে হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কর্দ্দম-পত্নী। কেন, আপনি ত মহামতি। আপনি মনে মনে স্মরণ ক'রে দেখুন না যে, কোন্‌টা ধর্ম্ম?

কর্দ্দম। আমি সে ধর্ম্ম স্মরণ ক'রে আছি ব'লেই ত তোমায় এত কথা ব'ল্‌চি। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার কি সেই ধর্ম্মবাক্য স্মরণ আছে? যথন প্রাণভয়ে কন্যার জীবন-রক্ষার জন্যই হ'ক্ অথবা আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্যই হ'ক্, যাকে তুমি

দুর্বৃত্ত মধুকৈটভ দৈত্য ব'লে উল্লেখ ক'রচ, তার নিকট সত্য-স্বরূপে ব'ল্লে,—কন্যা বয়ঃস্থা হ'লেই তোমাদিগকে এই কন্যা সম্প্রদান ক'র্ব। সেই সত্যধর্ম্ম, সেই সত্যবাক্য কি আর তোমার স্মরণ আছে? প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, পরম অধর্ম্মাচারী, দুর্বৃত্ত প্রজাপতি কর্দ্দম, সেই অমোঘবাক্য এখনও বিস্মৃত হয় নাই। দরিদ্র কর্দ্দম এ জগতে সকলই হারিয়েচে, কিন্তু প্রিয়ে! এখনও সেই সত্য-ধর্ম্মরূপ মহামূল্য ধন কর্দ্দম, হৃদয় হ'তে হারায় নাই। হ'তে পারে, আমি নির্ব্বোধ, স্বার্থপর; হ'তে পারে, আমি নিষ্ঠুর, কন্যাঘাতী; হ'তে পারে, আমি সমাজ-বিরোধী নরাধম; কিন্তু সত্য-লঙ্ঘনকারী পাপাচারী কর্দ্দম, এ নাম ত এখন ধারণ করি নাই।

কর্দ্দম-পত্নী। কিন্তু এ বার ত কন্যার সতীত্বনাশী পরম পাতকী নাম ধারণ ক'র্তে হবে! আপনার এত ধার্ম্মিকতা কোথায় থাক্‌বে নাথ! লোকের নিকটেই বা কেমন ক'রে মুখ দেখাবে? বোধ হয়, প্রজ্জ্বলিত তুষানলেও যে সে পাপের মুক্তি নাই।

কর্দ্দম। তাও ভাল, তাও ভাল! সত্যভঙ্গাপরাধের অপেক্ষা শতগুণে তাও ভাল!

কর্দ্দম-পত্নী। ধিক্ স্বার্থপর ধার্ম্মিক! তুমি ধর্ম্মের জন্য সংসারে দয়ামায়ায়ও বর্জ্জিত হও!

কর্দ্দম। সাবধান প্রিয়ে! বৃথা ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-নিন্দা ক'র না।

কর্দ্দম-পত্নী। ধিক্ ধার্ম্মিক! তোমার স্বার্থপরতাকে শত সহস্র বার ধিক্!

কর্দ্দম। সাবধান গৃহলক্ষ্মি! বৃথা কারণে কর্দ্দমকে ক্রুদ্ধ ক'র না।

কর্দ্দম-পত্নী। ধিক্ ধার্ম্মিক! তোমার ক্রোধকেও শত সহস্রবার ধিক্!

কর্দ্দম। পুনঃ পুনঃ বৃথাপবাদ! স্বাধ্বি! সতী-ধর্ম্ম পালন কর। নীরব হও।

কর্দ্দম-পত্নী। স্বামিন্! তুমি খ্যাতির পিতা, জন্মদাতা, পরম গুরু! সেই স্নেহের কন্যা, প্রিয় শিষ্যা, অবলার ধর্ম্মরক্ষা কর! ক্ষান্ত হও!

কর্দ্দম। প্রিয়ে! তুমি সত্যশীলের হৃদয় জান নাই! দুর্ব্বল নারীজাতি সে হৃদয়ের ভাব আপন হৃদয়ে কদাপি ধারণ কর্‌তেও পারে নাই। পুত্র, কন্যা, পত্নী, সত্যের জন্য তার নিকট অতি তুচ্ছ!

কর্দ্দম-পত্নী। যিনি এরূপ সত্যশীল, তিনি সংসারী হন কেন? যিনি নিজ স্বার্থের জন্য বা কর্ত্তব্যকার্য্যের জন্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার ধর্ম্ম লক্ষ্য ক’র্‌তে চান না, তাঁর পক্ষে ত সংসার-ধর্ম্ম করা সম্পূর্ণ অনুচিত নাথ! আমরা কার নিকট ধর্ম্ম উপার্জ্জন ক’র্‌ব? কে আমাদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালন ক’র্‌বে প্রাণেশ্বর!

কর্দ্দম। আরে পাগলিনি! সকলই বুঝি! কিন্তু কি করি? আমার দ্বারা সত্যের অবমাননা হ’লে যে, সত্য-নাম জগৎ হ’তে লুপ্ত হবে।

কর্দ্দম-পত্নী। আর প্রজাপতি-কন্যা অসতী হ’লে, আপনার সেই সত্য কি বিমলভাবে আলোকদান ক’র্‌বে?

কর্দ্দম। আরে ছাই! আবার সেই কথা! যাক্, শোন স্বাধ্বি! এবার স্পষ্ট কথাই বলি! সে আমার কন্যা এবং আমি তার

সম্প্রদানের নিয়োগ-কর্ত্তা! সে পাপ-পুণ্যের ভার আমার! এখন কথা শোন, অদ্য আমার খ্যাতির শুভ-বিবাহের দিন! সুতহিবুকযোগে লগ্ন! চন্দ্র তারা দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান ক'র্‌চেন; সুতরাং আর কোন বাধার কারণ নাই! তুমি বিবাহোপযোগী আয়োজনাদি কর গে! কেন বৃথা স্ত্রী-পুরুষে কলহ ক'রে, সংসারে অশান্তি স্থাপন করি!

কর্দ্দম-পত্নী। নাথ! তুমি ত আর খ্যাতিকে দশমাস দশদিন পেটে ধর নি, তবে তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌বে, মায়ের স্নেহ কত! যে খ্যাতির মলিন মুখ দেখ্‌লে আমার আহারনিদ্রা সকলই পরিত্যক্ত হয়, তুমি সেই খ্যাতির বুকে জন্মের মত বিষবাণ বসিয়ে দিচ্চ, আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌ব। হা অদৃষ্ট! আমি কেন ম'লাম না! আমার খ্যাতিও যদি ম'র্‌ত, তাহ'লে যে আমার এত দুঃখ হ'ত না! পুরুষ পাষাণ, তা অন্যান্য স্ত্রীলোকের মুখেই শুনেছিলাম,—এখন প্রত্যক্ষই দেখ্‌চি। হা ভগবান্! কেন আমি নারীকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম! কোন্ কর্ম্মে আমি নারী হ'লেম দয়াময়!

গীত।

কেন নারীকুলে পাঠালে হে আমায় নারায়ণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অন্ধ হ'ল দু নয়ন॥
নারী যদি না হইতাম, কোন দুঃখ না সহিতাম,
বিহঙ্গম সম ভ্রমিতাম;—
মা হবার যন্ত্রণা কত জান্‌তে হ'ত না কেমন॥
সদাই জীবন পরের করে, সদাই জীবন পরের তরে,
সকল সাধ মনের ভিতরে;—
বনেই ফুটি বনেই শুকাই, বনের কুসুম হয় গো যেমন॥

কর্দ্দম। প্রিয়ে! এখন রোদনের সময় নয়; খ্যাতি কোথায় গেল দেখ! কন্যাকে বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত কর গে। সূর্য্য-দেবও অস্ত যাচ্চেন। বিবাহের সময় অবিলম্বেই উপস্থিত হবে। সাধ্বি! পতি-বাক্য লঙ্ঘন ক'র না।

কর্দ্দম-পত্নী। নাথ! আপনি যা ব'ল্‌চেন, তাতো আমি শুন্‌লাম, কিন্তু সে বালিকা যে এ কথা শুন্‌লে আত্মঘাতিনী হবে! সে যে আমায় স্পষ্ট খুলে ব'লেচে, এ বিবাহে তার কোন মতে সম্মতি নাই। তবে কি হবে নাথ! এ সুধায় কেন গরল ঢাল্‌চেন? খ্যাতি আমার নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হবে!

কর্দ্দম। এতদূর! সেরূপ কন্যারও প্রয়োজন নাই! যে কন্যা পিতৃ-অপমান-কারিণী, পিতৃ-অবাধ্য, আমি সে কন্যার মুখ-দর্শন করি না! এতদূর! যাক্, ক্ষতি নাই! আত্মঘাতিনী হয়, খ্যাতিই নরক-গর্ভে প্রবেশ ক'র্‌বে, আমাদের তাতে ক্ষতি নাই। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করি এস।

কর্দ্দম-পত্নী। হা নারায়ণ! আমাদের কর্ত্তব্য কি কন্যা-হত্যা?

কর্দ্দম। আর কেন বুঝেচি, কন্যার মতে তোমারও মত! তবে কেন এত ছলনা? ব'ল্‌লেই ত পার, আমি স্বামীর কথা শুন্‌ব না, আমিও নিশ্চিন্ত হই। ভগবান্ আমার ভাগ্যে যা লিখেছেন, তাই হবে। কিন্তু তোমার খ্যাতির কি তাতে মঙ্গল হবে মনে ক'রেচ? মধুকৈটভের মূর্ত্তি কি তোমার বিন্দুমাত্রও স্মরণ নাই? এই আমি ক্ষণপূর্ব্বে বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মীর দ্বারা মধুকৈটভকে সংবাদ প্রেরণ ক'রেছি যে, অদ্যই আমি কন্যার বিবাহ প্রদান ক'র্‌ব। তারাও অবিলম্বেই বিবাহ-সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে, আমার আশ্রমে সমাগত হবে।

তখন কি হবে বল দেখি, তা কি ভেবেচ? একদিকে সত্য, অন্যদিকে আত্মরক্ষা। এখন খ্যাতির জন্য কি ক'র্‌তে প্রস্তুত হবে, হও! আর কোন কথা আমি ব'ল্‌তে চাই না।

কর্দ্দম-পত্নী। আমি খ্যাতিকে ল'য়ে নির্জ্জন বনে প্রবেশ ক'র্‌ব।

কর্দ্দম। তাদের অগম্যস্থান কোথায় প্রিয়ে!

কর্দ্দম-পত্নী। তবে কি ক'র্‌ব? পায়ে ধরি নাথ! আপনি ব'লে দিন্, কোথায় গেলে খ্যাতির সতীত্ব থাকে? কোথায় যাবো? জলে,—সেখানেও ত সে পাপিষ্ঠেরা যাবে। পর্ব্বতগহ্বরে,—সেখানেও ত—প্রাণেশ্বর যে ব'ল্‌চেন, সে পাপাত্মাদের অগম্য স্থান নাই! তবে কোথায় যাই? খ্যাতি! খ্যাতি! পোড়ারমুখি কলঙ্কিনি! তুই মর্! তুই ম'রে প্রজাপতিবংশের সম্মান রাখ্! সতীনাম জগতের কর্ণে কর্ণে ঘোষণা কর্! কলঙ্কিনি! কোথা তুই? পোড়ারমুখি! তুই আমার উদরে জন্ম ল'য়েছিলি কেন? রাক্ষসি! আর কি কোথাও রাক্ষসীর উদর পাস্ নাই? কালামুখি! তোর কালামুখ লুকাক্! তোর জন্য যেন জগতে সতী-মহিমা লুপ্ত না হয়। খ্যাতি রে! তোর নামে যে জগতে এত অখ্যাতি হবে, তা একদিনের জন্যও স্বপ্নে ভাবি নাই। তোর জন্য যে তোর গর্ভধারিণী নিরয়গামিনী হবে, তা একদিনের জন্যও চিন্তা করি নাই। খ্যাতি! কলঙ্কিনী খ্যাতি! আমার স্নেহের খ্যাতি কলঙ্কিনী হবে! জগতের লোক হাস্‌বে! নিন্দা ক'র্‌বে! তাই বলি—খ্যাতি রে! তুই এই পাপময় নরকধাম জগৎ-সংসার ছেড়ে চ'লে যা! তোর মৃত্যুতে আর আমার দুঃখ নাই। সতী-মার মেয়ে আমি, তাই যে সতীর আদর বড় ভালবাসি মা!

কোটী বিশ্বের কোটী প্রাণীর ধর্ম্ম হ'তে, সতীধর্ম্ম যে অনেক উচ্চ আসনের মা! সেই সতীনামের মহতীকীর্ত্তি রেখে, খ্যাতি রে! স্বর্গধামে চ'লে যা। আমিও যাবো, আমিও তোর ভক্তির, তোর সরল ভালবাসার তরল-স্রোতে ভাস্তে ভাস্তে, তোর স্মৃতিকে ধারণ ক'র্‌ব! না না, আমার তোতাপাখি, আমার স্নেহের পক্ষিনী কখন কলঙ্কিনী হবে না! যাও, যাও ঋষি! তোমার কন্যার শুভবিবাহের আয়োজন কর গে যাও! চিতাকাষ্ঠ সংগ্রহ কর! আজ শুভবিবাহের এ বিপুল আয়োজন না ক'র্‌লে,—সে কল্যাণীর জীবনের মঙ্গল আর কোথায় পাবে! এমন দিন আর হবে না! তোমার আশ্রম চির-শান্তিতে পরিণত হবে! সব বিদায় হবে! নীরব শূন্যময় কুটীরে, নীরবে ভগবৎ-সাধনায় জীবন-যাপন ক'র্‌তে পার্‌বে! এমন দিন আর কোথায় পাবে ঋষি! কে আছ? বনবিহঙ্গিনী কে রে তুই! কেন রে পোড়ারমুখি,পোড়ারমুখ দেখাতে এখানে এলি! দূর হ! অস্ত্র-সংগ্রহ কর্ গে! আজ যে তোর শুভবিবাহ! কলঙ্কিনি! ভাবিস্ নাই যে, আজ তোর জীবনের সকল আনন্দের শেষ খেলা!

খ্যাতির প্রবেশ।

খ্যাতি। আজ সেই শেষ-খেলার শেষ-বিদায় মা। তোর পোড়ারমুখী খ্যাতি, তাই আজ শেষবিদায় নিতে এসেচে মা!

কর্দ্দম। আমি পশু! পশুমূর্ত্তি অপেক্ষাও ঘৃণ্য। কেন খ্যাতি! আবার হৃদয়ের আগুনকে দ্বিগুণ ক'রে প্রজ্জ্বলিত ক'র্‌তে সম্মুখে এলি? আস্‌তেও কি তোর লজ্জা বোধ হ'ল না?

খ্যাতি। বাবা! অসতীর কোথায় লজ্জা থাকে?

কর্দ্দম। ধিক্, ধিক্ আমায়! এই কন্যাকে স্নেহ! ধিক্ স্নেহ তোমায়! তুমি পিতা! এই তোমার কন্যা!

খ্যাতি। বাবা! আমি আজ তোমার প্রকৃত কন্যা হবার জন্যই লজ্জাসম্ভ্রমের মাথা খেয়ে, তোমার নিকট এসেচি। নতুবা কলঙ্কিনী খ্যাতি কখনই এ পোড়ারমুখ ল'য়ে, জগতের জীবকে মুখ দেখাতে আস্ত না। বাবা, আমি অসতী হই, আমি কলঙ্কিনী হই,—তথাপি পিতৃভক্তি আমার আছে। আমি ত জানি বাবা, এ জগৎ তোমা হ'তে দেখেচি; ভাল-মন্দ তোমা হ'তেই শিখেচি, পাপপুণ্য তোমা হ'তেই জেনেচি। তুমি এই বালিকার আরাধ্য গুরু! নিরাকার ঈশ্বরকে জগতের কয়জন দেখেচে! তাই তো বাবা, আমি বলি, বাপ-মা সংসারের সাকার ঈশ্বর-ঈশ্বরী! সে খ্যাতি কখন পিতৃ-অসম্মান ক'র্‌বে না। আপনি আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করুন; আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করি। আমার জন্য আপনাকে নরকে যেতে হবে কেন? সত্যধর্ম্ম রক্ষা ক'রে; সংসারে সত্যের মহিমা বর্দ্ধিত করুন।

কর্দ্দম-পত্নী। তাই কর, প্রাণেশ্বর! তাই কর। স্বয়ং সতী-মাই সতীর মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন। না করেন, সতীর জন্য জগতের সতী, সতীত্বের বিজয়-নিশান দেখাবে! খ্যাতি আমার গর্ভে জন্মেচে, খ্যাতি তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেচে; সে স্নেহের খ্যাতি কখন আমাদের অসম্মান ক'র্‌বে না। খ্যাতি রে! আজ সতীত্ব-রক্ষার জন্য তোর জন্মদাতার

পদধূলি নে। জগতের নিকট বিদায় গ্রহণ কর্। আমি তোর গর্ভধারিণী, আমি মা তোকে বড় ভালবাসি। সেই ভালবাসা আবার আজ তোকে ভাল ক'রে দেখাব! স্নেহের পুরস্কার তোকে আজ জন্মের মত প্রদান ক'র্‌ব। আয় মা, কুটীরে আয়। আজ তোকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দি গে আয়। পাগ্‌লি! আজ যে তোর শুভ-বিবাহ! পিতা তোর যে বিবাহের দিন স্থির ক'রেচে! পাগ্‌লি মেয়ে! পিতার কথা শুন্‌বি নে? দুষ্ট মেয়ে! তোর দুষ্টামি শুন্‌বো না; তাহ'লে তোর জন্মদাতা অনন্ত নিরয়ধামে গমন ক'র্‌বে। চল্ চল্, তোরে মা, আজ শেষজীবনের শেষ সাধ মিটিয়ে, ভাল ক'রে সাজিয়ে দি গে চল্। (হস্তধারণ)।

খ্যাতি। চল্ মা চল্—জীবনের আনন্দের দুর্গোৎসবে শোক-বিজয়ার দুঃখের গান গাইতে গাইতে, মা মেয়ে সেই প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুজলে ডুব দি গে চল!

[উভয়ের প্রস্থান।

কর্দ্দম। তাই ত প্রিয়া কি উন্মাদিনী হ'ল! হবারই কথা! সংসারের বুকে মা মহামায়া যে মায়ার বীজ রোপণ ক'রেচেন, তার ফলফুলের সৌরভ এইরূপ বিকারের ক্ষেত্রই বটে! ধন্য অপত্য-স্নেহ। কর্দ্দম! তুমি কি এত জিতেন্দ্রিয়! তুমি সেই মোহজাল ছেদনে সমর্থ হ'য়েচ? না, না, কখন নয়, কেবল সত্য-ধর্ম্মের অনুরোধে সকল স্নেহ দয়া বিসর্জ্জন দিয়েচি। হৃদয়! অধীর হ'য়ো না। কি ক'র্‌বে? তুমি যে জগতের আদর্শ হ'তে এসেচ! সেইজন্য যে তুমি ব্রাহ্মণ-

কুলে পিতা ব্রহ্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রেচ! তবে তুমি কাতর হ'চ্চ কেন? তুমি কি কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ ক্রয় ক'র্‌বে? মুক্তাভ্রমে শুক্তিকে গ্রহণ ক'র্‌বে? না, না, তা কখন হবে না। এখন কি করি, প্রেয়সীর হৃদয়ের উদ্দেশ্য বা প্রাণাধিকা কন্যার মনের ভাব ত সকলই বুঝ্‌তে পার্‌লাম; এ বিবাহে কিছুতেই তারা সুখিনী হবে না। কর্দ্দমের সত্য-পালনের সঙ্গে সঙ্গে এক বিয়োগান্ত নাটকের বিষম অভিনয় হ'য়ে যাবে! এ বিবাহ-যজ্ঞ এক ভীষণ নরমেধে সাঙ্গ হবে! এ আনন্দের রম্য-কুসুমিত কানন, নিরানন্দের প্রলয়কারী গৈরিক-অগ্নিতে ছারখার হ'য়ে যাবে। সত্যশীল কর্দ্দম, সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন ক'রে, ধৈর্য্যধারণ ক'র্‌তে পার্‌বে ত? নিশ্চয়! নিশ্চয়! তবে সংসারে জীবনাম ধারণ করা কি জন্য? এক সত্য জীব-আবাসের ভিত্তি! সংসারের সেই জীব হ'য়ে, সে ভিত্তি কখনই নষ্ট ক'র্‌ব না! মায়ার প্রহেলিকায় পরমার্থ-তত্ত্ব কখনই হারাব না! স্নেহ-মায়া-দয়া—যাও! তোমার কর্ত্তব্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য কর্দ্দমের হৃদয় হ'তে চিরদিনের জন্য গমন কর। তাই ত সন্ধ্যা হ'ল! বিবাহের লগ্ন ত উপস্থিত! এস অসুরমূর্ত্তি মধুকৈটভ! কর্দ্দম আজ স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্য-প্রতিপালনের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চে! এস বৎস! তোমাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে জামাতৃপদে বরণপূর্ব্বক, এই দুর্লভ মানবজন্মে স্বধর্ম্ম পালন ক'রে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি এস! দয়াময় হরি! তোমায় আমি বুঝ্‌বো দেব!

গীত।

দয়াময় হে, বোঝা যাবে তোমায় এইবার।
করুণাআধার, পতিতজনপাবন, পাতকীজনতারণ,
দেখি নামে হয় কেমন, পাতকী-উদ্ধার॥
ধর্ম্ম সাক্ষী করি পণ, দিব তনয়া-রতন,
সেই সত্য কর পূরণ, ওহে সত্যময়;—
(আমি) ভক্তি-যমুনাকূলে, প্রীতি-কদম্বমূলে,
বাজাই বাঁশী রাধা ব'লে, বিবেকে আমার॥
পাপী ব'লে ঘৃণা ক'রে, ত্রিজগৎ ত্যজে যারে,
দীনবন্ধু তুমি তারে, কোলে দাও স্থান;—
আমি হ'য়ে তব পুত্র, কেন ভুঞ্জি কর্ম্মসূত্র,
ধন্য হে লীলা বিচিত্র, প্রভু হে তোমার॥

মধু ও কৈটভের প্রবেশ।

কৈটভ। আরে দুর্ব্বৃত্ত মানব! তোর কন্যা কোথায়?

মধু। শীঘ্র আনয়ন কর্! আমরা ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌ব না।

কৈটভ। মূর্খ! তুই কি এতই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত যে, মধু কৈটভের আগমনকাল অবগত হ'য়েও কন্যাকে সম্মুখে রাখিস্ না! যা—শীঘ্র যা, বিলম্ব হ'লে তোরই সর্ব্বনাশ সংসাধিত হবে।

মধু। হবে কি জানিস্! প্রাণের আশা-মমতা ত্যাগ ক'র্‌তে হবে।

কর্দ্দম। আজ্ঞে, বিলম্বের কোন কারণ নাই; আমি সত্য-রক্ষার জন্যই মহাশয়দিগের অপেক্ষা ক'র্‌ছিলাম।

মধু। উত্তম, এখন সত্য রক্ষা কর্, প্রাণ রক্ষা কর্।

কর্দ্দম। আপনারা এইস্থানেই দণ্ডায়মান হোন্, আমি আমার কন্যাকে এই স্থানেই সম্প্রদান ক'র্ব। ধর্ম্মদেব! আপনিই দরিদ্র কর্দ্দমের ধর্ম্ম-রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

কৈটভ। আর্য্য! মানবগণ কি প্রতারক! কেবল বাক্‌কৌশলে সংসারকে বশীভূত ক'র্তে চায়। মুখে কত মিষ্টভাষা শুন্লেন ত?

মধু। ভাই, মানব-প্রকৃতি দেখ্লেই বাস্তবিকই যেন অজ্ঞাতসারে—আমার হৃদয়ও বিভিন্ন-মূর্ত্তি ধারণ করে। কি যেন এক মধুরা মোহিনী-শক্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হ'য়ে, আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্যগুলিকে ভুলিয়ে দেয়। তবে মানবগণ বিশেষরূপ প্রতারক না হ'ক্, নিশ্চয়ই ঘোর স্বার্থপর। স্বার্থের জন্য এরা জীবনকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে।

কৈটভ। তাতে শুধু মানব কেন, সংসারের জীবমাত্রই স্বার্থের দাস।

মধু। তা একরূপ বটে, তাই ত, এ পাপিষ্ঠ কোথায় গেল! সেই স্ত্রীলোকটী ত ব'ল্লে—কন্যা ল'য়ে কর্দ্দম তোমাদের জন্য অপেক্ষা ক'র্চে। কর্দ্দম—কৈ রে দুরাচার!

কৈটভ। আর্য্য! সে স্ত্রীলোকটী কে? তা কি কিছু বুঝ্তে পেরেচেন?

মধু। না ভাই! তুমি কি কিছু বুঝেচ?

কৈটভ। আর্য্য! ব'লতে কি, আমি সংসারের কোন তাৎপর্য্যই বুঝ্তে পারি নাই। আমার মনে হয়, প্রতারক মানবগণ,

কেবল কুহকবলে এ সংসারকে এক অভিনব রাজ্য ক'র্‌বে ব'লে স্থির ক'রেচে। আমার মনে কেন ? এ স্থির নিশ্চয়। কিন্তু তা হবে না,—কৈটভ বর্ত্তমান থাক্‌তে, পাপাত্মাগণের পাপ-উদ্দেশ্য কোনরূপেই সফল হ'তে দোব না। কি ব'ল্‌ব, ভগবান, তোমায় দেখ্‌তে পাই না, নতুবা দেখ্‌তে, তোমার সৃষ্টি-রহস্য কৈটভ মুহূর্ত্তমধ্যে দূর ক'র্‌তে সমর্থ হ'ত কি না ?

মধু। ভাই রে, এ অতি আশ্চর্য্য! জন্মের সময় ভগবানকে দর্শন ক'র্‌লাম, কিন্তু এতাবৎ কাল ত আর একবারের জন্যও দেখ্‌তে পেলাম না। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে সংসারে যাবতীয় জীবের প্রতি কঠোর নির্য্যাতন ক'র্‌চি, কৈ ভগবান তাদের দুর্গতি মোচনের কি ক'র্‌চেন ?

কৈটভ। আর্য্য! সকলই অলীক। জীবে ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। আমরাই ভগবান্; ভগবান্ আমাদের কি ক'র্‌তে পারেন ? শক্তির নিকট সকলই তুচ্ছ। এইজন্যই ত কোন কোন নিঃস্বার্থপর মহাত্মা উল্লেখ ক'রেচেন, "তেজীয়ান্ ন দোষায়।" আমি সত্য, আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কে ? এই বিবেচনা ক'রে, জগতে বিচরণ ক'র্‌লে, তার আর কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। আমি আপনাকে ত বারম্বার ঐ কথাই বলি।

মধু। হাঁ ভাই, তোমার কথা সময় সময় স্বীকার ক'র্‌তে হয়। কিন্তু আমার আবার কেমন ভ্রান্তমন, কথন মনে হয়, যদি ভগবানকে বলেই বাধ্য করা যায়, তাহ'লে আমাদের দুই ভ্রাতা ভিন্ন জগতের প্রত্যেক জীব ভগবানের আরাধনায় জীবনপাত করে কি জন্য ?

কৈটভ। প্রত্যেক জীবে ভগবানের আরাধনা করে, একথা আপনি কিরূপে ব'ল্‌চেন ?

মধু। তা বৈকি ভাই! আমার'ত মনে হয়, সূর্য্য উঠে—ভগবানের আরাধনার জন্য; চন্দ্র উদয় হয়—তাও ভগবানের আরাধনার জন্য; বৃক্ষ ফল ধারণ করে—ভগবানের আরাধনার জন্য; পৃথিবী শস্যশালিনী হন্—ভগবানের আরাধনার জন্য। আরাধনার জন্যই যেন ভগবান্ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি ক'রেচেন!

কৈটভ। সে আবার কিরূপ! সূর্য্য-কিরণে দিবা হয়, চন্দ্র-আলোকে নিশার অন্ধকার দূর হয়, বৃক্ষ ফল দান করে—জীবের আহার দানের জন্য, পৃথিবী শস্যশালিনী হয়—তাও জীব-রক্ষার জন্য। তাতে ভগবানের আরাধনা কি আর্য্য!

মধু। ভাই রে! আরাধনা অর্থে আমি এইরূপ বুঝি, যার কার্য্যে বিশ্বের উপকার সাধিত হয়, সেই উপকারসাধনের নামই আরাধনা। ভগবানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনের নামই আরাধনা। কৈটভ! আমার হৃদয় যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অন্য ভাবে আকৃষ্ট হ'চ্চে। এর ত কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। ভাই! বলে—ভগবানবিজয়, এই মূল-মন্ত্রের শক্তি যেন ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হ'চ্চে।

কৈটভ। আর্য্য! আপনার ভ্রান্তি উপস্থিত হ'য়েচে। আপনি নিশ্চয়ই দেখ্‌বেন, আমরা এইরূপে আর কিছুদিন ভ্রমণ ক'র্‌লে, নিশ্চয়ই সেই ভগবান্ আমাদের নিকট সৃষ্টি-রক্ষার জন্য এসে অনুরোধ ক'র্‌বে। এক্ষণে আমাদের কথোপকথনে বহু বিলম্ব হ'ল। কৈ পাপাত্মা কর্দ্দম ত এখনও

এল না। কৈ রে—পাপাশয় পাপমূর্ত্তি মানব! কোথায় তুই? দুরাত্মন্! আমরা আর কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাক্‌ব? আজ নিশ্চয়ই তোকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদান ক'রে যাব। পাপিষ্ঠ! তোর কি জ্ঞান নাই যে, সসাগরাধিপতি মধুকৈটভ তোর কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য এই স্থানে দণ্ডায়মান। আয় কুলাঙ্গার কলুষমূর্ত্তি! অগ্রে তোর এ পাপের শাস্তি দান করি। কৈ—নীচাশয় কর্দ্দম!

মধু। কৈ রে দুরাত্মন্!

দ্রুতবেগে কর্দ্দমের প্রবেশ।

কর্দ্দম। মহাশয়! মহাশয়!

কৈটভ। মর্ দুরাশয়! মহাশয় কি? তোর কন্যা কোথায়? আর্য্য! দেখুন,—প্রতারক মানবের প্রতারণা দেখুন। আরে দুষ্টবুদ্ধি! তুই কি ভুবন-বিজয়ী মধুকৈটভকে ক্রীড়ার পুত্তলিকা বিবেচনা ক'রেচিস্? অদূরদর্শিন্! এত বিলম্ব হ'ল, তথাপি কন্যা আনয়ন কর্‌লি না? মর পাপিষ্ঠ! অগ্রে কৃত-পাপের শাস্তি গ্রহণ কর, তারপর তোর বক্তব্য কি, শুন্‌ব। (পদাঘাত)।

কর্দ্দম। উঃ—যাই রে—হাঃ—ভগবান্! আমরা নয় মহাপাপী, মহাপাপের মহাশাস্তি গ্রহণ ক'র্‌চি। কিন্তু পুণ্যময়! ন্যায়-প্রাণ বিচার-পতি! তুমি ন্যায়চক্ষে এই সব অত্যাচার কিরূপে দর্শন ক'র্‌চ!

মধু। কৈটভ! হ'য়েচে; এই সময় পাপিষ্ঠের বক্ষে দারুণ

পদাঘাত কর্! দেখি, ভগবান্ কিরূপে পাপাত্মাকে রক্ষা ক'র্তে আসেন!

কৈটভ। বল্ পাপাত্মা! তোর কন্যা কোথায়? তোর কন্যা কোথায় বল্? নতুবা এই দারুণ পীড়নে তোকে সংসার ত্যাগ ক'র্তে হবে! তোরে, বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, কেহই রক্ষা ক'র্তে পার্বে না। (পীড়ন)।

মধু। বল্ দুরাচার! নতুবা এই গদাই তোর জীবনের শেষ সহচর হবে। বল্ পাপিষ্ঠ! (পীড়ন)।

কর্দ্দম। জীবনের মমতা রাখি নাই! জীবনের পরিণাম একদিন মৃত্যু! সুতরাং সে জীবনের মমতা কি? কিন্তু পাছে সত্য ভঙ্গ হয়, এই ভয়! আমি যে মুখে কন্যাকে তোমাদিগে সম্প্রদান ক'র্ব ব'লেচি, সেই সত্য-বাক্য রক্ষা হ'লেই, মৃত্যুতে পরম শান্তি অনুভব ক'র্ব! জগতের জীব যেন আমাকে উপলক্ষ ক'রে, এই অনন্ত-ধামে সত্যের জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। আমিই যেন সত্যের দাস হ'য়ে,সত্যের প্রতিভা—সত্যের মহিমা বর্দ্ধন ক'র্তে পারি। মহাশয়! আমার বিলম্বের অন্য কোন কারণ নাই, আমার কন্যা এই বিবাহ-উপলক্ষে শিব-পূজার জন্য অদূরশিবমন্দিরে গমন ক'রেচে। এখনই প্রত্যাবৃত্ত হবে; ক্ষণেক অপেক্ষা করুন। ক্ষণেক অপেক্ষা ক'রে, আমার কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক আমাকে সত্য-পাশ হ'তে মুক্ত করুন।

কৈটভ। এখনও অপেক্ষা! আর্য্য! এ দুরাত্মা মনে ক'রেচে কি? আরে অল্পবুদ্ধি মানব! এখনও তুই আমাদের সম্মুখে বাক্য-নিঃসরণ ক'র্চিস্? এখনও অপেক্ষা! পাপাশয়!

তোর কৃতকার্য্যের এই প্রায়শ্চিত্ত! (অসিতে বক্ষ বিদ্ধকরণ)।

কর্দ্দম। নারায়ণ!—প্রাণ—যায়—প্রাণনাথ! আমার সত্য ভঙ্গ হয়। রক্ষা করুন—

গীত

যাই হরি হে দাও দরশন।
এ নিদানকালে, তুমি কোথায় পীতবসন॥
আর হ'লোনা হ'লোনা সখা সে সত্য পালন,
সত্য-ভঙ্গ মহাপাপে ডুবিল জীবন,
(ফুরিয়ে গেল, খেলা ফুরিয়ে গেল,
তোমার ও আমার খেলা, ফুরিয়ে গেল,
লয়ে চল, খেলা ফুরিয়ে গেল)
হরি সকল খেলা হে তোমারি, ভাল খেলিতে জান হে মুরারি,
নাথ এসেচি খেলাতে, যেতেচি খেলাতে,
ধন্য খেলা বলিহারি ;—
আবার নূতন খেলা কি খেলিবে,
খেলার রবি ঐ ডুবিল, ভাল ভাল ভাল হ'ল॥

মধু। কৈটভ! পাপিষ্ঠকে ঐ অবস্থায় কোথায় শিবমন্দির আছে, তথায় ল'য়ে চল।

কৈটভ। চল্ পাপিষ্ঠ! কোথায় তোর কন্যা আছে, সেই স্থানে যাবি চল্।

কর্দ্দম। উঃ—আর না, আর সহ্য হয় না! হৃদয়ের সঞ্জীবনী-শক্তি কণ্ঠৌষ্ঠ ভেদ ক'র্‌চে। নারায়ণ! রক্ষা করুন। আমার সত্য-রক্ষার পর যেন প্রাণ বহির্গত হয়। চলুন চলুন, কৃত-

পদ-বিক্ষেপে চলুন। ঐ অদূরেই শিবমন্দির। ঐখানেই আমার কন্যা আছে। উঃ প্রাণ যায়—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবমন্দির।

খ্যাতির প্রবেশ।

খ্যাতি। (স্তব)

জয় শিব মহেশ্বর, শূলী শম্ভু বিশ্বেশ্বর
দিক্‌বাস দিগম্বর প্রমথেশ।
জয় হর হর হর, দীনার দুর্গতি হর,
পশুপতি ত্রিপুরারি ত্রিপুরেশ॥

বাবা শম্ভু মহেশ! বাবা শূলপাণি ভোলা! সতীর সতীত্ব রক্ষা কর। বাবা, আমি তোমার অনাথিনী কন্যা। আমার পূজা লও বাবা!

(পূজা ও প্রণাম)।

উন্মাদিনীভাবে পরশু হস্তে কর্দ্দম-পত্নীর প্রবেশ।

কর্দ্দম-পত্নী। হিঃ হিঃ হিঃ! দর্শক! কোটী কোটী হীরা, চুনী, পান্না মুক্তা স্বর্ণ একস্থানে একত্র কর, আর এক স্থানে পর্ণ-কুটীর-বাসিনী ভিখারিণী রমণীর সতীত্বের ক্ষুদ্র-কণা স্থাপন

কর; কার উজ্জ্বল প্রভায় পৃথিবী আলোকিত হয় দেখ, তোমরাই দেখ! ক্ষুদ্র নর—হিঃ হিঃ! তোমার ব্যবহারে—আমারই মত, আমারই মত জগতের স্ত্রীলোকমাত্রই হাস্‌চে। খ্যাতি! পোড়ারমুখি! না—না লক্ষ্মীমেয়ে আমার—তুই হাস্‌চিস্ না কেন মা! হিঃ হিঃ—

খ্যাতি। মা, মা—তুই এমন ক'র্‌চিস্ কেন মা! আমার যে বড় ভয় পাচ্চে মা!

কর্দ্দম-পত্নী। মহাসতি! ভয় কি রে! হিঃ হিঃ— চণ্ডালিনীর মত ভয় কি রে! সতীমার সতী-কন্যা তুই, তোর আজ জগতে অতুল কীর্ত্তি থাক্‌বে, তোর আবার ভয় কি রে? হিঃ হিঃ— দূর্ পাগ্‌লি!

খ্যাতি। কেন মা, তুমি এ মূর্ত্তিতে! রণরঙ্গিণী ভৈরবীর ন্যায় ভীমা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে!

কর্দ্দম-পত্নী। হিঃ হিঃ—মর্ মর্ কালামুখি! এ মূর্ত্তি তোর ভয়ের? সতি! এই যে তোর জীবনের শান্তিময়ী মূর্ত্তি! হিঃ হিঃ—

খ্যাতি। আমার আবার শান্তি কোথায় মা।

কর্দ্দম-পত্নী। আমার কাছে, আমার কোলে! মা আমি, আমি কি তোর্ বিপদ্ দেখ্‌তে পারি মা! পাগ্‌লি! তবে সংসারে মা আর মেয়ে ব'লেচে কেন? আমি যে তোর্ সেই মা। মা! হিঃ হিঃ—

খ্যাতি।* মা, মা! তুই আমার সেই সন্তান-বৎসলা মা? মা! জননি! তবে তোর হৃদয়ের ভাব এতক্ষণে বুঝেচি। সতী মা! বুঝেচি মা—খ্যাতি আর সংসারে কলঙ্কিনী হবে না।

বুঝেচি মা, খ্যাতি কলঙ্কিনী হবার পূর্ব্বেই তোর ঐ রক্ত-পিপাসু পরশু—খ্যাতিকে আর সংসারে রাখ্‌বে না। সতী খ্যাতি, সংসারে অতুল কীর্ত্তি রেখে, সতী-মার মেয়ে খ্যাতি, সতী-আলয় মহাস্বর্গে মহাপ্রস্থান ক'র্‌বে।

কর্দ্দম-পত্নী হিঃ হিঃ হিঃ—এই যে বুঝেচিস্! বুঝ্‌বি বৈকি মা! তুই যে আমার সতীমেয়ে! পাগ্‌লি রে! তুই বুঝ্‌বি বৈকি! তোকে যে আমি দশমাস দশদিন পেটে ধ'রেচি! বুঝ্‌বি বৈ কি মা! তোকে যে আমি এতটুকু থেকে এত বড ক'রেচি! বুঝ্‌বি বৈ কি মা! তোকে যে, আমি উপবাসিনী থেকেও তোর আহার যুগিয়েচি। বুঝ্‌বি বৈ কি মা! তুই যে প্রজাপতির ঔরসের কন্যা। পাগ্‌লি মেয়ে আমার—তবে তোর মুখখানি এত মলিন কেন মা! হাস্ না মা! শরতের চাঁদের হাসির মত, সাদা সাদা ফুলের হাসির মত, গঙ্গার নির্ম্মল বারিরাশির মত, আর একবার হাস্ না মা! তোর মায়ের বুকের আঙ্গরা নিবিয়ে দে না মা! হিঃ হিঃ হিঃ—পাগ্‌লি মেয়ে! হাস্ না মা!

খ্যাতি। মা, মা, তুই কি পোড়ারমুখীর তরে পাগলিনী হ'লি?

কর্দ্দম-পত্নী। মর্ বেটি, পাগলিনী কি রে? আমায় সতী-মা যে পাঠিয়ে দিলে! এই পরশু হাতে দিয়ে ব'ল্‌লে—হারামজাদি বেটী দেবাহুতি! এখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে, কন্যার স্নেহে অন্ধ হ'য়ে ব'সে আছিস্? তুই কি আমার মহিমালোক একবারে নিবিয়ে দিবি? আমি ব'ললাম সে কি মা! আমি যে তোর্ মেয়ে! অমনি মায়ের আনন্দ-কোল দুলে উঠ্‌ল! মায়ের অট্ট-হাসিতে দশদিক্ হাস্‌তে লাগ্‌লো! দশভুজা

আমার, দশভুজ দিয়ে আমায় স্নেহের চুম্বন ক'রে কোলে নিলেন। আমি মার কোলে উঠে,—মা মা ক'রে সেখান হ'তে ছুটে আস্‌চি! হিঃ হিঃ—পাগ্‌লি বেটী আবার আমায় বলে কিনা, আমি পাগলিনী হ'য়েচি।

খ্যাতি। (স্বগতঃ) সত্যই মা, হতভাগিনী খ্যাতির সতীত্ব ভাবনায় আজ পাগলিনী।

কৰ্দ্দম-পত্নী। হিঃ হিঃ। খ্যাতি—খ্যাতি!

খ্যাতি। ওকি মা, ওকি মা! তোর্ চক্ষু দিয়ে যে অনলের ধারা বেরুচ্চে।

কৰ্দ্দম-পত্নী। খ্যাতি! প্রস্তুত হ। আর তোর জগৎ আলো করা রূপ দেখ্‌তে পারি না! আর তোর যৌবন-সৌন্দর্য্য সহ্য হয় না। দেখ্‌তে গেলে যে পাষাণ বুক্ ভেঙ্গে যায় মা! মাতৃ-ঘাতিনি! পাষাণি! চণ্ডালিনি! প্রস্তুত হ। এখনও ব'ল্‌চি প্রস্তুত হ। আর সময় নাই, প্রস্তুত হ।

(পরশু উত্তোলন)।

খ্যাতি। (ধারণপূৰ্ব্বক) মা, ক্ষণেক ক্ষান্ত হ। আমি প্রস্তুত হ'য়েই আছি মা! তবে পিতার বাক্য আমায় পালন ক'র্‌তে দে। মা! তুই যে আমার সতী মা! তবে তোর স্বামীবাক্য রক্ষা কর্ মা! অগ্রে আমার বিবাহ হ'ক্, পিতা আমার সত্য-পাশ হ'তে মুক্ত হ'ন্। তারপর—তারপর সতী-মা তুই, সতীকন্যাকে ভালবাসা দেখাস্। মা, তোর ঐ ভালবাসার বিনিময় হয় না! মা গো! তুই যথার্থ ই সতী! তাই সতীর সম্মান-রক্ষার জন্য আজ অপূৰ্ব্ব কন্যার স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়ে, রাক্ষসীর মত হ'তেও তোর্ হৃদয় বিন্দুমাত্র কাতর হ'ল না।

কর্দ্দম-পত্নী। হিঃ হিঃ—খ্যাতি আমার বুঝেচে। বুঝ্‌বে বৈকি! আমার যে মেয়ে গো! সত্যই মা! স্বামী-বাক্য রক্ষা অগ্রে করি! তা না হ’লে যে, সতীর মান সংসারে থাক্‌বে না! তবে এখন আসি মা. তুই সতী-মার ধ্যান কর্। বাবা শিব-শম্ভুকে ডাক্। বাবা মহেশ! আমার খ্যাতি রৈল দেখো! তোমার হাতে ত্রিশূল রৈল, আর আমার খ্যাতি রৈল দেখো! আমি একবার সতী-মাকে পূজা ক’রে আসি। হিঃ, হিঃ—পাগ্‌লি বেটী আমার, খ্যাতির জন্য ভাবুচে! একবার ছুটে গিয়ে ব’লে আসি যে, মা, আমার সতী খ্যাতি কলঙ্কিনী নয়। খ্যাতি আমার ভারতে অতুল-কীর্ত্তি রাখ্‌তে প্রস্তুত হ’য়ে আছে! মা দক্ষনন্দিনি দাক্ষায়ণি গো! আমার খ্যাতি প্রকৃতই তোর মেয়ের মেয়ে কি না দেখ্? হিঃ, হিঃ—আমি আস্‌চি; আমি এলেম ব’লে মা!

[বেগে প্রস্থান।

খ্যাতি। পোড়া রূপ! তুমি আর কেন? তোমার সাধ মিটে গেছে! পোড়া যৌবন! তুমিই খ্যাতির কালস্বরূপ! তুমি যদি আমার শরীরে প্রবেশ না ক’র্‌তে, তাহ’লে খ্যাতিকে আজ অকালে সংসার ছেড়ে যেতে হ’ত না! আশার কুসুম আজ অসময়ে শুষ্ক হ’ত না! বাবা শম্ভু-মহেশ! বাবা ভোলানাথ! আজ শেষ-জীবনের শেষ-পূজা ক’র্‌বার জন্য, তোমার মন্দিরে এসেচি বাবা! এইখানেই খ্যাতির জীবনের সকল খেলারই আজ অভিনয় হবে বাবা! তুমিই দেখ। এ নির্জ্জন বনে খ্যাতির চরিত্র তুমি ভিন্ন আর কেউ জান্‌বে না! সাধ ক’রে আজ অমূল্য

জীবন বিসর্জ্জন দোব। আত্মহত্যা পাপ জেনেও, রমণীর এক সারধন রক্ষার জন্য সে মহাপাপেও আজ খ্যাতির ভয় নাই। কিন্তু—কিন্তু কি রে খ্যাতি! খ্যাতি পোড়ামুখি—আরও আশা? আরও ভরসা? তোর যে সকল আশাভরসা পিতৃদেবের সত্যের সঙ্গে আকাশ-কুসুমে পরিণত হ'য়েচে!—তবু আশা—আশা রে! তোকে বলিহারি যাই। ভৃগু—খ্যাতি—ক'র্‌লি কি? আজ জীবন-বিজয়ার বিসর্জ্জন দিনে, তবু হৃদয়ের ষষ্ঠীর উদ্বোধনে প্রাণ মাতালি। কলঙ্কিনি! হৃদয়ের অভীষ্ট দেবতায় গোপনে রাখ্‌তে পার্‌লি না? সঙ্গোপনে সে প্রেমমূর্ত্তি, সে মঙ্গলময়-মূর্ত্তিকে ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে, জীবনখেলা সাঙ্গ ক'র্‌বি ব'লেছিলি না? পাগলিনি! প্রেমে এত পাগল হ'লি? পরমদেব! স্বামিন্! জীবন-আনন্দ! অভাগিনী এ জীবনে অনেক আশার লতা হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ ক'রেছিল। সব গেছে, সব গেছে, একে একে সব গেছে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে সব গেছে! সাধ ক'রে কি মা পাগলিনী রে? সাধ ক'রে কি আর হৃদয়ের তেজ হারিয়ে, সামান্যা রমণীর মত আমিও আজ কাঁদ্‌চি? আমার খেলার ঘর ভেঙে গেছে। বাবা হরশূলপাণি! বাবা ভোলা দিগম্বর! তোমার পাগ্‌লি মেয়ের খেলার ঘর ভেঙ্গে গেছে বাবা! আমার মনে মনে মনের সাজান বাগান শ্মশান হ'য়েচে বাবা!

গীত।

সাধের সাধে কে বিষাদে প্রমাদ্‌ ঘটালে হায়।
তরু অঙ্কুরিল, শুকাল, সে কখন এল, কখন গেল, দেখিতে না পেনু তায়॥

খেল্‌ব ব'লে প্রাণের খেলা, যতনে হিয়ার পর,
না খেলিতে কোন খেলা ভাঙ্গিল খেলার ঘর,
(খেলা অমনি গেল, সে প্রেমখেলা ফুলখেলা)
খেল্‌ব ব'লে মনের মতন এনেছিনু একজন,
জীবন-সর্ব্বস্বধন প্রিয়-দরশন,
(সে পালিয়ে গেল, ভাঙ্গা ঘর দেখে, ভাঙ্গা প্রাণ দেখে)
আমি আসন দিতে নাহি দিতে, ছুটে পালাল কোথায় ॥

সব যাক্,—আশা—ভরসা সব যাক্ ; কিন্তু একটী যেন থাকে। সব যাক্, তোমার পাগ্‌লি অবোধিনী মেয়ের একটী যেন থাকে। তুমি সতী-পতি ; তুমি সতীর আদর জান বাবা! সতীবালাকে তুমিই রক্ষা কর।

পাগল ভোলা রে—আমি তোর পাগ্‌লি মেয়ে—
পাগল ভোলা—হাড়ের মালা তোমার গলায় ভাল,
ব্যোম, ব্যোম, ব্যোম, শম্ভুমহেশ
আমার মালা কোথায় গেল।

সরস্বতী মা এলো, আমায় ব'ল্‌লে, তুই আমার বৌ হ'বি! আমার প্রাণের ভৃগু তোর স্বামী হবে। আমি কলঙ্কিনী—না বুঝে শুঝে, তাঁকে মনে মনে আত্মদান ক'র্‌লাম, জীবন-দান ক'র্‌লাম, যৌবন দান ক'র্‌লাম। আমার হৃদয়ের খেলা-ঘর ছেড়ে দিলাম। হায়! তবে কোথা—গেল গো! আমার সাধের খেলাঘর কোথায় চুর্‌মার হ'য়ে গেল গো! প্রাণেশ্বরের জন্য মঞ্জিষ্ঠকে পাঠালাম, সেও কোথায় গেল গো! বাবা মহেশ! আমার আশার শেষ হ'য়েছে, খেলার শেষ হ'য়েছে, জীবনের শেষ হ'য়েছে। তবে

শেষের উপায় ক'রো! ভাই! মঞ্জিষ্ঠ! আমার বিপদের বন্ধু! এখনও তুমি এলে না? ভাই, জীবনের শেষে— তোমার মুখে প্রাণেশ্বরের সংবাদ শুনে, ম'র্‌তে পার্‌লেও অনেক সুখিনী হ'তাম। ঐ কার পদশব্দ! খ্যাতির সর্ব্বনাশ যেন ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্দির-মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌চে।

(নেপথ্যে)

মঞ্জিষ্ঠ। খ্যাতি! দিদি আমার! ঐ তোমার জীবনের বন্ধু ভৃগু, মন্দির-মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌চেন। সাদরসম্ভাষণে আতিথ্য-সৎকার কর।

খ্যাতি। এমন দিন হবে! সে সুখের দিন কি ভিখারিণীর অদৃষ্টে আছে?

ভৃগুর প্রবেশ।

গীত।

ভৃগু। কে রে বালিকে কুসুমকলিকে,
কি বলিয়ে তোরে ভালবাসিতে পারি।
দূর গগনে, উদাস-পরাণে, তোরি যেন ভালবাসা নেহারি॥
তুমি রে বালিকে স্বপনেরি খেলা,
খ্যাতি। কে তুমি হে অকূলপাথারে কূলের ভেলা,
ভৃগু। তুমি রে আমার,
খ্যাতি। আমি হে তোমার,
ভৃগু। কেন বাঁধাবাঁধি, কেন এত সাধাসাধি,
খ্যাতি। কোন্ জগতের কোথায় এসে, পেলাম হেন নিধি,
ভৃগু। বিধি দিল যদি নিধি, তবে আয় লো, উভে উভ হৃদি ধ'রি॥

কর্দ্দম-পত্নীর পুনঃপ্রবেশ।

কর্দ্দম-পত্নী। হিঃ হিঃ হিঃ—আমরি মরি রে—শ্বেত ধবলাচলে দুটী গন্ধরাজ যেন একবৃন্তে মৃদুল মলয়ানিলে দুল্‌চে! এক রূপ, এক অঙ্গভঙ্গি,এক সৌন্দর্য্য,—দুটী যেন এক হ'য়ে শিব মন্দির আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! বাবা শম্ভু শূলপাণি! এ কি দেখালে বাবা! আমার খ্যাতিকে কি তবে তার বিশ্বারাধ্য ধন অভীষ্ট পুরুষ মিলিয়েচ! হাঃ হাঃ—বেশ, বেশ সুন্দর! কেমন দেখিয়েচে বল, মধুরে মধুরে কেমন মিলন হ'য়েচে বল? মণিমুক্তায় কেমন মিশেচে বল? শ্বেতপদ্মে শ্বেতপদ্মে—কেমন খেলা খেল্‌চে বল? হাঃ হাঃ হাঃ—মঞ্জিষ্ঠ! বাবা আমার, তোকে কি দিয়ে আজ আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব? আমার কেশের সংখ্যার চেয়েও তোর অধিক পরমায়ু হ'ক্। আমার খ্যাতিকে আজ শেষজীবনে সুখিনী দেখে, আমার আজ আর আনন্দ ধ'র্‌চে না। পূতজলা জাহ্নবী-মার বুকের তরঙ্গের চেয়েও আমার আহ্লাদের তরঙ্গ আমার হৃদয়-সমুদ্রকে আজ তোলপাড় ক'র্‌চে! বাবা ভোলানাথ! আমার মনের আশা মিটিয়েচ। এ দুটি অলোক-সুন্দর ফুল তোমারই বাবা! তাই আজ, এ দুটী সৃষ্টি-সুন্দর পুষ্পে তোমার রাঙা-পাদপদ্ম দুটী পূজা ক'র্‌ব। আনন্দের অশ্রুতে তোমার পা ধুইয়ে দোব। বাবা শম্ভু শিব! বাবা হর মহেশ্বর! বাবা বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর! হাঃ হাঃ হাঃ -এই যে এত গাছে ফুল! ফুল তুলি আর ছড়িয়ে দি! যা ফুল,চ'লে যা! তোর মত আমার ফুল কি না দেখে আয়! যা ফুল চ'লে যা, উড়ে যা,—

বাবার পায়ে যা। আমার ফুলের গায়ে যা,—যা, যা, আমার ফুল দুটীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আয়। ওরে, আমার যে অনেক দুঃখের ফুল। ওরে, রক্ত দিয়ে এ ফুল যে ফুটিয়েচি। বেঁচে থাক্,বেঁচে থাক্। মা খ্যাতি আমার! বাবা রে! তোরা অনন্তকাল বেঁচে থাক্। আমি এমনি ক'রে যেন তাপের সংসারে তোদের ছায়ায় শীতল থাকি। হাঃ হাঃ হাঃ —কেমন দুটি ফুল! মন্দির আলো ক'রেচে। দেবাহুতির জন্ম সার্থক হ'য়েচে! বনদেবি! বরণ-ডালা নিয়ে আয়। আমার জামাই বরণ কর্। ঘরে তোল! উলু দে। দুরাচার মধুকৈটভ! আয় আয়—আর তোদিগে ভয় নাই। এই পরশু তোদের জন্যই রৈল। হাঃ হাঃ, ওমা—আমার জামাই যে গো! পালাই মা—পালাই! আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, তোরা আমার অমর হ রে, তোরা আমার অমর হ! (পুষ্পনিক্ষেপ)।

[প্রস্থান।

ভৃগু। দেবি! তোমার এই স্নেহকর্ত্রী পাগলিনী রমণী কে?

খ্যাতি। দেব! এই অভাগিনীর গর্ভধারিণী।

ভৃগু। ইনি কি উন্মাদিনী?

খ্যাতি। দেব! এই পোড়া কপালিনীর জন্য মা আমার উন্মাদিনী। আমার ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই দেবীপ্রতিমা মা আমার এই অবস্থাপন্না হ'য়েচেন। হা হতভাগিনি! (রোদন)।

ভৃগু। চারুমতি! রোদন ক'রো না, সকলিই নিয়তির নীতি।

খ্যাতি। এ অভাগিনী খ্যাতির এ প্রবোধ-বাক্য ভিন্ন আর কি আছে দেব!

ভৃগু। পাগলিনি! কি ক'র্‌বে? সংসারের পদ্ধতিই এই। সুখ-দুঃখ ল'য়েই সংসার। তুমি মহামতি মহর্ষি প্রজাপতির কন্যা—তোমায় আমি কি বুঝাব দেবি!

খ্যাতি। আর বোঝাবার সময় বা কোথায় দেব! এ আনন্দের বাসর এখনি ত প্রভাত হবে;—এখনি দুর্ব্বৃত্ত মধুকৈটভের ভীমমূর্ত্তি, এ আনন্দের গৃহ ভীতিময় ক'রে তুল্‌বে। সকল আশার ডোর এখনি ত ছিঁড়ে যাবে। আর বুঝেই বা কি ক'র্‌ব নাথ! তবে জীবনধন! আজ জীবনের সকল আশা আমার মিটেচে। খ্যাতি আজ রাজরাণী হ'তেও সুখিনী! আজ আমার মনে কোন দুঃখ নাই। তোমায় পেয়েচি—

ভৃগু। খ্যাতি! হৃদয়ের ফুল্ল-কুসুমা খ্যাতি! বল কি? আমি তোমায় আজ রক্ষা কর্‌বার জন্যই ত এসেচি। ভৃগুর জীবন আর তোমার জীবন আজ হ'তে একই। তবে কেন রে বালিকে! ভয় ক'র্‌চ? চল, এখনিই চল, তোমায় ল'য়ে এই পাপ-আশ্রম হ'তে বহির্গত হই।

খ্যাতি। তা যে হবার উপায় নাই নাথ! পিতা যে সত্যপাশে বন্দী। তা না হ'লে খ্যাতি এতক্ষণ এ পাপ-আশ্রমে কিছুতেই থাক্‌ত না।

ভৃগু। প্রজাপতি কর্দ্দম সত্যপাশে বন্দী! হাঁ, স্মরণ হ'য়েচে। তবে উপায়? খ্যাতি! তবে কি তুমি দরিদ্র ভৃগুকে আশার ছলনায় দারুণ যন্ত্রণা দিবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রেছিলে? উঃ! আমি অন্ধ, কেন জলভ্রমে মরীচিকায় ধাবিত হ'লাম!

খ্যাতি। কেন নাথ! আপনি কি আমায় পাপিনী স্থির ক'রেচেন? না নাথ! আমি আপনাকে আশার ছলনায় আনি

নাই। একবার হৃদয়ের দেবতাকে জন্মের মত দেখ্‌ব ব'লে—

(রোদন)।

ভৃগু। এখন উপায় কি খ্যাতি!

খ্যাতি। কেন নাথ! সতীর উপায় মহাসতী। পিতৃ-সত্য পালন ক'রে, তোমায় সম্মুখে রেখে, ইহ-জীবন ত্যাগ ক'রে, নারী-জীবন সার্থক ক'র্‌ব। তা হ'লে কি হবে না?

ভৃগু। খ্যাতি রে! তোমার ঐ ক্ষীণ হাসির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ বিষাদের ছায়া আমার হৃদয়-দর্পণকে যে, একবারে আচ্ছন্ন ক'র্‌লে! খ্যাতি! জানি না, ভগবানের কি ইচ্ছা, তাঁর কি লীলা! তোমার জন্য আমার হৃদয় এত কাতর হ'চ্চে কেন? খ্যাতি! তোমাময় যে বিরাট-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন ক'র্‌চি। তরু, লতা, গুল্ম, প্রত্যেকেতে যে তোমার অনন্ত লাবণ্য, অনন্ত সৌন্দর্য্যের ধারা প্রবাহিত হ'চ্চে। তোমার মধুর কণ্ঠস্বর, আরও মধুর!—

খ্যাতি। এই ভালবাসা খ্যাতির আরও মধুর নাথ! জগতের যাবতীয় সুখকে একত্র করুন, সতীর পক্ষে পতির এই অকৃত্রিম ভালবাসা-সুখ অধিক মূল্যবান্। খ্যাতি আর মর্ত্ত্যের নয়,—স্বর্গের। খ্যাতির জীবন নশ্বর নয়,—অনশ্বর। খ্যাতি মানবী নয়—দেবী।

ভৃগু। যথার্থই দেবী। কিন্তু দেবি! সেই পতিভক্তির কি এই পরিণাম? আমার দেবি! আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব! কোথায় যাবে? যদি যাবে, তবে নরাধমকে ভালবেসে গেলে কেন? না দেবি! তা হবে না। এ ভালবাসা ক্ষণেকের হবে না, এ ভালবাসা অনাদি অনন্তকালের।

খ্যাতি। আরও সুখ, আরও সুখ। নারীজীবনের অনন্ত সুখ। আমি ম'র্‌ব, তুমি কাঁদবে—তোমার সে অশ্রু পুষ্প হ'য়ে—আমার স্বর্গদ্বার আবৃত ক'রে থাক্‌বে।

ভৃগু। উঃ, রমণী কি পাষাণী!

খ্যাতি। রমণী পাষাণী নয় নাথ! রমণী ভালবাসা-ময়ী। স্বামীর ভালবাসাই রমণীর ভালবাসা।

ভৃগু। খ্যাতি! তুমি কি আমায় রাক্ষস না অচল পাষাণ স্থির ক'রেচ! শোন খ্যাতি! তোমার জন্য ভৃগু আজ আত্মদান ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়ে রইল!

খ্যাতি। কেন নাথ! ছার স্ত্রীলোকের জন্য তুমি তোমার আত্মদান ক'র্‌তে যাবে কেন? তোমার অমূল্য জীবনে জগতে যে অনেক উপকার সাধন ক'র্‌তে পার্‌বে!

ভৃগু। খ্যাতি! তা বুঝ্‌লেম, কিন্তু তোমার মত আর দেবী-মূর্ত্তিকে ত পাব না। (রোদন)।

খ্যাতি। নাথ! পিতৃ-সত্য।

ভৃগু। তাই ভৃগু নীরব! হা সামর্থ্য! তুমি পাপীর শরীরে কেন? ভগবন্! এ তোমার কোন্ বিচার?

খ্যাতি। তবে নীরব হ'ন্ নাথ! একবার তোমায় হৃদয়-ভ'রে দেখি। একবার তোমায় পূজা করি। পূজার শেষে একটী বর প্রার্থনা আছে, যদি খ্যাতিকে ক্ষণেকের জন্যও ঐ দেব-হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকেন, তা হ'লে খ্যাতির শেষ-জীবনের শেষ বর পূর্ণ ক'র্‌তে কখনও অস্বীকৃত হবেন না। দয়াময়! কাতরা কিঙ্করীর প্রতি সদয় হ'ন্।

গীত।

এ কাতরা কিঙ্করীপ্রতি যদি হও সদয় ।
তবে হে নাথ জীবন-ব্রত সাধিবার কালে,
দাসী ব'লে হ'য়ো হে উদয় ॥
তুমি হে মম জীবন, তুমি হে মম নিদান,
হৃদয় সর্ব্বস্বধন অমৃত-আলয় ॥
তুমি হে মম বিধাতা, গতি-মুক্তি-মোক্ষদাতা,
তুমি হে পতিতপাতা পরম-আশ্রয় ॥

ভৃগু। বর ? প্রাণ দোব। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি,—হৃদয়ের মধ্যে কোন মহাপুরুষ যেন প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে ব'ল্‌চেন, তাই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি,—খ্যাতি! আমার জীবন থাক্‌তে, কেউ তোমার কেশ স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না। প্রতিজ্ঞা কর্‌চি,—আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে দুরাত্মা মধুকৈটভ কখনই তোমায় বলপূর্ব্বক ল'য়ে যেতে পার্‌বে না। ধর্ম্ম, তুমি সাক্ষী থাক, যদি আমার বর্ত্তমানে আমার খ্যাতির কেহ অসম্মান করে, তাহ'লে যেন আমার অনন্ত নরকে গতি হয়। আমার সঞ্জীবনী-শক্তি, তুমিও সাক্ষী থাক, আমি বর্ত্তমানে যদি আমার খ্যাতির কেহ মান-হানি করে, তাহ'লে যেন তৎক্ষণাৎ আমার ধ্বংস হয়। খ্যাতি—

খ্যাতি। আর কেন নাথ! তবে পূজা করি। নাথ! হৃদয়-কাননের অপূর্ব্ব-কুসুম! কোন্ মন্ত্রে আপনার পূজা ক'র্‌ব? অবোধিনী আমি, আমায় পদধূলি দিন্; এই পদধূলিই সতীর শেষসম্বল। (পদধূলিগ্রহণ)। ও কি! কে আর্ত্তনাদ করে নাথ! শুনুন, ও কার আর্ত্তনাদ—

কর্দ্দমকে ধারণপূর্ব্বক মধু ও কটভের প্রবেশ।

কর্দ্দম। ঐ শিবমন্দির। ঐখানে আমার কন্যা আছে। উঃ! প্রাণ যায় রে! ছেড়ে দে, আর কেন বৃথা কষ্ট দিস্ রে! মা খ্যাতি! পিতৃ-সত্য পালন ক'রে, তোর পিতার মৃত্যু-কালীন্ স্বর্গের দ্বার পরিষ্কার কর্।

খ্যাতি। হায় হায়! এ যে পিতার কাতর চীৎকার!

কৈটভ। কৈ তোর কন্যা? এখনও আমাদের এসে বরমালা প্রদান ক'র্‌চে না? দুরাত্মা! জানিস্ নাই যে, কাদের নিকট সত্য ক'রেছিলি?

মধু। কৈটভ! দুরাত্মাকে ঐ অবস্থায় রেখে, পাপিষ্ঠের বাক্য সত্য কি মিথ্যা, আমিই স্থির ক'রে দিচ্চি। (মন্দিরদর্শন) হাঁ হাঁ, আছে! কিন্তু কৈটভ, আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌চি না! দুর্ব্বৃত্তের কন্যা এক যুবকের সহিত একত্রে বিহার ক'র্‌চে! উঃ, মানব কি প্রতারক!

কৈটভ। আর্য্য! কৈটভের বাক্যের এক একটী বর্ণ সত্য কি মিথ্যা দেখুন! আর না, আর দুরাশয়কে ক্ষমা না। পাপাত্মা আমাদের দুই ভ্রাতাকে বঞ্চিত ক'র্‌বে ব'লে, এই কৌশল-জাল অবলম্বন ক'রেছিল। এখন কর্ম্মদোষে স্বভাব-বশে সেই প্রতারণা-ভাণ্ডারের বিরাট দ্বার উন্মুক্ত হ'য়েচে। সত্যের মহিমা এই স্থানেই কতক বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়। কি আশ্চর্য্য! পাপাশয়, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ব'লে যে আত্মশ্লাঘা ক'র্‌ত, এই কি তার স্বরূপ পরিচয়! আর না, আর ক্ষমা নয়। আরে

রে নীচদর্শিন্ বিশ্বাস-ঘাতক! আজ স্বকৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর্। (ভীষণভাবে অসি-বিদ্ধ-করণ)।

কর্দ্দম। যাই, যাই, মা খ্যাতি! কোথায় তুই? এখনও প্রাণ আছে মা! এই সময় পিতৃসত্য পালন কর্ মা! উঃ যাই রে—হা ধর্ম্ম—কোন্ পাপে আজ সত্যভঙ্গ-জনিত অনন্ত পাপ সঞ্চয় ক'রে, কর্ম্মভূমি হ'তে চ'ল্‌লাম। মা খ্যাতি! শীঘ্র আয় মা! এসে পিতার সদ্গতি কর্। ওরে পাপাচারগণ! ক্ষণেক ক্ষান্ত হ। ওরে, এ প্রজাপতির হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শঠতা নাই। বিনা অপরাধে প্রাণহত্যা ক'রিস্ কর, কিন্তু আমার সত্য প্রতিপালন ক'র্‌তে দে। উঃ যাই—রে - মা খ্যাতি—

খ্যাতি। প্রাণেশ্বর! বিদায় দিন্! আর পিতার কাতর-রোদন শুন্‌তে পারি না। বাবা—বাবা! কোথায় তুমি? এই যাচ্চি। এই তোমার সত্য প্রতিপালন ক'র্‌চি। কৈ, কৈ রাক্ষস—অ্যাঁ—অ্যাঁ—বাবা! তুমি এরূপে আজ প্রাণ-পরিত্যাগ ক'র্‌চ? ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ, রাক্ষস! আমি পিতার সত্যপালন ক'র্‌চি। বাবা, বাবা—একবার কথা কও, তোমার সত্যপালনের জন্য তোমার অবাধ্যা কন্যা কলঙ্কিনী সাজ্‌তে এসেচে দেখ। ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী হও। আমি পিতৃসত্যপালনের জন্য হৃদয়ের কথা অন্য হ'লেও, কলঙ্কিনী হ'চ্চি।

কর্দ্দম। মা খ্যাতি! আজ অকাল-মৃত্যুতেও আমি সুখী। পাপাত্মা রাক্ষস! প্রজাপতি কর্দ্দম মিথ্যাবাদী নয়। তোদের অন্যায় অবিচারেও কর্দ্দম আজ সত্য প্রতিপালন ক'রে, অক্ষয় স্বর্গধামে চ'ল্‌ল। মা খ্যাতি! তোর পিতার অন্তিম-জীবনের শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর্, তোর মনোভিলাষ পূর্ণ

হ'ক্। আশীর্ব্বাদ করি, তোর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ প্রভায় এই জগতের ইতিবৃত্তের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রত্যেক পংক্তিতে যেন জ্বলন্ত বিদ্যুতাক্ষরে লিখিত থাকে! যাই মা—নারায়ণ—নারায়ণ—যাই—নারায়ণ—(মৃত্যু)।

খ্যাতি। বাবা, বাবা, কোথায় চ'ল্‌লে? অনাথিনী কন্যাকে কোথায় কার নিকট রেখে কোথায় চ'ল্‌লে! বাবা—বাবা—(মূর্চ্ছা)।

কৈটভ। আর্য্য! দেখুন, দেখুন! সুন্দরী, ত্রিলোক-দুর্লভ সুন্দরীই বটে! আমরি মরি! রূপে যেন মন্দির আলো ক'রেচে! শোন প্রিয়ে! আর রোদন ক'রে ফল কি? এখন চল, মধুকৈটভের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে, পরমসুখে বিহার ক'র্‌বে। সুন্দরি—

খ্যাতি। ওরে নির্দ্দয়! পিতৃবিহীনা দুঃখিনীর প্রতি কি তোদের দয়া হয় না? দুরাচার! সতী-অঙ্গ স্পর্শ ক'রিস্ না।

মধু। হাঃ হাঃ! কৈটভ! এ মানবী বলে কি? সুন্দরি! তোমার সতীত্ব ত আমি সম্পূর্ণই দেখেচি।

কৈটভ। তবে কেন চাঁদ, আর খেয়াল ধ'র্‌চ? এখন ওঠ, চল, যা ক'রেচ ক'রেচ, এখন ঘোম্‌টা টেনে ঘরকন্না ক'র্‌বে চল।

মধু। তা অনূঢ়া অবস্থায় অমন হ'য়ে থাকে। তাতে আর দোষ কি?

খ্যাতি। দূর কামান্ধ বর্ব্বর! পিতৃসত্য পালিত হ'য়েচে, আর আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ কি? খ্যাতি এবার আপন কার্য্য প্রতিপালন ক'র্‌বে। দুরাচারগণ! মনেও স্থান দিস্

না যে, প্রজাপতি কর্দ্দমের কন্যা তোদের অঙ্কশোভিনী হবে। এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে, চন্দ্রসূর্য্য যথাসময়ে কিরণ বিতরণ ক'র্‌চে,—কখনই সতীর সতীত্ব নষ্ট হবে না।

মধু। কৈটভ! আর সামান্য মানবীর অহঙ্কারের কথা শোনা যায় না। ভাই! বলপূর্ব্বক পাপিনীর সতীত্ব নষ্ট কর। এতদূর স্পর্দ্ধা! যাদের নামে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কম্পিত, তাদিগে একটা বালিকা অপমানপূর্ব্বক ঘৃণা-বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌বে?

কৈটভ। দেখুন, দেখুন, আর্য্য! এখন কৈটভের কথা কতদূর যে মূল্যবান্, তাই আপনি দেখুন। আমরা দিনকতক সৃষ্টি-বিঘ্নে নিরস্ত ছিলাম ব'লে, সৃষ্টির বৃদ্ধি কিরূপ হ'য়েচে দেখুন! কিন্তু আর না, আজ হ'তে সৃষ্টি-ক্ষয়, কৈটভের প্রধান কার্য্য হ'ল। আরে সুন্দরি! এখনও ব'ল্‌চি—যদি নিজের মঙ্গল চাস্, তা হ'লে এখনও ব'ল্‌চি, আমরা যা বলি, তাই শোন্। চল্, এখনও ব'ল্‌চি চল্! কি অবাধ্যে! সসাগরা ধরাধীশ্বর কৈটভের বাক্য লঙ্ঘন! দেখ্ দুর্ব্বিনীতে! এইবার তোর কোথায় সতীত্ব থাকে দেখ্। বিধি, বিষ্ণু, পুরন্দর এলেও আজ আর তোর কিছুতেই নিস্তার নাই!

(আক্রমণ)।

খ্যাতি। কে কোথায় আছ, রক্ষা কর! সতীর সতীত্ব যায়! ফণিনীর মণি চোরে চুরি ক'র্‌চে। স্বামিন্! প্রাণেশ্বর! সতী অবলায় রক্ষা কর!

ভৃগু। (প্রকাশ্যে) ভয় নাই, ভয় নাই, আমিও তাই অন্তরালে ছিলাম! আরে—আরে কামান্ধ বর্ব্বর! অবলার প্রতি অত্যাচার করিস্ না! জানি, তোদের অনন্ত শক্তি! সে

শক্তির অপব্যয় করিস্ নে! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভৃগু, তোদের পায়ে ধ'রে ব'ল্‌চে, সতীকে ছেড়ে দে! ওরে বালিকা পিতৃহীনা, শোক-সন্তপ্তা, সহায়হীনা! এরূপ সময়—(মধুকে ধারণ)।

মধু। কৈটভ! এই, এই, এই পাপিষ্ঠ—আমাদের প্রণয়িনীর সতীত্ব-হন্তা! আরে পাপিষ্ঠ! জান নাই যে, মধুকৈটভের পত্নীর সতীত্ব-নাশী তুমি দুর্ব্বৃত্ত পশু! আয় পশু! তোরেও আজ কৃত কার্য্যের শাস্তি প্রদান করি আয়!

ভৃগু। এস, এস, প্রস্তুত আছি! আমি থাক্‌তে কার সাধ্য খ্যাতির গাত্রে হস্তার্পণ ক'র্‌তে পারে? বালিকে! কোন ভয় নাই! আয় দুরাচার—(ধনুর্ব্বাণযোজনা)।

কৈটভ। উঃ, বিষম অত্যাচার! মানবের কি বিষম উপদ্রব! কুলাঙ্গার! শৃগাল হ'য়ে সিংহের সমকক্ষ হ'তে চাস্? আশার কুহকে নিশায় সূর্য্যগ্রহণ দেখ্‌তে বাঞ্ছা ক'রিস্? যাক্—ধর্ তোর ধনুর্ব্বাণ! কৈটভের একটি ভীষণ মুষ্ট্যাঘাত সহ্য কর্! (আঘাত)।

বেগে মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ।

মার্কণ্ডেয়। সাবধান! সাবধান নারকি! অন্যায়রূপে কার গাত্রে হস্তক্ষেপণ ক'র্‌চিস্! আয়, অগ্রে সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়কে পরাস্ত কর্, তার পর তোর করমুষ্টি ভৃগুর দেহে পাতিত কর্! কখন না, কখনও মনে করিস্ না যে, ভগবানের সামান্য উপাদানে মানবগণের সৃষ্টি! আমার আজীবন সাধনা—তপস্যা—জপ—দুরাত্মা মধুকৈটভ! আজ এই সতী বালি-

কার সতীত্ব-রক্ষায়, আর নিরাশ্রয় ন্যায়-পক্ষপাতী বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য নিয়োজিত হবে। হায় হায়! এ কি, প্রজাপতি কর্দ্দম আজ দেহত্যাগ ক'রেচেন!

মধু। দুরাচার! কে রে তুই? তোর এতদূর সাহস যে, আমাদের ইচ্ছায় বাধা দিস্? কৈটভ! এই পাপাত্মারও শাস্তি বিশেষ প্রয়োজন!

ভৃগু। আচ্ছা! অগ্রে পাপের প্রতিফল গ্রহণ কর্। (অস্ত্রক্ষেপণ)

কৈটভ। কি! অস্ত্র-ক্ষেপণ! মর্ দুরাচার—(আঘাত)।

ভৃগু। খ্যাতি—প্রাণ যায়—প্রিয়ে—জন্মের মত চ'ল্লাম—(পতন)।

কৈটভ। থাক্ পাপিষ্ঠ! অনন্ত বিশ্রাম-মন্দিরে চিরদিনের জন্য প্রবেশ কর্ গে।

খ্যাতি। হায় হায়, একি হ'ল! কোথায় যাই! প্রাণ শীঘ্র বহির্গত হও, জীবন আর কেন? নাথ! কোথায় যাও? (পতন)।

মার্কণ্ডেয়। হায় হায়, একি হ'ল! আমি কেন ম'লাম না! মৃত্যু! তুমি কোথায়? ধর্ম্মরাজ! তুমি কোথায়? আমি বর্ত্তমানে কর্দ্দম-আশ্রম শ্মশান হ'ল! রক্ষা কর মধু! রক্ষা কর কৈটভ! আর লোমহর্ষণ ঘটনা দেখা যায় না। বালিকাকে পরিত্যাগ কর।

কৈটভ। আর্য্য! পাপাত্মার মস্তক পদাঘাতেই দ্বিখণ্ড ক'রুন।

মার্কণ্ডেয়। হায় হায়! আজ ব্রহ্মণ্যশক্তিও নির্জীব! হা ভগবন্! একি তোমার লীলা! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! আমার বালিকা মাকে ছেড়ে দাও!

মধু। পাপাত্মা—(ধারণ) প্রাণ চাস্‌ত স্থির হ। কি পাষণ্ড! তবু অবাধ্য! (আঘাত ও মার্কণ্ডেয়ের মূর্চ্ছা)।

মধু। সুন্দরি! উতলা হও কেন? স্থির হও! স্থির হও! স্থির হ'য়ে, আমাদের বিক্রম দেখ!

কৈটভ। চল্ দুর্ব্বিনীতে! (আক্রমণ)।

খ্যাতি। পিশাচ! সতীর সর্ব্বনাশ করিস্ নে!

কৈটভ। চল্ দুর্ব্বিনীতে! আমাদের হাতে তোর কোনরূপে অব্যাহতি নাই।

খ্যাতি। হায় হায়! কি করি? মাগো দক্ষবালিকে! কোথায় মা সতি! বাবা শম্ভুমহেশ! কোথা বাবা! তুমি থাক্‌তে তোমার মন্দিরে তোমার সতী-কন্যার সর্ব্বনাশ হ'চ্চে! দেখ না বাবা! পাপিষ্ঠ ছাড়্, ছাড়্. আমি সতি! ওরে, এ বিপদের সময় আমার প্রতি তোরা অত্যাচার ক'রিস্ না! বাবা শম্ভুমহেশ! বাবা—দেখ! বাবা, তুমি দেখ—উঃ প্রাণ বহির্গত হ! বাবা ভোলানাথ! মাগো, সতী মা—

খড়্গহস্তে ভগবতী ও ত্রিশূলহস্তে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব }
ভগবতী } মাভৈঃ! মাভৈঃ! বৎসে, ভয় নাই আর!

মহাদেব। কৈ নন্দি? দেখ্ চেয়ে ভারত-মাঝারে,
কোথা কাঁদে কোন্ সতী? কোন্ স্থানে ঝরে—
সতী-অশ্রু প্লাবি আসাগর বসুন্ধরা।

ওরে সতীপতি আমি! সতীধন মোর—
চির-আরাধ্যের যোগের আসন!
সতি, সতি, রে সতি, রে সতি!
কাঁদিয়ে কাঁদালি কেন পাগল ভোলায়?
কে রে কোন্ দুরাচার, করে সতী-অপমান!
সতী অপমান নয়—শিবে করে অসম্মান!
কে রে পাপাশয়, অসময় জাগাইলি সুপ্ত বিষধরে?
সতি—সতি—ভয় নাই তোর!
সতী-রক্ষা-হেতু ধরি এ ত্রিশূল, কোথা সতী-দ্বেষী?
সমূল নির্ম্মূল তার করিব অচিরে!
দিব ধরা ডুবাইয়া সপ্তসিন্ধু-মাঝে!
নীলকণ্ঠ ধরি নাম—দিব বিষ উগারিয়া,
দহিতে অখিল বিশ্ব সতীর লাগিয়া।
সতি—সতি—তোমার রোদন,
পাগল করিল শিবে—কাঁদাইল পাগল ভোলায়!
রে সতি! রে সতি! কোথা তুই! হর-বক্ষধন?
ভগবতী। পাগল হে—পাগলিনী সতী তব—ঐ,
কাঁদে সতী পাপের তরাসে—
কাল-রাহুগ্রাসে—চন্দ্রমা মলিন যথা।
রে সতি, রে সতি, মাভৈঃ মাভৈঃ বাছা,
বাড়িয়াছে হর-ক্রোধানল—আর কিবা ভয়!
সতীপতি ভোলা, সেই ভোলা সতীর সহায়!
সতী মাগো আপনি দাঁড়ায়ে,
মহাশক্তি মহাখড়্গ ল'য়ে করে,

তোর সতীত্ব রক্ষিতে!
আরে পাপাসুর! তমঃপূর্ণ হ'য়ে—
সৎসতী না চেন অধম নরকের কীট!

মহাদেব। সতি! কৈ সেই নরকের কীট?
আজি দ্বিখণ্ড করিব, আরে দুরাচারগণ—
(ত্রিশূল-আঘাতোদ্যত)।

ভগবতী। ক্ষান্ত হও চন্দ্রচূড়!
তব বধ্য নহে দেব, অধম নারকী!
অন্ধ হ'ক্ ক্ষণেকের তরে শক্তির প্রভায়!
শক্তি শক্তি বুঝুক চণ্ডাল।

মহাদেব। তাই হ'ক্, দেবী-ইচ্ছা হউক পূরণ।
কাল পূর্ণ নহে বলি। দর্প এত তাই!
থাক্ দর্পি আর কিছুদিন!
দিন নাই আর, হইয়াছে দিন সমাগত।
উঠ ভৃগু, উঠ মার্কণ্ডেয়, যাও ল'য়ে—সতীরে আশ্রমে।
হর হর ব্যোম ব্যোম—
[খ্যাতি, ভৃগু ও মার্কণ্ডেয়ের প্রস্থান।

ভগবতী। শঙ্কর শঙ্কর হর হর ব্যোম ব্যোম—
[ভগবতীসহ মহাদেবের প্রস্থান।

মধুকৈটভ। কি আশ্চর্য্য! চতুর্দ্দিকেই যে আলোকময় জ্যোতিঃপুঞ্জ! দৃষ্টি আর যায় না। কৈ—কৈ—কর্দ্দম-কন্যা কোথায় গেল!

মধু। এ কোন্ শক্তি ভাই কৈটভ! আমাদের অসীম-শক্তি

কোথায় অন্তর্হিত হ'ল ভাই! ভাই রে! ঐ জন্যই তো সন্দেহ হয়! ভগবানের শক্তিকে বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়!

কৈটভ। আর্য্য! এ সৃষ্টি-রহস্য। ভগবানের এতে কি শক্তি?

মধু। কৈটভ রে, কি বলিব ভাই, সৃষ্টিলীলা বড়ই অদ্ভুত।
ভাব একবার মনে, জন্মিলাম যবে দুই জনে,
কে ছিল কোথায়, সব জলময় ছিল ভাই।
এবে দেখ অচিন্ত্য শক্তির গতি! সেই শক্তি ভগবান্।
দেখিতে দেখিতে আচম্বিতে হইল রে বিশ্বের সৃজন।
এক দুই তিন চারি করি, ক্রমে সৃষ্টি পূরিল জীবেতে,
কোথা হ'তে কিরূপে উদ্ভব, হইল রে এই সব?
বলিতে কি পার ভাই! কে তুমি? কে আমি?
মনে হয় সদা, কে তুমি, কে আমি?
কেন আসিলাম? যদি আসিলাম,
তবে আমাদের কার্য্য কিবা?
পরিণাম আছে কি সবার?
বলিতে কি পার ভাই? হের পরে বিক্ষেপি নয়ন,
প্রাণধন, জন্ম-মৃত্যু ঘটনা ভীষণ,
নদী-স্রোত-সম জোয়ার ভাঁটায়—
যায় আসে সেই স্রোত সদা।
কোথা হ'তে আসে, কোথায় মিশায়,
কি উদ্দেশ্যে তারা, এ খেলা খেলায়,
তাদের কি এই খেলা? কিম্বা বিভু-ক্রীড়া?
ক্রীড়াহেতু বিধি গঠি জীবদলে,
পাঠায় জীবেরে জন্মমৃত্যু-কোলে,

কুতূহলে খেলে তারা সদা!
ভাই রে কৈটভ!
স্মৃতি-অঙ্কে যবে উঠে এ ভাব-লহরী,
বিস্তারি আসন খেলা করে মরি—
ভাববশে হইবে অজ্ঞান, তুমি মতিমান্।
তুমিই আশ্রয় তৎকালে।
তব কথা শুনি, পূর্ণ হই গর্ব্বেতে আপন,
ভাবি মনে, সত্য তুমি আমি।
অন্য সব নিশার স্বপন।
জলে জলবিম্বসম মিশিবে অচিরে।
পুনঃ মনে বিষয়-বৈরাগ্য ভাব।
পদ্মপত্র-সলিল-সমান।
কি ভাব কৈটভ! এ ভাবের নাম কিবা?
কেন প্রাণ এ ভাবে কাঁদায় সময় সময়?
কেন প্রাণ ঐ ভাবে যায়? অহো পুনঃ মনে—
কেউ নই আমি, আমি মাত্র ইচ্ছার কণিকা,
তাহে কেন এত বিপক্ষতা?
জন্মমৃত্যু দেখি আলোক আঁধার,
পাপপুণ্য দেখি আলোক আঁধার,
এই আলোক-আঁধারে দেখি বিশ্ব ডুবে আছে।
তবে ভাই, বিশ্বসৃষ্ট হ'তে ভিন্ন কিসে মোরা?
আমাদেরও অমূল্য-জীবন আলোক-আঁধারে গাঁথা।
এক ভাগ অন্ধকার, অন্য ভাগ অনন্ত আলোক।
বাহ্যদৃষ্ট অন্ধকারময়, তাই—দৃষ্টিহীন অন্ধসম—

আপন গর্ব্বেতে, না বুঝি গভীর-তত্ত্ব বিশ্ব-রহস্যের।
নিশ্চয়ই আছে একজন, তারি কার্য্য এ বিশ্ব-সৃজন!

গীত।

নেত্র যদি থাকে, চিত্র তার দেখে,
দেখ দেখ তাঁকে—বায়ু অনল শূন্য জল স্থলে।
প্রচণ্ড প্রভাকরে, শান্ত শশধরে, গিরিশিখরে,
বিদ্যুত-অক্ষরে তার নাম জ্বলে ;—
ঘন দেয় সাক্ষী তার, ঘন ঘন ঘোর রোলে॥
আদি সময়ে যবে, না ছিল কিছু ভবে,
না ছিল জল স্থল, তমোময় হেরিত সবে,
কেবা কৌশলে বল, চারু চিত্রিল,
এ নব নবীন মেদিনী সুন্দর ফুল-ফলে॥

কৈটভ। আর্য্য, অতি অসম্ভব কথা!
বিশ্ব যদি বিধির গঠন,
তবে কেন হেন অনিয়ম, জন্মমৃত্যু বিধির এ খেলা!
এ খেলার উদ্দেশ্য কি দাদা?

মধু। ভাই রে, খেলার উদ্দেশ্য যাহা,
জানে সেই খেলায়ুড়।
খেলা যদি বুঝিব তাহার,
তবে আমরাও তাঁর খেলা খেলি কেন ভাই!
কেন—নিজকার্য্য কিবা, না পারি বুঝিতে?

কৈটভ। বিভু যদি এক খেলা খেলাইতে পারে,
আমরাও এক খেলা কেন না খেলি সংসারে?

মধু। ভুল রে কৈটভ ভাই! সব ভুল।

মূল ভুল, স্থূল ভুল! ভুলে মোরা সব ভুলে আছি।
ভুলে মোরা কূল হ'তে অকূলে ডুবেচি।
ভুলে বিশ্ব-আবরণী, ভুলে জীবশ্রেণী,
ভুলে ভুলে করি খেলা।
আমাদেরও সেই ভুল খেলা!
যবে সেই ভুল-তামসের ছায়া,
জ্ঞানের আলোক হ'তে যাইবে চলিয়া,
তখন বুঝিবে ভাই, কেমন রে ভুল ঘটেচে জীবনে!
বুঝিবে কেমন ভুলে প'ড়েচে পাতকী।
বুঝিবে কেমন ভুলে ভুলে আছি সবে।
না ভাই—আর—ভুল না বুঝিব!
থাকিস্ না ভুলে রে কৈটভ!
ভুবন-ভুলান রূপে অন্তরূপে ভাবি।
আয় ভাই, করি রে সাধনা,
বাসনা সকলি তাঁর পায়।

কৈটভ। কি ভগবানের সাধনা?
এই জীব-নির্য্যাতন - জীবনের সাধনা ইহাই!
থাকে যদি ভগবান—আসিয়া করুক্ প্রতিকার!

মধু। তবু কিরে রে কৈটভ—বুঝিতে অক্ষম তুমি?
ঐ সাধনা হারায়ে—শক্তি-শূন্য হ'তেচি আমরা!
এ নিশ্চয়, এ নিশ্চয় ভাই, নরগণ করি বিভু-আরাধনা—
পূর্ণ-শক্তি লভিছে তাঁহার।
তা না হ'লে—কোন্ শক্তি-বলে—
সামান্য মানব খাদ্যদ্রব্য লইল কাড়িয়া?

আমাদের শক্তি কোথা গেল ! কোন্ শক্তি-বলে—
ঘটিল এ ঘটনা ভীষণ !

কৈটভ। আর্য্য ! আরও কিছুদিন এইরূপে কর বিচরণ,
পরে কৈটভেরে দোষ তুমি ! এ নিশ্চয়—ভগবান্, নহে
চাটুকারপ্রিয় ! ভগবান্ সৃজিলেন দোঁহে !
পুনঃ কেন সৃজিবেন জীবে ? মার মার জীব-দলে !
কোথা গেল- তারা, চল করি অন্বেষণ।

মধু। ভাল, দেখি আমাদের কার্য্য-পরিণাম।
দেখ—কে রহে ওখানে—
শুভ্র-কান্তি—শুভ্র বসন-আবৃতা !
কে তুই—

কৈটভ। কে তুই—

মধু। এখন নীরব কেন ! কে তুই ?

লীলার প্রবেশ।

লীলা। হাঃ হাঃ—এই যে ধ'র্‌তে ধ'র্‌তে ধরে ফেল্‌লে দেখ্‌চি ! বা, বা ! আচ্ছা ছুটো শিকারী তো !

উভয়ে। বল্ কে তুই ?

লীলা। আহা, বাছাদের কি কোকিলকণ্ঠ ! যেন মিছরির পানা খাচ্চি। সত্যি !

কৈটভ। বল্ দুর্ব্বিনীতে কে তুই ? মঙ্গল চাস্ ত এখনও বল্।

লীলা। বটে, এমন ত কত দিন হ'তে হ'চ্চে। আচ্ছা, মঙ্গল চাইলে ত ব'ল্‌বই, আর মঙ্গল না চাইলে ?

মধু। কৈটভ ! শুন্‌চ ?

লীলা। ওটা তো কালা। বলি, তোমার কাণ ত আছে, তুমি ত শুন্‌চ ?

কৈটভ। পাপিষ্ঠা বলে কি আর্য্য !

লীলা। আহা, হা ! পুণ্যশ্লোকের কথা শুনেচ ? ওহে কর্ত্তা, ভাইকে বুঝিয়ে দাও না। ভাই যে কাণের মাথা খে'য়ে ব'সেচেন। এ যে দেখ্‌চি, তুমিও ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে, ওরই মত হ'লে।

মধু। ভাই, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না।

লীলা। বুঝ্‌তে পার না ত এত জঞ্জাল বাড়াও কেন বাবা ! যে যার পথ দেখ। সোজা পথ প'ড়ে র'য়েচে, চ'লে যাও। ও তো কালাই, তুমিও হ'য়েচ কাণা। আহা হা ! বড়ই মারাত্মক ব্যায়ারাম বাবা ! দেখে, তাই—আমার হাসিও আস্‌চে, আর কান্নাও আস্‌চে।

কৈটভ। ওরে পাপিনি ! ও বাক্ বিতণ্ডা ত্যাগ কর্। পরিস্কার ক'রে বল্ !

লীলা। তা বাবা, পরিষ্কাররূপে তুমি আমার পরিচয় শুন্‌তে পাবে না ; আমাতে সবই অস্পষ্ট। তা বাছা, ভালই বল আর মন্দই বল।

মধু। আচ্ছা, তাই বল্।

লীলা। আঃ ! অমনি পেয়ে ব'স্‌লেন আর কি ? পথে ছড়িয়ে প'ড়ে আছি, তাই ভেবেচিস্ না কি ? আমি অনেক যত্নের জিনিষ। যা না বাপু, যে যা ক'র্‌তে যাচ্চিস্, তাই কর্ গে ! মিছি মিছি জ্বলাতন করিস্ কেন ?

কৈটভ। তুই কে, আগে শীঘ্র বল্।

লীলা। ওঃ! বাছার বেজায় কাজ। নৌকা কূলে বাঁধা, জোয়ার এসেচে, তড়িঘড়ি ছাড়্‌বেন! আচ্ছা, এখন ঘুরে এস; তার-পর এসে পরিচয় নেবে। আমারও বড় বিশেষ কাজ আছে।

মধু। কি চণ্ডালিনি! আমাদের উপহাস!

লীলা। বা চাঁদ, বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বের ক'র্‌লে কেন? তোমরা হ'লে দুই প্রকাণ্ড দৈত্য! তোমাদের তেজ বেশী, বল বেশী—তোমরা সৃষ্টিকে তোলপাড় ক'রে তুলেচ! চাঁদ, আমি কি তোমাদের উপহাস ক'র্‌তে পারি? যাও, যাও, আমারও হরিনামের সময় এল।

কৈটভ। আর্য্য! এ মাগী বড় ঢেঁটী। বেটীর কথা শুন্‌লে, অস্থি পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। শীঘ্র পরিচয় দে!

লীলা। ভ্যালা পাপ! যা, আমি পরিচয় দোব না।

কৈটভ। কি দুর্ব্বৃত্তে! কৈটভকে অগ্রাহ্য! এই অস্ত্রেই তবে ভবলীলা সাঙ্গ কর্। (অস্ত্রাঘাত)।

লীলা। হাঃ হাঃ—এখন কাঁদ্‌ব, না হাস্‌ব? যাও সোনার চাঁদ আমার! লক্ষ্মী-মাণিক আমার! যা ক'র্‌তে যাচ্চ, যাও। এ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

কৈটভ। আশ্চর্য্য, আর্য্য!

মধু। এ আশ্চর্য্য আমার জানা আছে ভাই, তুমিই আশ্চর্য্য দেখ্‌চ! জীব এখন ভগবানের গরিমায় পূর্ণ শক্তিমান্।

কৈটভ। আপনি আমাকে কি বাতুল স্থির ক'রেচেন? আমি নিশ্চয় ব'ল্‌চি, জগতে কিছুই নাই। এ নিশ্চয় দেখ্‌বেন। রে চণ্ডালিনি! এইবার আত্মরক্ষা কর্। (আঘাত)।

লীলা। এইবার আর আমি হাসি রাখ্‌তে পার্‌লাম না বাছা!

হাঃ হাঃ—এখন যাও, আমি কে তা ত তোমাদের একদিন পরিচয় দিয়েচি। আবার বারম্বার কেন? এখন এক কাজ কর গে, তোমাদেরও দিন ফুরিয়ে আস্‌চে! পথে একটী স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য অপেক্ষা ক'র্‌চে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও।

মধু। ভাই, আর কেন? সকলই ত দেখ্‌লে। এখন চল, এই রমণীর কথামত এই স্থান হ'তে প্রস্থান করি। যাই হ'ক্ মা, আপনি আমাদের হ'তে শক্তিশালিনী।

লীলা। দেখ বাছা, নিজগুণে যা দয়া ক'রে বল।

মধু। মা, জিজ্ঞাসা করি, পথে কোন্ রমণী আমাদের অপেক্ষা ক'র্‌চে?

লীলা। যে রমণী তোমাদিগে কর্দ্দম-কন্যা খ্যাতির সঙ্গে বিবাহ দিতে পাঠিয়েছিল। যিনি লক্ষ্মী-নাম-ধারিণী; তিনি।

কৈটভ। তাই ত আর্য্য! এ বামা কে?

মধু। চল ভাই, পথিমধ্যে তার সমালোচনা করা যাবে।

কৈটভ। না, না, কথনই নয়; নিশ্চয় রমণী যাদুকরী!

[উভয়ের প্রস্থান।

লীলা। মানব! লীলার কার্য্য দেখ! কোথা হ'তে কি হ'য়ে যাচ্চে, কিছু কি বুঝ্‌তে পার্‌চ? দেখ, তোমাদের কর্ম্মের সঙ্গে আমি! তোমাদের কর্ম্মের মত আমি ফল দান ক'রে থাকি। সেই সংসারে লীলা! সেই লীলার সাকার-মূর্ত্তি আমি! এখন চল, আমার সঙ্গে ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে চল—নরাকারে পশু—পশুর আকারে কত নর আছে, তাই দেখ্‌বে চল! এই

ল'য়েই আমার কার্য্য! তাই আমি লীলা! কে আসে? উন্মাদিনী কর্দ্দম-পত্নী নয়!

[প্রস্থান।

উন্মাদিনী কর্দ্দম-পত্নীর প্রবেশ।

কর্দ্দম-পত্নী। হিঃ হিঃ, সব দেখেছি—সব দেখেছি, বনের ঝোপে ব'সে ব'সে সব দেখেছি! এই বনের ভিতর এক রাজা ছিল, রাজার বাগান ছিল, সেই বাগানের সকল ফুলের চেয়ে একটী ফুল—খুব ভাল ছিল। কোথা হ'তে দুটো প্রকাণ্ড সাপ এলো, দুদিক্ হ'তে সেই দুটো সাপ রাজার সেই ফুলটীকে তুল্‌তে গেল, আর বিনা দোষে রাজার বুকে ফণা বসিয়ে দিয়ে, মেরে ফেল্‌লে! ফুলটী ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, এমন সময় এক জন দেবতা এসে—সেই ফুলটী তুলে বুকে ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। হিঃ হিঃ—আমি সব দেখেছি গো, আমি সব দেখেছি। তাই ত' ছুটে এলাম! সেই বনের রাজাকে আমি খুব ভাল বাস্‌তাম; সেই রাজাকে যখন সাপ দুটো খুন ক'র্‌লে, অমনি আমার বুক্‌টা দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুনের ছিটে বেরিয়ে পড়্‌ল! তখনি আমি রাজাকে যে মনে মনে ব'ল্‌লাম, "যাও রাজা, তুমি স্বর্গের রাজসিংহাসনে ব'স গে যাও, আমি শিগ্‌গির গিয়ে তোমার বামে ব'সে রাণী সাজ্‌ব"। হিঃ হিঃ—রাজা রে, তুই কোথা—এই যে গো রাজা আমার শুয়ে আছে! কেন রাজা আমার বুক থাক্‌তে তুমি ধূলোয় শুয়ে কেন? এস, এস, আমার বুকে এস। আমার খালি বুক খালি হ'য়ে আছে। রাজা,

আমার উপর রাগ করেচ? কেন, এইত আমি আছি। হিঃ হিঃ—চল চল, কুটীরে যাবে চল; সন্ধ্যাহ্নিকের আয়োজন ক'রে দিই চল। ওমা, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল যে গো—কখন কি হবে! হিঃ হিঃ—রাজা তুমি এমন হ'য়েচ কেন? চল, হিঃ হিঃ।

[কর্দ্দমকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভৃগু-আশ্রম।

বনবালাগণ আসীনা।

বনবালাগণ। গীত।

ইড়িক বিড়িক গাছের গায়, জড়িয়ে আছে লতার কায়,
একটি পরাণ লতার হায় তরু বিনা জানে না।
কোমল দেহে লাগ্‌লে বায়, পাপ্‌ড়ী খসে পাছে যায়,
পাতার কোলে লুকিয়ে ফুল মুখ তুলে চাহে না॥
রবির কিরণ নাইক হেথা, নাইক দুঃখীর মরম-ব্যথা,
কেউ অকূলে আকুল হ'য়ে নয়ন-জলে ভাসে না।
সবাই চেয়ে সবার পানে, সবাই বিভোর সবার ধ্যানে,
সবাই সবার হয় রে আপন, কেউ কারে পর ভাবে না॥
অলি চুপ্‌ চুপ্‌ চুপে থাক, কেন মরিস্ গুঞ্জরি,
বাঁশরী বাজতে চাস্, ঐ বাজে বাঁশরী,
ঐ বাজে বাঁশরী, ঐ নাচে কিশোরী,

শোন্ যদি থাকে কাণ, ডালে কোকিল করে গান,
গানে মন প্রাণ আর ঘরে টিকে না ॥

[প্রস্থান।

খ্যাতির প্রবেশ।

খ্যাতি। ঐ যা—এখনও দুই চারি ছয়--তিন জোড়া ফুল।

ভৃগুর প্রবেশ।

ভৃগু। বিভোর বালিকা মালার গ্রন্থনে—নাহি শুনে কথা।
পাগলিনি! এত রাশি ফুলে হ'ল না ক তবু মালা-গাঁথা?

খ্যাতি। (অন্যমনস্কে) এক জোড়া স্থলপদ্ম,
অন্য দুই জোড়া সেঁউতি রঙ্গন।
তবে ত হইবে মালা মনোরম।
যাই কুসুম-কানন।

(গমনোদ্যত ও ভৃগুকর্ত্তৃক মালা গ্রহণ)।

খ্যাতি। অ্যাঁ, কে তুমি, ও মা তুমি? ক্ষণেক দাড়াও নাথ!
করি আর গোটা কত কুসুম চয়ন।

ভৃগু। ফুলরাণি, থাক্ ফুল তোলা।

(খ্যাতির গলে ফুলমালাদান)।

দেখ দেখি ফুল-মালা সেজেচে কেমন? আ মরি মরি!
বন নির্ঝরিণী যেন পরিয়াছে তরঙ্গ-লহরী।

খ্যাতি। মরুক্ মরুক্ খ্যাতি—মালা মোর হ'য়ে যাক্ ছাই।

(মালানিক্ষেপ)।

ভৃগু। বালাই! বালাই! মরুক খ্যাতির শত্রু! মরুক বালাই!

খ্যাতি। হুঁ—আমা পোড়ামুখী তরে বুঝি গেঁথেছিনু মালা?

ভৃগু। কিসের লাগিয়ে খ্যাতি! গেঁথেছিলে মালা?

ভৃগুর আনন্দ দিতে—নয়?
তবে খ্যাতি, ইহা বিনা ভৃগুর আনন্দ আছে কোথা?
এ বন-মাঝারে তুমি মম বন-ফুল-রাণী,
এই গিরিমূলে তুমি মম, সুধা-তরঙ্গিণী,
তৃষ্ণার নির্ম্মল বারি, শয়নের বিশ্রাম-মন্দির,
অকূল-পাথারে প্রিয়ে, তুমি সিন্ধু-তীর।

খ্যাতি। (আলিঙ্গনপূর্ব্বক) নাথ! প্রাণেশ্বর!
রমণীর এই প্রেম—অকূল-পাথার।
সীমা নাই, অন্ত নাই এর।
রমণীর গমনের সীমা শয়ন-মন্দির,
রমণীর কথপোকথন-সীমা শ্রুতি সঙ্গিনীর,
রমণীর হাস্য-সীমা অধরের সাথ,
রমণীর অভিমান-সীমা মৌনমাত্র নাথ!
রমণীর কামনার সীমা পতি-মন-প্রীতি,
রমণীর দৃষ্টি-সীমা নিজ-পদ-প্রতি,
রমণীর সীমা-বদ্ধ সকলই আর,
কেবল রমণী-প্রেম অকূল-পাথার।

দিগঙ্গনাগণের প্রবেশ।

দিগঙ্গনাগণ। গীত।

উড়ো পাখী খাঁচায় সেঁদিয়েচে।
(রাখ্‌লো ধ'রে ও ধনি।) পাখী চুম্‌কুড়ি খায়,
আড়চোখে চায়, সাধের শেকল প'রেচে॥
একে লো দখিণ বায়, তাহে লো কোকিলা গায়,
দেখিস্ দেখিস্ সাম্‌লে থাকিস্, যেন যায় না চ'লে কারো কাছে

নীরব-প্রেমে হের লো বঁধু, নীরব-প্রেমে ঢাললো মধু,
জানা প্রেম—জ্যান্ত মরা, কে কবে তার দাম পেয়েচে ॥

[প্রস্থান।

ভৃগু। খ্যাতি! আমি ভিখারী নই, আমি রাজা।

খ্যাতি। নাথ! আমি ভিখারিণী নই, আমি রাণী।

ভৃগু। এই বনভূমি আমার রাজ্য।

খ্যাতি। আমি এই বনরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

ভৃগু। বন্যজন্তু আমার প্রজা।

খ্যাতি। আমি তাদের দয়াবতী জননী।

ভৃগু। জগদীশ্বর! আমার খ্যাতিকে দুরন্ত মধুকৈটভের অত্যাচারে যে যন্ত্রণা দিয়েচ, আর যেন সে যন্ত্রণা আমার খ্যাতি কখন না পায়। এ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের হাট কখন যেন ভেঙ্গ না।

খ্যাতি। দয়াল ঠাকুর! শত্রুতেও যেন কখন সে বিপদে না পড়ে। চলুন নাথ! সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হ'য়েচে।

ভৃগু। চল প্রিয়ে, জীবনের সঙ্গিরূপিণি! এ আনন্দে, আনন্দের হাটে আনন্দময়ের নাম করি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। বটে! আমোদ কত! আমোদের ভরাভাদ্রের গঙ্গা এক-টানা ব'য়েচে যে! পাপিষ্ঠ ভৃগু! লক্ষ্মীর অবমাননা ক'রে, এখনও সুখে কালহরণ ক'রচ! এ অপেক্ষা লক্ষ্মীর মৃত্যু

কেন হ'ল না ? এত আনন্দ কেন ? লক্ষ্মীহীন কাপুরুষ হ'য়ে, কিসের এত আমোদ ? বটে ! স্ত্রী পেয়েচ ? ভৃগু ! স্ত্রীই জগতের শ্রী জেন ! তাই এত আনন্দ ? তাই এত আমোদ ? আমোদ এত গা ! তবু ছাই দু-দিন পোড়া পেটে কিছুই যায় নাই ! আবার ভিক্ষা ক'রতে যেতে কত অপমান ! বলেন কি না, "ভিক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল"। আর আমোদিনী যিনি, যিনি পিতৃঘাতিনী কলঙ্কিনী, তিনি স্বামীকে ভিক্ষা ক'রতে যেতে নিবারণ করেন। আমোদ কত গো ! ভৃগু ! লক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাদ ক'রে— এখনও তুই ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ক'রিস্ নে ! মৃত্যু ভাল,—লক্ষ্মীর মৃত্যু ভাল ! এই হ'চ্চে ! লক্ষ্মীর ক্রোধানল জ্ব'লেচে ! তোমার সুখলক্ষ্মী তোমার নিকট কেমন রাখি দেখ ! খ্যাতি ! তোর কর্ম্মফলে সুখ নাই, তা আমি কি ক'রব ? তুই তো রজ্জুভ্রমে কালসর্পকে গলায় প'রেচিস্ ! আমি ত তোর সসাগরাধিপতি মধুকৈটভকে পতিরূপে নির্ব্বাচন ক'রেছিলাম। তুই ত দেবতার পুষ্পকে পায়ে ক'রে দলন ক'রেচিস্। আমি তার কি ক'রব ? তোর সুখের প্রদীপ নিভেচে ! তোর পিতৃ-বাগদত্ত পতি মধুকৈটভকে আমি আবার আন্‌চি। দেখি, তুই কেমন ক'রে, ভৃগুর পর্ণকুটীরে আমোদিনী হ'য়ে, থাক্‌তে পারিস্ ? আর ভৃগু ! আমিও দেখ্‌চি, তুই কেমন ক'রে পত্নীসুখে সুখিনী হ'য়ে, দারিদ্র-যন্ত্রণাকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, থাক্‌তে পারিস্ ? ভৃগু ! ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে নিতে হবে, তবে লক্ষ্মীর প্রতিহিংসা ! তোর মুখের গ্রাস কেড়ে খাব, তবে লক্ষ্মীর প্রতিহিংসা !

গীত।

ধিক্ কুলাঙ্গার, ভৃগু দুরাচার, এখন রে কি হ'য়েচে।
লক্ষ্মী-কোপের ফল, চির-অশ্রুজল, তা কৈ তোর ঘ'টেচে ॥
হরি হরি বলি, স্কন্ধে নিবি ঝুলি, ঘুরবি দ্বারে দ্বারে বেড়াইবি বুলি,
পেটের জ্বালায় তোর না ফুটিবে বুলি, ফিরবি লোকের পাছে পাছে ॥
শোন্ দুষ্ট বলি, লক্ষ্মী-কোপাগুনে, পত্নী-পুত্র তোর ম'রবে অনশনে,
কেঁদে সারা হবে পশু পক্ষীগণে, দুঃখে পাষাণ ফাটিবে ;—
জ্ঞানে হ'য়ে মত্ত, লক্ষ্মী অপমান যেমন ক'রেছিস্—
নে রে প্রতিদান, তবে হইবে প্রতিহিংসা নির্ব্বাণ,
দেখ্ আরও কত বাকী আছে ॥

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন-প্রান্তর।

উদরসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

উদরসর্ব্বস্ব। নিপাত যাও, নিপাত যাও! বংশ নির্ম্মূল হ'ক্! অধঃপাত, বংশপাঁশ, নিরেট, বর্ব্বর! উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও! কি ছাই। বেটাদের নামও ছাই মনে আসে না, কিং অভাবে গুড়ং, মধু—মধু—মধু—আরও ঐ সঙ্গে আরও কি একটা আছে—সেটার—নাম ত আদৌ মনে আসে না! হাঁ হাঁ, বেনে বৌ গানে বলে বটে,—কুসুমে কাটিল কীট যৌবন

সময় গো। ঐ হ'তে কীট—কেট—কেঁ—কেটা—কোটাল—কোটা—কটা—কাট—কাঠা—কোটা—উহুঁহুঁ—কৈট—কৈট—হ'য়েচে, কৈটভ; এই দুই বেটাই সর্ব্বনাশ ক'রেচে। নিপাত যাও, নিপাত যাও, ত্বরায় যাও, অবিলম্বে যাও, শীঘ্র যাও, যাও যাও,—সবদিকেই ব্যাঘাত—ব্রহ্মার অমন যে সোনারচাঁদ ছেলে ভির্গু—তার বিয়েয় কি না কাক-পক্ষীও টের পেলে না গা! চুপে চুপে—শর্ম্মা টের পেয়ে গিয়েছিলেন—কিন্তু বাবা, সে বিয়ে শিবের বাবাও টের পান্ নি। কিন্তু গেলে আর কি হবে! তখন তখন কর্ম্ম ফরসা। বরকনে—আশ্রমে উপস্থিত! তবু গেলাম! ছাড়্‌ব কেন? নূতন সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার ক'রতে হ'লে, ভয় খেলে চ'ল্‌বে কেন? গিয়ে ব'ল্‌লাম, "বৎস ভৃগু! আমি জনৈক অতিথি!" ভৃগু, আতিথ্য-সৎকারে যত্নবান্ হ'য়ে, আমায় পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে ব'ল্‌লেন, "প্রভো! আগমনের উদ্দেশ্য কি?" আমি ব'ল্‌লাম যে, "বৎস! আমি এক নবধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হ'য়েচি"। ভৃগু উৎসাহের সহিত আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, "প্রভো! নবধর্ম্মের নাম কি?" আমি একটুকু মুখখানি গম্ভীর ক'রে ব'ল্‌লাম, "বৎস! সে নবধর্ম্মের নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম!" ভৃগু ব্রালক, তার কি বুঝ্‌বে? না বুঝেই ব'ল্‌লে, "প্রভু! শাস্ত্রে ত সকাম নিষ্কামধর্ম্মের কথা উল্লেখ র'য়েচে, তবে আপনার এ নবধর্ম্ম আবার কি?" আমি ভৃগুকে বালক-বিধায়, চোখ দুটীকে কিছু রাঙিয়ে ব'ল্‌লেম, "অপগণ্ড, কেবল শাস্ত্রের নিষ্কামধর্ম্মের কথাই ত শুনে রেখেচ, কিন্তু নিষ্কাম শব্দের অর্থ কি জান?" ভৃগু

ব'ল্লেন, "যাহাতে কামনা নাই!" আমি অমনি পেয়ে ব'স্লাম; ব'ল্লাম—"আরে বালক, যাহাতে কামনা নাই, কাহাতে কামনা নাই?" ভৃগু ব'ল্লেন, "ভগবানের প্রতি কোন প্রার্থনা না রেখে আসক্তি!" আমি ব'ল্লেম—"তাও ত কামনা!" ভৃগু ব'ল্লেন—"সে কামনাকে কামনা বলে না!" তখন আমি হিঃ হিঃ ক'রে হেসে, তার সকল কথা উড়িয়ে দিলেম! আর দিবার ও-কথা! আমি ব'ল্লাম, "বৎস ভৃগু! ও নয়, ও নয়! আমার নবধর্ম্ম ও নয়, ও নয়! তাহাতে কামনার গন্ধ বাষ্প-কিছুই নাই! আমার নবধর্ম্মের ব্যাপার কি শোন! উদরসেবা! উদরসেবা! উদরই হ'চ্চেন—ব্রহ্ম! নিরাকার ব্রহ্ম নয়, উদররূপী সাকার ব্রহ্ম! বুঝ্লে ভৃগু! এই উদর পূর্ণ হ'লেই, সমস্ত কামনা ঐ সঙ্গে লীন হয়। ষড়রিপু বশীভূত ক'রে জিতেন্দ্রিয় যার নাম, উদরসেবা করাই তার নাম। কারণ, উদরপূর্ণ হ'লেই, কাম-রিপুর আর কোন কামনা থাকে না; আকাঙ্ক্ষা অগ্নি—জগৎ সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, দাউ দাউ ক'রে পুড়ে ভস্মসাৎ হবে। আরও দাও, তাও গ্রহণ ক'র্বে। জগতের 'আর না' কথা আর কোথাও পাবে না; কেবল উদর পূর্ণ হ'লেই, যে কোন মহাত্মাই হ ক্ না, যাচা বস্তু আর গ্রহণ ক'র্তে আকাঙ্ক্ষা ক'র্বেন না। আর ক্রোধ-রিপুর কথা—তাও ঐ রূপ, পোড়া পেটে চার্টী প'ড়্লেই ক্রোধ-অনল অমনি একেবারে নির্ব্বাণ। লোভ—তাও দেখ, অপূর্ণ উদরেই লোভ—পূর্ণ উদরে আর কি কিছু চাও? মদ, মাৎসর্য্য—পূর্ণ উদর হ'লেই দিব্য নিদ্রা, একবারেই

জগতের সকল তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, পরম নিদ্রা। তখন তোমার মদও নাই আর মাৎসর্য্যও নাই! একেবারে জিতেন্দ্রিয়!” ভৃগু আমার নিকট এই নবধর্ম্মের বিধান শুনে, একটুক্ হাস্‌লেন, হেসে ব’ল্‌লেন,“মহাশয়ের নাম কি?” আমি ব’ল্‌লাম “উদরসর্ব্বস্ব শর্ম্মা!” আমি আরও ব’ল্‌লাম, “বৎস! আমি ত এক পক্ষে পরিব্রাজক অতিথি, কিন্তু অন্ত আমন্ত্রিত। কারণ, তোমার বিবাহোপলক্ষে অদ্য আমার একরূপ নিমন্ত্রণ র’য়েচে! যদি বল যে, আমি ত আপনাকে নিমন্ত্রণ করি নাই, আমি বলি, হাঁ তুমি নিমন্ত্রণ ক’রেচ! কারণ, উহাতে আমার স্বার্থ র’য়েচে। স্বার্থও যেখানে নিমন্ত্রণও সেইখানে!” ভৃগু মুখখানি বিষণ্ণ ক’রে ব’ল্‌লেন, “মহাশয়, অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য! কিন্তু আমি ছদ্মভাবে নির্ব্বাসিতের ন্যায় বনে অবস্থান ক’র্‌চি সুতরাং আমার বিবাহ-উপলক্ষে সামাজিক-ভোজনাদি কোন ক্রিয়া ক’র্‌তে পারি নাই; তবে আপনি অদ্য আশ্রমে অবস্থান ক’রে, দীনকে কৃতার্থ করুন!” আমি ছদ্মভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভৃগু ব’ল্‌লেন, “ঐ যে দুটো দুস্‌মন চেহারার নাম কি ব’ল্‌লাম, ঐ যা—কুড় ভুলে গেলাম যে, ঐ কথাই হ’চ্ছিল নয়? ঐ যে মধুকৈটভের কথা! হাঁ—ভৃগু ব’ল্‌লেন, ঐ পাপিষ্ঠগণ আমার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী! তাদের ভয়ে আমাকে আত্মগোপন ক’রে থাক্‌তে হয়েচে! যদি কখন দিন দেন্, তাহ’লে ব্রাহ্মণ, আপনার নব-ধর্ম্মের বিধান উত্তমরূপে রক্ষা ক’র্‌তে সমর্থ হব’।” তাও ত হ’ল প্রায় দুই বৎসরের কথা! নিপাত যাও, নিপাত যাও,বংশ নির্ম্মূল হ’ক! শুন্‌লাম, সেই ভৃগুর দুই পুত্র হ’য়েচে! সোনার চাঁদ দুই ছেলে—

অবশ্যই তাদের অন্নপ্রাশন উপনয়ন হবে, আর ভৃগু নবধর্ম্মের বিধানমতে ব্রহ্মআরাধনাও ক'র্‌বে! তাই গিয়েছিলেম, এই মধ্যাহ্নে—নিদাঘে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণের জন্য ভক্তবৎসল উদরসর্ব্বস্ব শর্ম্মা আমি, ভক্ত ভৃগুর দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ভক্তের মন পূর্ব্ববৎ বিকৃত। নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, দুরাচার মধুকৈটভ, ভণ্ড, চণ্ড, খণ্ড, অর্ব্বাচীন, ত্বরায় যাও, ত্বরায় যাও। আমার অভিসম্পাতে তুমি ত্বরায় নিপাত যাও। হায় রে! এ কি অল্প পরিতাপের বিষয়! দেহ গেলে আবার শাস্ত্রমতে নব-দেহ পাওয়া যায়, কিন্তু বাবা, ফলার ব'য়ে গেলে, আর সে ফলারের নামগন্ধও পাওয়া যায় না! নিপাত যাও, নিপাত যাও! যা হ'ক্, ভৃগুর পত্নীটীও বড় ভাল! বেশ মেয়ে! যাওয়ামাত্রেই মা আমার নবধর্ম্ম রক্ষা ক'রেচেন। এই দেখ না, পেটে যা ধ'রেচে, তা ত একরূপ খাইয়েচেন, আর নাকে কাণে হাতে পায়ে সব জায়গায় আমার নবধর্ম্মের মতে আমায় সাজিয়ে দিয়ে, নবধর্ম্ম পালন ক'রেচেন। বেশ, বেশ, এইখানেই একটুকু শয়ন করা যাক্। গৃহিণি! একবার অবগুণ্ঠন মোচন কর; একবার তোমার সহিত একটুকু প্রণয় করি। যে যেখানে আছ, তোমরা হেস না হে! আমার গৃহিণী আমার কুক্ষিমধ্যেই আছেন। দেখ দেখ! (কুক্ষিমধ্য হইতে শয্যা বহিষ্করণ ও প্রস্তুতকরণ, পাশবালিশ লইয়া) ব্রাহ্মণি! তোমায় ল'য়েই আমার সংসারে থাকা। উদর পূরণের পর তোমার কোমল গাত্রে যখন আমি পাদপদ্ম দু'টা প্রদান ক'রে, গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন আমি মর্ত্ত্যধামকে স্বর্গধাম ব'লে

অনুমান করি। থাক, থাক, এই পার্শ্বেই তুমি শয়ন কর। আঃ—শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ! আমার নবধর্ম্মের মতে উদরপূরণের পরেই এই গৃহিণীরূপিণী পাশবালিশই মহামুক্তির আলয়। জীব একদিন না একদিন নিশ্চয়ই এইরূপে মহাশান্তি লাভ ক'রেচ। সুতরাং বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

(নিদ্রা)।

লীলার প্রবেশ।

লীলা। লীলার তরঙ্গ কেমন চ'লেচে! কেমন ধীরে ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ মন্দবেগে মরুৎ-হিল্লোলে—নির্ম্মল তড়াগ-সলিলে ফুল্ল-ললাম-ললিত মঞ্জুল-চারু-রঞ্জিত কুসুম-প্রতিমার মত ভেসে ভেসে যাচ্চে! দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ কেমন ধীরে ধীরে কাল-সাগরে—কেমন লীলার তরঙ্গ কোটী নয়নের অগোচরে কেমন ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্চে! একটির সমান আর একটী নাই! যেটী দেখ, সেইটীই নূতন! সৃষ্টি নূতন! সৃষ্টির জীব নূতন! একটির মত আরটি কেউ কি? সবই লীলার চাতুরী! রাজা প্রজাকে সুখী ভাবে, প্রজা রাজাকে সুখী ভাবে, সুখদুঃখ ভাবের অভাবে, তা কেউ বুঝে কি? লীলার কেমন লীলা দেখ! বিষয়ী, নির্ধনকে পাগল বিশেষ জ্ঞান করে, আবার নির্ধন, বিষয়ীকে পাগল ব'লে মনে করে, সকলই ভাবের অভাবে, তা কেউ বুঝে কি? লীলার লীলা কেমন দেখ, আমি জীবকে এক একটী সজীব সং ক'রেচি; বিবেকী সেই সং দেখেই আমায় মা ব'লে প্রণাম

করে, আর হাসে। তাদের কাছে আবার চাতুরী খাটে না! লক্ষ্মীর অনুরোধে আমি ভৃগুকে খেলার জালে ফেলেছিলাম; ফেলেছিলাম কেন, এখনও ত ফেলে রেখেছি। স্বর্ণের প্রতিমা বৌ দিয়েচি, তার সোণার চাঁদের মত ছেলে দিয়েচি! তাদের আবার ছেলে! সেদিনের ভৃগু, সেদিনের খ্যাতি, তারাই আমার ছেলে, তাদের আবার ছেলে! পোড়ারমুখী আমি, আমিই আর হেসে বাঁচি না! বালিকা খ্যাতির নিকট যখন তার ছোট দুটী ছেলে "মা মা" ব'লে খাবার চায়, তখন আমি লজ্জায় আর সেখানে থাক্‌তে পারি নে! পালিয়ে আসি! ভাবি—ও মা—এ কি ক'রেচি গো! মরি! ভৃগু আমার আবার তাদের বাপ! যাক্ লক্ষ্মীর জন্য এত খেলা খেলেও ত ভৃগুকে খেলার মোহে মত্ত ক'র্‌তে পার্‌লাম না! পারব কিসে? সে যে বিবেকী! বিবেকে লীলার চাতুরী সবই ভেঙেচে! বাছা ভৃগু বিবেক-বলে সদাই প্রসন্ন হাস্য-বদন! লক্ষ্মীর প্রতিহিংসা-জনিত অনন্ত দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, পরমসুখে সংসার-যাত্রা যাপন ক'রচে! আর এ পাগ্‌লী বেটাকেও বলি, তোর কি যার তার সঙ্গে ঝগড়া! তোর সাধনা যে না ক'র্‌বে, তাকেই তুই এত ক'রে কষ্ট দিবি? এখন মর্! নিজের গর্ব্ব নিজেই খর্ব্ব কর্! লক্ষ্মীদর্প অবশ্যই চূর্ণ হবে। ভৃগু বিবেক-বলে লক্ষ্মীকে জয় ক'র্‌বে। আমি কি ক'র্‌ব বাছা! আমার লীলাখেলা যা, তা তো ক'র্‌তে আমি কম করি নি! এখন তোমার কপাল! এখন আমি বেঁচেচি—লক্ষ্মীর অনুরোধ হ'তে বেঁচেচি, আর মার্কণ্ডেয় আমায় মহাবিপদে ফেলেছিল! সে আর আমার সঙ্গ এক পল পরি-

ত্যাগ ক'র্‌তে চাইত না! সে কেবল ভাব্‌ত, লীলায় না জানি কি আছে। আরে পাগল, লীলার কি লীলা যদি তোরা বুঝ্‌বি, তবে আমায় স্বয়ং ভগবান্ লীলানাম দিয়েছেন কি জন্য? আমার কি আর শেষ আছে, যাহা দুর্জ্ঞেয়, অগোচর, তাই আমি। যে দিন জীব, জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে মিলাতে পার্‌বে, সেই দিন জীব বুঝ্‌বে যে, আমি কে? রত্নাকরে বাস্ না ক'র্‌লে, সমুদ্রের অভ্যন্তরে কি কি আছে, তা কি কেউ বুঝ্‌তে পারে, না একবার ডুবে তার পর ভেসে উঠ্‌লে তা বুঝ্‌তে পারে? যাক্, এখন মার্কণ্ডেয়—বালিকা খ্যাতির ভাবনায় অস্থির! ভালই হ'য়েচে, ইনি আবার কে গো। এই যে ইনিও একটী সজীব-সং—ওমা—আর হেসে বাচি না মা! দিব্য নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্চেন! এই দেখ—পোড়ারমুখী লীলার লীলা দেখ! যাই হ'ক্, এখন দিব্য সুন্দর সজীব সংকে একবার তোলা যাক্। কে হে মহাপুরুষ! পথিমধ্যেই ঘোরনিদ্রায় নিদ্রিত! একবার গাত্রোৎপাটন করুন!

উদরসর্ব্বস্ব। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ও—মা—যাই গো—

লীলা। স্বপ্ন দেখ্‌চেন না কি? গা তুলুন।

উদরসর্ব্বস্ব। তাই ভাল। শ্রীবিষ্ণু—শ্রীবিষ্ণু—শিব—শিব! কে মা, পূজা দিতে এসেচেন? বেশ, বেশ! তা ঐখানেই বসা হ'ক্, কৈ উপকরণ কোথায়? কৈ, কোথাও কি রেখে এসেচেন না কি? বলুন, সঙ্গে যাই। তা আমার নবধর্ম্মের মতে একটু আধটু কষ্ট স্বীকার ক'রেও পূজাগ্রহণ ক'র্‌তে হয়। ক্ষতি নাই, নয় একটু পরিশ্রমের কষ্ট হবে। তা হ'ক্, তাহ'লে চ'লুন।

লীলা। (স্বগতঃ) এখন লীলা পাগল কি, এ পাগল বল দেখি!

উদরসর্ব্বস্ব। কি আমায় উপহাস! বিনা কারণে আমার নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে, আমায় রহস্য!

লীলা। (স্বগতঃ) আ মর্! এ যে পেট পেট ক'রেই গেল! (প্রকাশ্যে) ওহে মহাপুরুষ! কে তোমার পূজা দিতে এসেচে? আর আমিই বা তোমার পূজা দেব কেন?

উদরসর্ব্বস্ব। পূজা দেয় কেন জান না? যেদিন আঝাড়া কেউটেয় তোমার ছেলে পিলে খাবে, ওলাউঠোয় দু'চারটা ছেলে ম'র্‌বে, হামি মিল্‌মিলেয় দু' একটা খ'স্‌বে, সেই দিন ব'ল্‌বে যে, দেবতা-ব্রাহ্মণে পূজা দেয় কেন? বেটি! নেকি! জানেন না যে, পূজা দেয় কেন?

লীলা। আমার ত বাপু ছেলেপিলে নাই, ছেলেপিলের মধ্যেই তোমরা।

উদরসর্ব্বস্ব। মায়ের চেয়ে ভালবাসেন উনি, এ বেটা নিশ্চয়ই ডান্। যা চ'লে যা, বাজা মাগী, বগঠেঙ্গী বেটি! আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে মজাদারি ক'র্‌তে এসেচ, বটে!

লীলা। তা বাছা! তুমি পথে শুয়ে কেন?

উদরসর্ব্বস্ব। পথে শুয়ে কেন? পথ ওঁর বাবার জমিদারী! দেখ্ বেটি, বক্ বক্ ক'রিস্ নে ব'ল্‌চি! আমার ব্রহ্মণ্যিদেব এখনই ক্রোধে জ্ব'লে উঠ্‌বেন, তখন কিন্তু কিছু বাচবিচার ক'র্‌ব না, সব খেয়ে ফেল্‌ব। স্ত্রী-হত্যার পাতকের ভয় ক'র্‌ব না।

লীলা। এই ত বাপু! তুমি কি আমায় স্ত্রীলোক ঠাওরেচ না কি?

উদরসর্ব্বস্ব। তা আর ঠাওরাব বা কিসে? স্ত্রীলোক হ'লে এতক্ষণ ত আমায় কত মানত মানতে। তুই বেটী কি তাই?—তুই বেটী পুরুষের বাবা!

লীলা। এই ত ঠাকুর! সব ফাঁসিয়ে ফেল্‌লে; আমি এই মানত মান্‌ব মান্‌ব মনটা ক'র্‌ছিলাম।

উদরসর্ব্বস্ব। বটে, বটে! (স্বগতঃ) তবে ত কাজ খারাপ হ'য়ে গেছে! থুড়ি, মাকাল-বুড়ি! কড়ে আঙ্গুল ধ'রেচি। (প্রকাশ্যে) তা, তা, তুমি কিছু মনে ক'র না, আমি অভিসম্পাত দেবো না, তুমি কিছু পূজা দিয়ে যাও। দেখ, শোন;—এমন কাজ আর নেই। এতে ফুল তোলা নেই, চন্দন ঘষা নেই, কোনটাই নেই। বুঝ্‌লে? আর দেখ, আমার এই যে উদর দেখ্‌চ, ইনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম! ইনিই জীবকে হাতে হাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল দান ক'রে থাকেন। ইনি সাক্ষাৎ দেবতা। হয়, নয়, তুমি কিছু পূজা দাও, তাহ'লেই টের পাবে।

লীলা। তা বেশ, তোমায় নয় কিছু মানতই মান্‌লেম; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি পথে শুয়েছিলে কেন? গৃহে যাও না কেন?

উদরসর্ব্বস্ব। এ পাগ্‌লী বেটীর কথা শোন। আরে পাগ্‌লি! আমার আবার ঘর দোর কি বল্? ভগবানের কি আর কোন অট্টালিকা বা পাতার কুঁড়ে থাকে? তাঁর বাস সর্ব্বত্রই। তা তোকে এতক্ষণ ধ'রে, কি ছাই আর বুঝালাম? এই আমার উদর হ'চ্চেন ভগবান্। ইনি বলেন—জীব বৃথা কর্ম্মে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে সন্তুষ্ট না ক'রে, যে ব্যক্তি

ঘোরে, তার নরকে গমন হয়। দেখ্ বেটি! এই পেটের জন্যই সব; দেখ ভেবে, নয় কি না? ছাই, এই পেট যদি না থাক্‌ত, তাহ'লে জীবের কিসের ভাবনা ছিল বল্? আমি অনেক দেখে শুনে, শেষে এই পেটকেই ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রেচি।

লীলা। তা ভালই ক'রেচ, কথাও তাই বটে! এই পোড়া পেটের জন্যই চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা, শঠতা। কথা মন্দ নয়। তবে এ শয্যা কেন?

উদরসর্ব্বস্ব। ঐটেতেই মা, আমায় কিছু ধ'র্‌তে পার। কিন্তু ওটা প্রকৃতি। ওটা না হ'লে, আমার ব্রহ্মণ্ডিদেব বেশ শান্তিতে থাক্‌তে পারেন না। বুঝ্‌লে মা! আমার ব্রহ্মণ্ডিদেব যখন বেশ পূজা গ্রহণ ক'রে শীতল হন, তখন এই তার অনন্ত শয্যা হয়। কেশব আমার এ সব ভালবাসেন! ওমা—গোপাল আমার কাঁদ্‌চে! ক্ষুধা পেয়েচে মা—

গীত।

ঘরে ফিরে এলো মা তোর গোপাল। (ধেনু চরায়ে গো)
কোলে নে মা তুলে, কলা দোব ব'লে,
নইলে গোপালের পাঁচনী বাড়ীতে তোর ভাঙ্গবে কপাল॥
ও মা, ত্বরা ক'রে আয় গো নেয়ে, ডেলে চেলে দে চড়ায়ে,
তায় ঘৃত কিছু ঢেলে দে গো—(ও মা গাওয়াঘৃত)
ইলিশ মাছের ভাজা তাহে, ও মা নাম শুনেই প্রাণ দহে,
(ও মা গঙ্গার ইলিশ)
ও মা খাব, ও মা খাব, ও মা খেপেচে তোর স্নেহ-দুলাল॥

লীলা। বেশ বেশ বাছা, এক আনন্দেই আছ!

উদরসর্ব্বস্ব। ঐ আনন্দ মা! ঐ আনন্দই পরমানন্দ! ঐ পরমা-

নন্দেই পরমা মুক্তি। চল্ মা—বনটার আড়ালে যাই। কতকগুলো ডিঙ্গুরে ছেলে আস্‌চে নয়?

লীলা। তা তোমার অত ভয় কেন?

উদরসর্ব্বস্ব। ও মা, আমার ব্রহ্মণ্ডিদেব—ঐ মুখপোড়া ছেলেগুলোকেই ভয় করেন। চল্ মা পালাই—বনে ত কারও আর বিয়ে টিয়ে পৈতে ভাত নাই, চল্ দেখি গে, কোথাও কারও শ্রাদ্ধ টাদ্ধ আছে কি না? দেখি গে চল্। মান্‌সিকটাও তুমি শুদে ফেল্‌বে চল।

লীলা। দাঁড়াও বাবা! আহা, ছেলেগুলি কেমন খেলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে আস্‌চে দেখ! একটু থাক, একটু দেখেই তোমার মানত শোধ ক'র্‌ব।

উদরসর্ব্বস্ব। মহাবিপদেই ফেল্‌লে দেখ্‌চি! যাই হ'ক্- ভক্তে মানত মেনেচে, যাবারও উপায় নাই। এই রে—বেটারা শুয়োরের পাল ঢুক্‌চে।

ঋষিবালকগণের প্রবেশ।

ঋষিবালকগণ। গীত।

ছুটে ছুটে ছুটে লুটে লুটে লুটে চল্ তুলি গে ভাই ফুল।
ডাগর ডাগর সেঁউতি টগর কুঁদ শেফালি বকুল॥
আঃ আঃ আঃ, কেমন গন্ধ মনোহর,
জুই বেলা মালতী গোলাপ প্রাণ করে রে তর,
নে ছিঁড়ে, ভর কোঁচড়ে, বোন্‌কে দোব ক'রে কাণের দুল॥
দেখ্ দেখ্ সূর্য্যিমণি ঘোম্‌টা খুলেচে,
ঢাক ঘোম্‌টা ওগো মাসি, ঐ মামা এসেচে ;—
রাঙা রাঙা সূর্য্যিমামা মাথায় রাঙা চুল॥

ঋষিবালকগণ। ও ঠাকুর, ও ঠাকুর! একটা কলা দেবে?

উদরসর্ব্বস্ব। (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক) এস, নাও, নাও, নাও না? তোমাদের জন্যই ত এখানে অপেক্ষা ক'র্‌চি! এস এস, চাঁদেরা এস, ধন এস। নাও, নাও—

১ম ঋষিবালক। ঠাকুর! ও কি কলা, ও যে বুড়ো আঙুল?

উদরসর্ব্বস্ব। না, না, মর্ত্তমান রম্ভা!

২য় ঋষিবালক। দাও ত ঠাকুর! কেমন মিষ্টি দেখি? (কামড়াইতে উদ্যত)।

উদরসর্ব্বস্ব। ও বাপ্ রে—ছোঁড়া কি বিট্‌কেল—ডিঙ্গুরে রে! দেখ্ বেটা, ভস্ম হবি, স'রে যা! ওলাউঠা হবে।

৩য় ঋষিবালক। তবে ঠাকুর! আমাদিগে বুড়ো আঙুল দেখালে যে!

সকলে। নে রে ভাই। ঠাকুরের সব কেড়ে খাই আয়। (সকলে উদরসর্ব্বস্বকে আক্রমণ ও লীলার অন্তর্দ্ধান)।

উদরসর্ব্বস্ব। ও বাপ্ রে! খেলে গো—সব খেলে গো! মা—ওমা—যা বগ্‌ঠেঙ্গী বেটী পালিয়েচিস্! সেই বেটীর এই সব রং! ও বাপ্ রে—

[বেগে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। ভগু! এততেও তুই লক্ষ্মীর মর্য্যাদা বুঝ্‌লি নে! অনাহারে উদর-যন্ত্রণায় অনিদ্রায় থেকেও আমায় অশ্রদ্ধা! তোর বাকী কি? পত্নী ত দুই দিন উপবাসিনী! দুধের ছেলে দু’টী ধাতা বিধাতা, তারাও ঐ পোড়া পেটের জন্য বনে বনে ফল অন্বেষণ ক’রে বেড়াচ্চে। দেখ্ দেখি পাষাণ! এতেও তোর জ্ঞান হয় না যে, লক্ষ্মীর কোপে তোর কি দুর্দ্দশা হ’য়েচে! নাই দেখ্, কিন্তু লক্ষ্মীর এখনও প্রতিহিংসা মিটে নি। আরও অনেক চোখের জল ফেল্‌তে হবে, আরও অনেক ভীষণ যন্ত্রণা অবহেলে বুক পেতে নিতে হবে, আরও অনেক শোকাবহ দৃশ্য চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌তে হবে! তবে যদি লক্ষ্মীর সহিত বিবাদ ক’রে সপত্নী সরস্বতীর দয়া পাস্! ঐ যে, সেই দুধের বাছারা ফলের জন্য এই বনের মধ্যে প্রবেশ ক’র্‌চে! আহা, পাষাণী

লক্ষ্মি! ক্রোধে তুই কি ক'র্‌চিস্? না, না, ভৃগু আমার বড় অপমান ক'রেচে। আমি ভালবেসে মা হ'তে গেলাম, চণ্ডাল আমায় বিমাতা ব'লে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিয়েচে। এরা আমার শত্রুর পুত্র! এরাও আমার ঘোর শত্রু! যাও, যাও, বনে ফল নাই; ঐ শুষ্ক আঁখি শুষ্ক ক'রে, বুকের দুঃখ বুকে নিয়ে, ধীরে ধীরে কুটিরে যাও! লক্ষ্মীর মায়ার কুহকে জীবনের আশা পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে, ভেসে যাও! সেই চণ্ডাল ভৃগুর নিকট যাও! লক্ষ্মীর অপরাধ নাই! ভৃগুই এ ক্ষেত্রে শিশুহন্তা মহাপাপী।

[প্রস্থান।

ধাতা ও বিধাতার প্রবেশ।

গীত।

ও বিধাতা। আমাদের বাপ্ ভিখারী মা ভিখারিণী।
আমরা দুটী দুঃখীর ছেলে দুঃখে কাটে দিনযামিনী॥
মা চালের পিটুলি গুলে, খাওয়ায় মোদের দুধ ব'লে,
আমরা খাই বসি মা'র কোলে, মা ভাসে নয়ন-জলে,
মোদের মুখের দিকে চেয়ে বলে, হায় রে কপাল যাদুমণি॥
উঠ্ না দাদা কাঁদে চ'ড়ে, পাড়্ না ফল আকশী ধ'রে,
মা কাল হ'তে নিছোক উপোস দিয়ে ঘরে;—
তুই কাঁদে নিতে পারবি কেন ভাই,
তুই ছেলেমানুষ, তোর ত কোন সহ্য নাই,
তার চেয়ে তুই উঠ কাঁদে,

(বিধাতার স্কন্ধারোহণোদ্যত ও পতন)।

বিধাতা। ও দাদা গো ম'লাম ম'লাম, উহু দাদা গেলাম গেলাম,
ধাতা। কেন রে ভাই বনে এলাম, (ফল অন্বেষণে রে ;
বাবা ব'ক্‌বে কত, মা কাঁদ্‌বে কত,
আমাদের মা যে জনমদুঃখিনী ॥

বিধাতা! লাগ্‌লো কি ভাই! দাদামণি! উঠে পড়!

বিধাতা। দাদা! বড় লেগেচে। এখানে একটা কাঁটা ছিল, সেই কাঁটাটা পায়ে ফুটে গেছে।

ধাতা। কৈ দেখি! আহা হা, তাই ত রে! পা দিয়ে যে দরদরধারে রক্ত ঝুজিয়ে প'ড়্‌চে। বিধাতা, কত লেগেচে দাদা! একটু সহ্য কর ভাই! আমি ছুটে গিয়ে একটা কাঁটা আন্‌চি। তাতে তোর পায়ের কাঁটা তুলে দোব। (গমন ও কাঁটা আনয়ন)।

বিধাতা। দাদা গো! বড় কন্ কন্ ক'র্‌চে।

ধাতা। এই যে ভাই, আমি এনেচি। (কাঁটা তুলিয়া দেওন) আহা ভাই, মা দেখে কত কাঁদ্‌বেন। চল ভাই! কুটিরে যাই, আজ আর আমাদের ফল অন্বেষণে যাওয়া হ'ল না।

বিধাতা। না দাদা, আমি ভাল হ'য়ে গেচি। গুটিগুটি যাই চল। আমাদের মা যে কাল হ'তে কিছু খান্ নি! ফল আন্‌তে না গেলে, শুধু হাতে কুটীরে গিয়ে কেমন ক'রে মায়ের শুক্‌নো মুখ দেখ্‌ব দাদা!

ধাতা। বিধাতা রে! ভগবান্ যে আমাদিগে মা বাপের শুক্‌নো মুখ দেখ্‌বার জন্যই সংসারে পাঠিয়েছেন ভাই!

বিধাতা। দাদা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব?

ধাতা। কি কথা ভাই বিধাতা!

বিধাতা। ব'ল্‌বে ত? বল, আর কাকেও আমার কথা ব'ল্‌বে না?

ধাতা। না ভাই! কি কথা বল?

বিধাতা। আচ্ছা দাদা! আমাদিগে দেখ্‌লেই মা কত দুঃখ করেন, কত কাঁদেন, কত কথা বলেন; কিন্তু কৈ বাবাকে ত এক দিনও এমন দেখি নাই দাদা! মাকে দেখ্‌লে মনে হয়, মা আমাদের যেন কোন অভাগিনী জন্মদুঃখিনী; আবার বাবাকে দেখ্‌লে মনে হয়, বাবা আমাদের কিসের ভিখারী? আমাদের বাবা যেন রাজা, আমরা যেন রাজার ছেলে। আচ্ছা, দাদা! বাবা কি দুঃখকে দুঃখ মনে করেন না?

ধাতা। ভাই রে, মাও এক দিন ঐ কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, বাবা তাতে হেসে হেসে ব'ল্‌লেন, "পাগলিনি! সুখ দুঃখ কিছুই নয়। সব মনের ভিতর! মনের সুখই সুখ, মনের দুঃখই দুঃখ! যারা সংসারে ভাল লোক হ'তে ইচ্ছা করে, তারা মনকে সুখ দুঃখের ভাবনা ক'র্‌তে বারণ করে।"

বিধাতা। মা তাতে বুঝি আর কোন কথা ব'ল্‌লেন না?

ধাতা। তা আবার ব'ল্‌লেন না? প্রায় সন্ধ্যা হ'তে রাত দুপুর পর্য্যন্ত ঐ সব কথা হ'য়েছিল, আমি কতকটা শুনে ঘুমিয়ে পড়ি! সকাল বেলা উঠে আমি আগে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম যে, মা! সুখ দুঃখটা কি? মা ব'ল্‌লেন, "তোর পিতার নিকট শুনিস্।" আমি ব'ল্‌লাম, মা তুমিই বল। মা আমার চুম খেয়ে ঐ রকম কথাই ব'ল্‌লেন। মায়ের চক্ষের জলে বুক ভেসে

যেতে লাগ্‌ল ভাই! মাকে আমি আবার ব'ল্‌লেম, মা, তবে তুই কাঁদ্‌চিস কেন? মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ল্‌লেন, "পাগল ছেলে, সে মন হওয়া কি সহজ কথা! তাই কাঁদ্‌চি বাবা!" মায়ের কান্না দেখে আমারও ভাই, কান্না এলো! মা ছেলে-দুজনেই অনেকক্ষণ কাঁদ্‌লাম!

বিধাতা। আচ্ছা দাদা, আমরা কি বাবার মত মন ক'র্‌তে পারি না?

ধাতা। বিধাতা, তুই বড় ছেলেমানুষ; বাবা কি সহজে অমন মন ক'র্‌তে পেরেচেন? আমাদের যে ভাই পেটের জ্বালা বেশী!

বিধাতা। ভগবান্. মানুষের পেট দিয়েছিলেন কেন?

ধাতা। ঐ দেখ্ দেখি! অমনি তুই ভগবানের দোষ দিলি! তবে তুই মনকে সুখ দুঃখ ছাড়া কেমন ক'রে ক'র্‌তে যাচ্ছিলি?

বিধাতা। মনকে সুখ দুঃখ ছাড়া ক'র্‌লেও করা যেতে পারে; কিন্তু মায়ের চোখের জল ফেলা আমি কিছুতে দেখ্‌তে পারি না দাদা!

ধাতা। বিধাতা রে, তুই মায়ের চোখের জল দেখ্‌তে পারিস্ না, আর আমি কি মায়ের চোখের জল দেখ্‌তে পারি ভাই! আচ্ছা, তুই বল্ দেখি, তুই যখন খাবার জন্য মায়ের আঁচল ধরিস্, মা—খাবার নাই ব'লে তোকে কিছু ব'ল্‌তে না পেরে, কেবল উপর দিকে দুটি হাত তুলে নারায়ণ ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেলেন, তবু তুই ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদ্‌তে থাকিস্, বাবা তা দেখ্‌তে না পেরে ধীরে ধীরে

সেখান হ'তে চলে যান, তখন আমি আর কি সেখানে থাকি? বিধাতা রে! তখন মনে হয়, মা পৃথিবী তুমি দুফাঁক হ'য়ে যাও মা, আমরা তোমার ভিতরে যাই। বিধাতা রে! সব সহ্য হয়, দু দিন উপোস দিয়েও থাকতে পারি, কিন্তু ভাই, মার চোখের জল দেখে কিছুতেই আর থাকতে পারি না। (রোদন)।

বিধাতা। না, দাদা, আমি আর মাকে কোন দিন খাবার চাইব না।

ধাতা। ছেলেমানুষ তুই! তোর দোষ কি ভাই! দুধের ছেলে তুই! তুই মাকে খাবার না চেয়ে, কার কাছে খাবার চাইবি?

বিধাতা। দাদা, তুমিও ত ছেলেমানুষ, তুমি নয় আমার চেয়ে দু-বছরের বড়! তুমি ত মায়ের দুঃখ ভেবেচ, তুমি ত আমার মত মাকে খাবার চাও না। আমি বড় দুষ্ট ছেলে, তাই আমার মাকে আমি কাঁদাই! মাগো! তুই আমার জন্য কাঁদিস্? না মা, আর তোকে কাঁদাব না, আর তোকে কোন দিন আমি খাবার চাইব না। (রোদন)।

গীত।

আর যাব না, আর চাব না, দেমা দেমা খেতে দে মা ব'লে।
মায়ের দারুণ বেদন, মলিনবদন, দেখ্‌লে জীবন হু হু জ্বলে॥
মা যে অতি ভিখারিণী, জনমদুঃখিনী, জ্বলে দিন যামিনী দুঃখানলে,
(হায় হায় ভাসে চোখের জলে,) ও গো—মার দুঃখ ভাবার,
কে আছে আর, বল দাদা ভূমণ্ডলে॥

(এ ভবের মাঝে, মায়ের আপনার ব'ল্‌তে কেউ নাই গো।)
যবে দুটী ভেয়ে মিলে, ভাসি আঁখিজলে. যাই মা মা ব'লে মার কোলে ;—
(মা কেমন করে, দেখেছ ত মা কেমন করে)
দাদা তখন করি মনে, এই ক্ষণে, ত্যজি প্রাণ জাহ্নবীর জলে ॥
(আর সাধ নাই, সাধ নাই, মাকে দুঃখ দিতে আর সাধ নাই, সাধ নাই ;)।

ধাতা। বিধাতা! কাঁদিস্ নে। তোর কান্না দেখ্‌লে আমি আর স্থির থাক্‌তে পারি না ভাই! বরং মায়ের কান্না সহ হয়, কিন্তু তোর কান্না কিছুতেই দেখ্‌তে পারি না দাদা! চুপ কর! মায়ের কাল হ'তে অসুখ হ'য়েচে! মা আজ আর বনে ফল অন্বেষণে আস্‌তে পার্‌বেন না! চল্, গুটি গুটি বনের মধ্যে ফল দেখি গে।

বিধাতা। দাদা, তাই চল্। মা আমাদের দিন খাওয়ায়, মাকে আমরা আজ খাওয়াব। আগে ঐ ফল্‌টা পাড়্‌বে না? কৈ—ফল্‌টা কোথায় গেল বল দেখি! এই ত এসেই ফল দেখ্‌লাম, এরই মধ্যে কে এসে ফল পেড়ে নিলে? দাদা, এ যে অবাক্ ক'র্‌লে!

ধাতা। ভাই রে! চ'লে এস, আজ আর বুঝি ফল পাওয়া যাবে না! আজ আর আমরাও খেতে পাব না, আর আমাদের অভাগিনী মায়েরও খাওয়া হবে না!

বিধাতা। কেন দাদা, এ কথা ব'ল্‌চ?

ধাতা। ভাই, আমাদের ভাগ্য দেখে ব'ল্‌চি। তা না হ'লে এই দেখা গাছের ফল, কোথায় গেল ভাই!

বিধাতা। বুঝি পাখীতে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

ধাতা। বিধাতা রে! দুর্ভাগ্যের সময় পাখীও আমাদের শত্রু! চ'লে এস ভাই! কুটিরে যাই—

বিধাতা। না দাদা, আমরা বরং অন্য বনে যাই চল। বন পাতি পাতি ক'রে খুঁজি গে চল। দাদা, আমাদের মা যে কিছু খান্ নি! তার উপর মার অসুখ হ'য়েচে! আমরা কিছু না নিয়ে গেলে, মা যে অনাহারে মারা যাবেন দাদা!

ধাতা। তাই চল ভাই, কিন্তু আজ বড় আমার আর ভাল লাগ্‌চে না। (গমন) কৈ বিধাতা! এ বনে কি কিছু দেখ্‌তে পাচ্চ ভাই!

বিধাতা। কৈ দাদা—এ বন যে আজ ফলশূন্য হ'য়েচে। চল আরও একটু এগিয়ে যাই। (গমন)।

বিধাতা। দাদা, এ যে বড় গহন বন! শেষে ত আবার পথ ভুলে যাবো না? বরং অন্য বনে যাই চল।

ধাতা। বিধাতা, দেখ্‌ ভাই, দেখ্‌ ভাই! ঐ আমগাছটার তলায় কত ফল ছড়ান আছে দেখ্‌! আম, জাম, কাঁটাল, শশা, কলা, জামরুল, কামরাঙা, নিচু, পেয়ারা কত ফল রে ভাই, কত ফল দেখ্‌! কে এখানে এমন ক'রে ফল রেখে গেল!

বিধাতা। তাইত দাদা, কত ফল দেখ! ভগবান্ বুঝি আমাদের মায়ের দুঃখ দেখে, এমন ক'রে ফল রেখে গেছেন! এস দাদা, দুভেয়ে কোঁচড়ভরে এই সব ফল তুলে নিয়ে কুটীরে যাই। মা দেখে কত আহ্লাদ ক'র্‌বেন!

ধাতা। তাই আয় ভাই! (দুই ভ্রাতায় ফলগ্রহণোদ্যত)।

দ্রুতবেগে মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ।

মার্কণ্ডেয়। আরে আরে অবোধ শিশু! সাবধান, সাবধান! এই দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোরা এত দূর বনে এসেচিস্? সাবধান। সাবধান! ফলে হস্তার্পণ ক'র না!

উভয়ে। কে আপনি? আপনার বুঝি এই সব ফল?

ধাতা। ঋষিঠাকুর! আমরা অন্যায় কাজ ক'রেচি, আমরা জানি নাই যে, মহাশয় এস্থানে ফলগুলি রেখে গিয়েছেন।

বিধাতা। আমাদের মা আজ দুদিন হ'ল উপবাসিনী, আমরাও কাল হ'তে উপবাসী, তাই আমরা ফল নিতে যাচ্ছিলাম। আমরা জানি না যে, এ ফলগুলি আপনার। ঠাকুর! পায়ে ধরি, আমাদের উপর রাগ ক'র্‌বেন না।

মার্কণ্ডেয়। চাঁদ রে! তোমাদের উপর রাগ কি ভাই! তোমাদের উপর অনুরাগই যে আমার অধিক, তাইত ছুটে এলাম চাঁদ! এই লও, তোমার উপবাসিনী মায়ের জন্য, তোমার উপবাসী পিতার জন্য, আর তোমাদের দুই ভ্রাতার জন্য এই প্রচুর ফল এনেচি, এই লও। (ফলদান)। যাও ভাই, কুটিরে যাও, আজ বড় দুর্য্যোগ! নীলাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌চে। বায়ুও প্রবলবেগে প্রবাহিত হ'চ্চে! কুটীরে যেতেও প্রহর কাল অতিবাহিত হবে, তোমার মা কত ভাব্‌চেন! যাও, শীঘ্র যাও,—

ধাতা। আপনি কে? আপনি পরম দয়ালু!

বিধাতা। আপনি কি ভগবান্?

মার্কণ্ডেয়। না ভাই, আমি ভগবানের দাসানুদাস!

ধাতা। ভগবানের দাসের যখন এত দয়া, না জানি ভগবানের তখন কত দয়া ?

মার্কণ্ডেয়। ভাই রে! তাঁর অপার দয়া! তাঁর দয়ার সলিলে এই অখিল বিশ্ব ভাস্‌চে। তাঁর দয়ার স্রোতে চন্দ্রসূর্য্য ভেসে যাচ্চে! তাঁর দয়ার কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌চ? তিনি দয়ার নিধি! করুণার সাগর!

গীত।

তাঁর দয়ার আছে কি শেষ ও আমার ভাই রে।
তাঁরে যেমন ভাবে ভাবি তেমন ভাবে পাই রে॥
সে পিতৃ-রূপে করে পালন, মাতৃরূপে করে যতন,
ভ্রাতৃরূপে প্রেম-বন্ধন, বাঁধিছে সদাই রে॥
ফল শস্য খাদ্য যত, তাঁরই সব করুণা ত,
জীবগণে দয়াল পিত, ব'লে ডাকে তাই রে॥

বিধাতা। আচ্ছা, আপনি আমাদের দু-ভাইকে এত ফল দিলেন, তবে এই সামান্য ফলগুলিতে হাত দিতে আমাদের নিবারণ ক'র্‌ছিলেন কেন?

মার্কণ্ডেয়। ভাই! ঐ ফলগুলি ফল নয়! তোমার পিতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী কোপনা লক্ষ্মী, এই খানে মায়া-ফলরূপে তোমাদের জীবন বিনাশের জন্য অবতীর্ণা হ'য়েচেন!

বিধাতা। কি ব'ল্‌লেন, এই ফল মা লক্ষ্মী? মা লক্ষ্মী আমাদের শত্রু বটেন। আমি বাবার মুখে শুনেচি, লক্ষ্মীর সহিত বিবাদ হ'তেই পিতা আমার ভিখারী হ'য়েচেন! তা যেন হ'ল, কিন্তু এই ফল আমাদের প্রাণ নষ্ট ক'র্‌তো কিরূপে?

ধাতা। আর ফলই বা লক্ষ্মী হ'লেন কিরূপে ?

মার্কণ্ডেয়। বৎস, মায়াপ্রভাবে লক্ষ্মী ফলমূর্ত্তি ধারণ ক'রেচেন ?

বিধাতা। ঠাকুর! একবার আমাদিগে সেই মা-লক্ষ্মীকে দেখান, আমরা বাবার জন্য তাঁর পায়ে ধ'রে মিনতি ক'র্ব।

মার্কণ্ডেয়। ভাই, তবে দেখ! এই ফলমূর্ত্তিই তোমাদের কিরূপে জীবন নাশ ক'র্ত দেখ! বিষ্ণু-বনিতে! মা কমলা গো! দরিদ্র ভৃগু যেমন তোর ঘোর শত্রু, নরাধম মার্কণ্ডেয়ও তোর সেইরূপ ঘোর শত্রু! এ জীবনে মা, তুই আমায় কখন দয়া ক'রিস্ নাই, আর আমিও এ জীবনে তোর কখনও দয়া প্রার্থনা করি নাই। তবে জননি! ক্রোধবশে যেমন চণ্ডালিনীর ন্যায় কার্য্য ক'র্তে উদ্যত হ'য়েছিলি, তদ্রূপ তোর চিরশত্রু মার্কণ্ডেয়ও আজ তার প্রতিদান প্রদানে সমুদ্যত! হয় তোর কোপে ভস্ম হব', নয় নিজ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েচে ব'লে, তুই নিজে নিজেই লজ্জিত হবি!

(কমণ্ডলু আঘাত ও রাক্ষসীর আবির্ভাব)

ধাতা ও বিধাতা। ঠাকুর! ঠাকুর! রক্ষা কর! রক্ষা কর! উঃ, কি ভয়ানক! মা গো—(মার্কণ্ডেয়কে ধারণ)।

মার্কণ্ডেয়। ভয় নাই ভাই! আমার নিকট আছ, ভয় কি? জিজ্ঞাসা ক'র্ছিলে নয় যে, ফলে কিরূপে আমাদের জীবন সংহার ক'র্ত! এখন দেখ্লে, কিরূপে জীবন-সংহার ক'র্ত? তোমরা ঐ ফলে হস্তক্ষেপ ক'র্লেই, ঐ রাক্ষসী তোমাদিগে ভক্ষণ ক'র্ত।

ধাতা। মহাশয়! মা-লক্ষ্মীর কি ঐরূপ মূর্ত্তি?

মার্কণ্ডেয়। না ভাই, মা-লক্ষ্মীর ঐ রূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি নয়। তিনি শান্ত, সুশীলা, বিনীতা, গুণবতী, দয়াবতী।

বিধাতা। তবে এখন এমন বেশ কেন?

মার্কণ্ডেয়। ভাই রে, লক্ষ্মী যখন ক্রুদ্ধা হন, তখন এই রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধারণ করেন। তখন তিনি শান্তার পরিবর্ত্তে দুষ্টা, সুশীলার পরিবর্ত্তে দুশ্চরিত্রা, বিনীতার পরিবর্ত্তে অবিনীতা, দুঃশীলা। ভাই রে! তোমরা বালক, কিছু বুঝ্‌তে পারবে না; তবে কিঞ্চিৎ বলি শোন। এই লক্ষ্মীই সংসারীর গৃহিণী! তিনি যখন শান্তভাবে থাকেন, তখন তিনি সংসারের উন্নতি-কারিণী দয়াবতী, গুণবতী, গৃহের প্রীতিদায়িনী আলোকদায়িনী। আবার তিনি যখন চঞ্চলা হন, তখন তিনি এই রাক্ষসীর ন্যায় মুর্ত্তি ধারণ ক'রে, সম্মার্জ্জনী হস্তে ল'য়ে, সংসারের সুখ, ঐশ্বর্য্য, তৃপ্তি, ভালবাসা সকলই দূরীভূত করেন। ভাই রে, লক্ষ্মীই কালে শান্তিময়ী মধুরা দেবীমূর্ত্তি, আবার কালে চঞ্চলা, প্রখরা, অশান্তিকারিণী কুৎসিতা, রাক্ষসীমূর্ত্তি। লক্ষ্মীই তারা, ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি, আবার লক্ষ্মীই ছিন্নমস্তা, কাকধ্বজারূঢ়া ধূমাবতী মূর্ত্তি!

[রাক্ষসীর বিকটহাস্য করিয়া প্রস্থান।

মার্কণ্ডেয়। যাও, যাও রাক্ষসি! মার্কণ্ডেয় তোমার ও ভীমা-মূর্ত্তিতে ভীত নয়। যাও ভাই সকল! কুটিরে যাও! মা তোমাদের জন্য কত ভাব্‌চেন! কোন ভয় নাই, মাকে তোমাদের ব'ল যে, মা গো, আমাদের মত আর একটী তোমার ছেলে আছে! সে ছেলে থাক্‌তে তোমার কোন ভয় নাই!

আমার সাধনা, আমার তপস্যা, সকলিই সতীমার শ্রীপাদপদ্মে! মার্কণ্ডেয়! শক্তি-সাধক! সেই শক্তিময়ী সতীমার সন্তান আমি! সন্তান থাকতে মায়ের ভয় কি! সংসারে মায়ের জয়, আর সন্তানের জয়! যাও ভাই, কুটীরে যাও, আজ বড় দুর্য্যোগ। আবার মাঝে মাঝে দেখা হবে।

[প্রস্থান।

উভয়ে। জয় মায়ের জয়, মার সন্তানের জয়।

[প্রস্থান।

দ্রুতপদে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। মার্কণ্ডেয়! তুমিও আমার শত্রুতা ক'র্‌চ? বুঝ্‌লেম, ভৃগু-নির্য্যাতনের তুমিই আমার কণ্টক। আচ্ছা, যে যার পরাক্রম প্রকাশ কর। দেখি, ভৃগুকে কতরূপে রক্ষা কর? মনে ক'রেচ, নিজে ফল দিয়ে, আজ উপবাসিনী খ্যাতি, উপবাসী ভৃগু আর তার সন্তানদিগে রক্ষা ক'র্‌লে! তা মনে ক'র না। এখনও অনেক বিপদ! এখন অনেক বজ্র আছে! কটা সহ্য ক'র্‌তে পারে, তাই দেখ্‌ব! এই তো ঘোর অন্ধকারে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন ক'র্‌লাম! দেখ দেখ—খ্যাতি ও ভৃগু দুজনেই সন্তানের স্নেহে পাগলিনী পাগলের মত বনে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে কি না? এখনও হ'য়েচে কি? তার উপর আবার মধুকৈটভ আছে! রোদন! রোদন! চোখের জল! চোখের জল! এখনও কত আছে, কে তার সংখ্যা ক'র্‌বে?—কে তা ভাব্‌বে? দেখ

মানব! দেখ জগৎ! লক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের কি দুর্গতি! কি শোচনীয় পরিণাম!

[প্রস্থান।

উন্মাদিনীভাবে খ্যাতির প্রবেশ

খ্যাতি। ধাতা রে আমার—বিধাতা রে—
ধাতা, বিধাতা—কোথা বাপ তোরা?
কৈ, কেউ কেন না দেয় উত্তর?
বন হ'তে এনু বনান্তর, তবু যে কোথাও,
কারো নাহি পাই সাড়া? কি দুর্য্যোগ বিষম বিপদ আজ!
কাজ নাই ফল অন্বেষণে, মার প্রাণে লেগেচে তরাস।
আয় চাঁদ আয় ঘরে ফিরে!
এ কি, এ কি! পশ্চিম-আকাশ মেঘে যেন কুজ্ঝটিকাময়,
বৃষ্টি পড়ে মুষলধারায়—
পথ, ঘাট, মাঠ না পাই দেখিতে,
ঘোর আঁধারেতে!
তারপর বজ্রের দারুণ ডাক্,
পূর্ব্ববায়ু হুহু দেয় হাঁক্—
চপলা চমকে যায়, কাঁপায় মায়ের প্রাণ—
উপবাসে র'য়েচি আকুল,
তাহে প্রতিকূল কেন বাপ তোরা?
ধাতা রে—বিধাতা আমার!
কেন বাপ, বিলম্ব রে এত?

(মেঘগর্জ্জন)

উহু উহু হুরু হুরু মেঘের গর্জ্জন! কৈ প্রাণধন!
ধাতা রে, কোথা তোরা, আয় ছুটে মা মা ব'লে—
আয় কোলে যাদু—শূন্য রে কুটির,
শূন্য তোর মার হৃদয়-মন্দির!
আয় রে নয়ন-তারা, আঁখি-তারা হ'য়ে হারা,—
অন্ধা সম হ'য়েছি কাতর,
আয় বাপ জীবনের জীবন্ত জীবন!
কৈ—কোথা গো আমার—তারা? (বন-পর্য্যটন)।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে জনৈক সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী। গীত।

আমি মা দেখে মা ভালবাসি।
হের বিশ্ববাসি, মাতৃ-দৃশ্য আসি, কার তরে মা এলোকেশী ॥
কি স্নেহে বিভোরা হ'য়ে উদাসিনী, কোন্ স্নেহমদে মত্তামাতঙ্গিনী,
মদভরে সদা দমকে মেদিনী, ছাইছে করুণারাশি ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ সদা করে ঘন রোল, কে রে সন্তান দে রে মারে কোল,
মার কোলে সবে:বল রে মা মা বোল, মা থাক্ আনন্দে ভাসি ॥

দ্রুতপদে ভৃগুর প্রবেশ।

ভৃগু। ধাতা, বিধাতা—দুধের বালক কোথা গেল হায়!
একে তপস্যায় শীর্ণ কায়।
তায় পুনঃ পুত্রের ভাবনা।

পারি না পারি না আর যাতনা সহিতে,
ধাতা রে—বিধাতা আমার—কোথা গেলি তোরা !
ধিক্ ধিক্ জঠর-যন্ত্রণা—
পতিপ্রাণা খ্যাতি ঘটাইল এই মহাকাল !
কোথা গেল ফল অন্বেষণে ?
প্রতি বন করি পাতি পাতি ;
কোথাও না পাই দরশন !
বড়ই দুর্য্যোগ বিষম বিপদ আজ !
পুত্র-স্নেহে কাঁদে সদা চিত,
স্নেহের মূরতি জীবন্ত হইয়া উঠে প্রাণে।
ক্ষুদ্র-প্রাণ, তাহে যেন যোজন বিস্তারি—
শত চিতা জ্বলে !
কৈ তারা ? বুঝি নাই ?
বুঝি ক্ষুধা-ক্ষুণ্ণ—সেই দুটী কোমল পরাণ—
হারায়েচে বিধি-বিড়ম্বনে এই দারুণ ঘটনে !
ধাতা—বিধাতা—
নিরুত্তর ! আমারও না আছে উত্তর !
খ্যাতির উত্তর কিবা ? তা সেই পাষাণীই জানে।
করি কত বার বার নিবারণ,
পোড়া উদর-কারণ—ভেব না ললনে !
শুনেও সে কথা, আজ কেন না শুনিল—কি জানি !
নিজে যায় ফল অন্বেষণে,
আজ কেন পাঠাইল পুত্রগণে ?
অহো ! বুঝিলাম তুমি কর্ম্ম, তুমি মহাবলবান্ !

অ্যাঁ কে করে রোদন—ধাতা বিধাতার স্বর নয়?

(নেপথ্যে) ধাতা-বিধাতা। মাগো—এক ডাকিনী আমাদের মেরে সকল ফল কেড়ে নিলে গো—

(নেপথ্যে) খ্যাতি। বাবা রে আমার, কোথা তোরা?

(নেপথ্যে) ধাতা। সব কেড়ে নিয়েচে মা, ঐ ডাকিনী চ'লে গেল!

ভৃগু। ঐ বটে ধাতা-বিধাতার স্বর,
ঐ বটে পাগলিনী খ্যাতি—করিছে রোদন।
বুঝি কোন সর্ব্বনাশ ঘ'টেচে আবার!
উঃ, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা অতীব ভীষণ!

[বেগে প্রস্থান।

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। কঠোর, কঠোর, কঠোর নিষ্ঠুরতার জলন্ত ছবি! লক্ষ্মী, পাষাণী, জড়ময়ী, রাক্ষসী, কিরাতিনী, লীলার লীলা হ'তেও চমৎকারিণী কঠিনা লীলা তোর! ক্ষুধার্ত্ত, উপবাসী, অনাথ ভৃগুর অনাথ পুত্রদ্বটির হাত হ'তে, কেমন ক'রে মার্কণ্ডেয়প্রদত্ত ফলগুলি হরণ ক'র্লি? রাক্ষসি, দুধের ছেলের মুখের গ্রাস হরণ ক'র্তেও কি তোর পাষাণ-প্রাণে দয়া হ'ল না! ঐ দেখ্ দেখি—অভাগিনী খ্যাতি কি অবস্থায় ছেলে-দুটীকে কোলে ক'রে, নয়ন-জলে সিক্ত হ'য়ে যাচ্চে! দেখ্ দেখ্, ভৃগু-আশ্রমে আজ কি শোকের ঝড় ব'য়েচে! ঐ দেখ্ মহাপুরুষ ভৃগু, আজ সাংসারিক যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে, পত্নী-পুত্রের মলিন মুখ আর দেখ্তে না পেরে, স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি

ল'য়ে,"ভবান্ ভিক্ষাং দেহি" ব'লে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য বহির্গত হ'য়েচে! পাষাণও ফেটে যায় রে, পাষাণও ফেটে যায়! ছেলেদুটি পথশ্রমে শ্রান্ত হ'য়ে, "মাগো বড় ক্ষুধা পেয়েচে, মাগো বড় ক্ষুধা পেয়েচে," ব'লে মার পদতলে চীৎকার ক'রচে! অভাগিনী খ্যাতি অনন্যোপায় হ'য়ে, ক্ষুধার সান্ত্বনার আর অন্য কোন উপায় না দেখে, পাষাণ-বুকে ছেলেদুটীকে ঋষি-পুত্রদের সঙ্গে খেলাবার জন্য পাঠিয়ে দিচ্চে! আহা! তারা কি যেতে চায়! পোড়া পেটের জ্বালায় তারা যে চারিদিক শূন্যময় দেখ্চে! পাষাণি, ক্ষান্ত হ! এত ক'রেও, এখনও তোর ক্রোধ যায় নি! হায় হায়! ঐ যে রাক্ষসী এখনও পবিত্র ভৃগু-আশ্রমের প্রতি প্রখর নয়নে দৃষ্টিপাত ক'রচে গো! না জানি, রাক্ষসীর হৃদয়ে এখনও কি আছে! লক্ষ্মি! আমি যে তোর ভগিনী। ভগিনি! ভৃগু আমার পুত্র ব'লে তাই তোর এত ক্রোধ? ভয় নাই, ভৃগু, ভয় নাই! তুমি সরস্বতীর প্রসাদে অপূর্ব্ব জ্ঞানসুধা পান ক'রে, তুচ্ছ দারিদ্র্য-যন্ত্রণাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান কর। ভৃগু, ভয় কি? নিরক্ষর ধনীকে দর্শন ক'রে, কখন নির্ধন বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ বিদ্যাকে অবহেলা করে না; রত্ন-বিভূষিত বেশ দর্শন ক'রে, সতী কখন কুলটাবৃত্তি অবলম্বন করে না। ভয় নাই বাপ! রত্ন-সমুদ্র আর জ্ঞান-সমুদ্র—প্রভেদ অনেক।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভৃগু-আশ্রম।

খ্যাতির প্রবেশ।

খ্যাতি। হা দুর্ভাগ্য রে! আমরা স্ত্রীপুরুষেই না হয় তোর বিষনয়নে পতিত হ'য়েচি, কিন্তু অবোধ বালক প্রাণাধিক ধাতা-বিধাতা তোর নিকট কিসে অপরাধী হ'ল? বাছারা খেলে এসে যখন মা মা ব'লে কেঁদে দাঁড়াবে,তখন কি দিয়ে তাদিগে সান্ত্বনা ক'র্ব? তিন দিন হ'ল মুষলধারে বৃষ্টি হ'চ্চে, ঘরে একমুষ্টি চাল কিম্বা একটী শুক্‌নো ফলও সম্বল নাই। প্রাণেশ্বরও অতি প্রত্যূষে ভিক্ষার জন্য গমন ক'রেচেন; দৈবও বাদী হ'য়ে অনবরত বৃষ্টিবর্ষণ ক'র্চেন। বাছারা এই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে, "কি খাব মা, কি খাব মা" ব'লে, কতই আবদার ক'র্‌ছিল, তাদিগে কত বুঝিয়ে—নিতান্ত পাষাণীর মত,--অন্যান্য ঋষিকুমারদের সঙ্গে খেল্‌তে পাঠিয়েচি! আজ আমারও মনটা কেমন একরূপ হ'য়েচে। থেকে থেকে বুক যেন দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠ্‌চে, কি যেন এক ভাবী অমঙ্গল-চিন্তায় চম্‌কে উঠ্‌চি। যেন দুটী হতভাগ্য মাতৃহীন বালক, মা মা ব'লে, চতুর্দ্দিকে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চে। কে যেন এক বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ—চতুর্দ্দিকে আমায় ভয় দেখাচ্চে। অশুভনাশিনি ওমা মঙ্গলচণ্ডি গো! আজ তোমার অভাগিনী জনম-দুঃখিনী তনয়াকে কেন এমন ভয় দেখাচ্চ মা? এ দাসী ত এ জীবনে কারও প্রাণে বেদনা

দেয় নি। একমাত্র পতির পবিত্র চরণ সেবা ক'রে, ত্রিসন্ধ্যাকাল তোমার অভয়-চরণে প্রাণের জ্বালা জানাচ্চি। ত্রিতাপনাশিনী শিবে গো! অবলার তুমিই একমাত্র ভরসা। আমাদের পাষাণ-প্রাণে সকল যন্ত্রণাই সহ্য হবে; কিন্তু আমার ননির পুতলী অজ্ঞান ছেলেদুটীর প্রতি একবার করুণার চক্ষে চেয়ে দেখিস্ মা! অট্টালিকা—রত্ন অলঙ্কার—গৃহশয্যা—বস্ত্র-সাজ-সজ্জা—ভোগের জিনিষ কিছুই চাই না মা! আমার প্রাণাধিক বাছাদুটি, দুবেলা—তিত পোড়া যা হ'ক্ দুটী যেন খেতে পায়। বেলাও প্রায় তৃতীয় প্রহর। বোধ হয়, প্রাণেশ্বর এখন পর্য্যন্ত পরিশ্রম ক'রেও, কোনরূপ খাদ্যসংগ্রহ ক'র্‌তে পারেন নি। ছেলেরা এবার কেঁদে এসে দাঁড়ালে কি ব'ল্‌ব? হা ভগবন্! এ কি তোমার পক্ষপাতিত্ব? কারেও রাজসিংহসান দিয়ে তাদের আঁস্তাকুড়েও সুরসাল মিষ্টান্নের ছড়াছড়ি করাচ্চ, আর কারেও বা নিবিড় বনে এনেও একটী আধটী তিক্ত ফলের জন্যও চখের জলে ভাসাচ্চ। কেন দেব! কেন তোমার এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা? যদি বলেন, পাপের ফল, এস্থলে ত তাও হ'তে পারে না; আমার প্রাণেশ্বরের ন্যায় অতি নির্ম্মল—অতি পবিত্র—দেবের আদর্শ চরিত্র, শুধু সংসারে কেন—স্বর্গেও বিরল। জানি না প্রভো! কিরূপ তোমার সৃষ্টি-রহস্য—কিরূপ তোমার সংসার-প্রহেলিকা! আর ভাব্‌লেই বা কি হবে? ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। বোধ হয়, সেই ভাঙ্গা হাঁড়িটায় দুটী কুঁড়োমাথা খুদের গুঁড়ো আছে। তাই ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে, বাছাদের জন্য রন্ধন ক'রে রাখি। (রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত)।

অতিথিনীবেশে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) আজ পূর্ণ-প্রতিহিংসা—পূর্ণ-পরিশোধ! আজ মহাপাষাণী হ'য়ে, হতভাগ্য ভৃগুর সংসারে—সর্ব্বপ্রকার শোকের ভীষণ আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বেলে দেব। যাবে কোথায়?—আমার হাত ছেড়ে যাবে কোথায়? আমি ভক্তের ঘরে লক্ষ্মী—কমলা; অভক্তের ঘরে—অলক্ষ্মী—চঞ্চলা। আমি কারেও রাজসিংহাসনে হাসাই, কারেও বৃক্ষতলে কাঁদাই। সেটা আমার নিষ্ঠুরতাই বল—পরীক্ষাই বল—ছলনাই বল—আর লীলাতরঙ্গময়ী প্রকৃতির মহাশক্তি-পরিচালিত জৈবিক লীলাখেলাই বল, তাতে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি আমার কার্য্য পর পর ক'রে আস্‌চি, ক'রে যাব। কেউ তাতে বাধা দিতে পার্‌বে না। আমার ভক্তকে আমি সংসারে বড় ক'র্‌ব—সুখী ক'র্‌ব—ভোগী ক'র্‌ব—সুখের দোলায় দোলাব—আনন্দ-নীরে ভাসাব—যা চাও,তাই দেবো। সকামে নিষ্কাম হ'তে চাও, তাও দেবো। তবে কেন বাছা তোমরা, কেবল নীরস জ্ঞান-যোগে আমার অপমান ক'রে,—আমার অভক্ত হ'য়ে—আমার উদ্দেশ্যে বাধা দিয়ে—অভাব-আকাঙ্ক্ষায় হাহাকার কর? ভৃগু! দেখি, তোমার জ্ঞানদাত্রী দেবী, কিরূপে তোমাকে নির্ব্বিবাদে নিষ্কাম ব্রহ্ম-সাধনার পথে নিয়ে যেতে পারে? ঐ যে মাগী ছেলেদের জন্য খুদ রাঁধ্‌চে। হা পাগ্‌লি মেয়ে! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে, গঙ্গাতীরে থেকেও পিপাসার জ্বালায় কাঁদ্‌তে হবে। আমিই ত ছলনায় অতিথিনীর বেশে এসেচি। (প্রকাশ্যে) বলি, এই

কুটীরে কে গো বাছা? কেউ আছ কি? উত্তর দিচ্চ না যে! কি আপদ্, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফেটে গেল যে! বাপ্ রে বাপ্! মাগীর গরব দেখ!

খ্যাতি। (শশব্যস্তে উঠিয়া) কে—কে—কে মা তুমি? কেন মা? হ্যাঁ মা! আমি যে চিরদুঃখিনী—চিরকাঙালিনী—আমার কি কখন গরব থাক্‌তে পারে মা! পর্ণকুটীরে ব'সে নিজের পোড়া ভাগ্যের প্রতি 'দোষারোপ ক'র্‌ছিলেম, আর জগদম্বা মায়ের চরণে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রাণের জ্বালা জানাচ্ছিলাম। তাই মা, তোমার কথা অন্যমনস্কভাবে শুন্‌তে পাচ্ছিলাম না।

লক্ষ্মী। ওগো বাছা! আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকৃতে হবে না। আমরা জানি, আমাদের মত ভিখারিণীরাই—

খ্যাতি। কে মা, ভিখারিণী? আহা মা গো! আমি আবার তোমা অপেক্ষাও ভিখারিণী। এই মহাপাপিনী অভাগিনীর সর্ব্বদা অভাব-পরিপূর্ণ পর্ণ-কুটীরে যদি দয়া ক'রে পদার্পণই ক'রেচেন, তবে এই সপ্তপর্ণবেদিকায় ক্ষণকাল উপবেশন কর মা! পল্বল থেকে ভাঁড়ে ক'রে, জল আনি, পাদুখানি ধুয়ে দিই—কোমল বৃক্ষশাখায় একটু বাতাস করি। বোধ হয়, শীঘ্রমধ্যেই প্রাণেশ্বর আশ্রমে আস্‌বেন। তিনি এলেই আমাদের ভাগ্যের অনুরূপ আপনার সেবার উদ্যোগ ক'র্‌ব। ব'স মা! আসনে ব'স!

গীত।

বোস মা বোস আসনে, থেকো না নিরাশনে,
অনশনেও আমরা থেকে যোগাব তব অশনে।

ওগো অতিথিনি কমললোচনে,
(কেন ক্রোধ কর মা কমলবালা, তুমিই গৃহের লক্ষ্মী যে মা)
কোন দোষের দোষী নই চরণে ॥
(জ্ঞান-পাপে পাপিনী, কুল-কলঙ্কিনী)
আছি উপবাসী মা পতি-পুত্র-সনে,
(জ্বলি জঠর-জ্বালায় দিবানিশি, কেউ কারো মুখ দেখি না মা)
তোর এ দেখেও কি দয়া হয় না মনে ॥
(তোর কেমন নিঠুর মন মা, দুখের দুঃখের দশা ॥

লক্ষ্মী। তবেই হ'য়েচে! "থাক্ বিড়াল তুই আমার আশে, ভাত দেবো তোকে পৌষমাসে।" আরে আমার পোড়াকপাল রে! বাদ্‌লার জন্য দুই তিন দিন খাওয়া হয় নি—পেটের জ্বালায় ম'র্‌চি, মহর্ষি ভাগ্যবান্ ভৃগুর এমন আশ্রম দেখে এলাম; মনে ক'রেছিলাম, গেলেই যথেষ্ট অতিথি-সৎকার ক'র্‌বেন, পেট ভোরে খেতে পাব, তা হ'য়েচে! ঢের হ'য়েচে,—কথার ভাবভঙ্গি শুনেই আমার পেট ভোরে গেচে; এখন চ'ল্লেম।

খ্যাতি। না মা! অভাগিনী দাসীকে ক্ষমা করুন—ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। যে কোন উপায়ে হ'ক্, আপনার সেবার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। এই প্রাণেশ্বর এলেন ব'লে।

লক্ষ্মী। কথায় বলে, "দাঙ্গা হবে কবে? না কাল। লাঠিয়াল ব'ল্‌লেন, তবে আমি পরশু যাচ্চি।" তুমিও যে তাই ক'র্‌লে বাছা! ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটের নাড়ী পাক হ'য়ে যাচ্চে! বলে, "তিলেক বাঁচ্‌লে সহস্র পরমায়ু।" যদি ক্ষুধাতুরা ব্রাহ্মণী অতিথিনীর সেবা করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে

ঘরে যা কিছু খাবার জিনিষ আছে, আমাকে এখনি দাও। খেয়ে আগে প্রাণ বাঁচাই—আর কথা কইতে পার্‌চি না। তা না হয় স্পষ্ট বল, এ আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাই—পথে গাছের তলায় পেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাক্‌ব, সেও ভাল।

খ্যাতি। (স্বগতঃ) উঃ! মৃত্যু—মৃত্যু! এর চেয়ে মৃত্যু হওয়া আমার ভাল ছিল। স্ত্রী-ভাগ্যেই সংসারে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়। আমার মত মহাপাপিনী অভাগিনী গৃহিণী থাকাতেই, আমার স্বামীর এমন পবিত্র আশ্রমে এরূপ ভীষণ অন্নকষ্ট হাহাকার! স্বামী আজ তিন দিন নিরম্বু উপবাসী থেকেও ভিক্ষার্থে বহির্গত হ'য়েচেন! সমস্ত দিন রোদে জলে কত কষ্ট পেয়ে, লোকের দ্বারে দ্বারে কাতর-স্বরে মুষ্টি-ভিক্ষার প্রার্থনা ক'র্‌চেন। হতভাগ্য সন্তান দুটি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'য়ে, খেলা ছেড়ে এক একবার "মা মা" বোলে ছুটে আস্‌চে! আবার এক ব্রাহ্মণ-কন্যা ক্ষুধায় কাতরা হ'য়ে, অতিথিনীরূপে এই আশ্রমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন! তাঁর উগ্রমূর্ত্তি দেখে বড়ই ভয় হ'চ্চে; পাছে, রুষ্ট হ'য়ে অভিসম্পাত ক'রে চ'লে যান। হায় হায়! কি হ'বে—কি হ'বে! নারায়ণ রক্ষা করুন! আজ কিসে মান রক্ষা করি?

লক্ষ্মী। কি গো বাছা! হেঁটমুখে মাটীর দিকে চেয়ে রইলে যে! দুটী খেতে দিতে যদি কষ্ট-বোধই হয়, স্পষ্টই কেন খুলে বল না! এত এর তার ওজরে কাজ কি?

খ্যাতি। মাগো, ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা কর। ধর্ম্ম-সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌চি, দাসীর অন্তরে কপটতার লেশমাত্র নাই। মা গো! আমরাও ভাগ্য-চক্রে নিষ্পীড়িত—সর্ব্বদাই অভাব-জ্বালায়

জলে ম'র্‌চি। এমন চণ্ডালিনী—এমন মহাপাতকিনী এ সংসারে কে আছে যে, আপনার ন্যায় ক্ষুধায় কাতরা ব্রাহ্মণী অতিথিনীকে আশ্রমে উপস্থিত দেখে, খাদ্যদ্রব্যসত্ত্বেও প্রবঞ্চনা ক'রে! মা! পদে ধরি, একটু বিশ্রাম করুন,—সুশীতল জলে পদ-প্রক্ষালন করুন। আমি বাতাস ক'র্‌চি, প্রাণনাথ এলেন বোলে।

লক্ষ্মী। এই পথে পথে এতক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাস খেয়ে খেয়েই আস্‌চি, তাতে যদি পেট ভ'র্‌ত, তাহ'লে তোমার এমন নিষ্ঠুর আশ্রমে এসে, এত অপমান সহ্য ক'র্‌তাম না—এত কথা শুন্‌তাম না! থাক্, ঢের হ'য়েচে, আমি যাচ্চি—

(গমনোদ্যোগ)

খ্যাতি। পদে ধরি—মিনতি করি। অভাগিনীকে অনন্ত-নরকে ডুবিয়ে দিয়ে, স্বামীর আশ্রমের পরম অমঙ্গল সাধন ক'রে, চ'লে যাবেন না। অতিথি বিমুখ হ'লে, স্বামীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই নষ্ট হবে—আশ্রমের সর্ব্বনাশ সাধিত হবে। ক্ষমা—ক্ষমা করুন! (পদধারণ)।

লক্ষ্মী। বলি, পায়ে ধ'র্‌লে ত আর পেটের জ্বালা ঘুচ্‌বে না? এমন মহর্ষির আশ্রমে একটা শুক্‌নো ফল, কিম্বা একমুঠো চালও কি নাই যে, আপাততঃ তাই দিয়ে আমার জীবন-রক্ষা ক'র্‌তে পার? ওগো বাছা! মন থাক্‌লে মানুষের কিছুই অভাব হয় না। অনেক দেখেচি—অনেক জানি।

খ্যাতি। সর্ব্বসাক্ষী দেব দিবাকর দেখ্‌তে পাচ্চেন। মনোময় ঈশ্বর হৃদয়-মধ্যে অবস্থান ক'রে, সকলই বুঝ্‌তে পার্‌চেন। যদি মনোমধ্যে প্রতারণার লেশমাত্র থাকে, তাহ'লে অনন্ত-

নরকে যেন আমার গতি হয়। মাগো! আমি বড় অভাগিনী, অতিকষ্টে প্রতিদিন চোখের জল ফেলে, স্বামী আর দুটী নাবালক পুত্র ল'য়ে, কোনরূপে পাপজীবন যাপন করি। অতিবৃষ্টির কারণ স্বামীর সঙ্গে তিনদিন উপবাসে কাটাচ্চি। ব'ল্‌তে লজ্জা হয়—দেখাতে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যায়, ঐ দেখ মা! বহুকালের দুটী কুঁড়োমাখান খুদের গুঁড়ো হাঁড়িতে প'ড়েছিল, ক্ষুধায়কাতর সুবোধ ছেলেদুটীকে কোনরূপে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্য তাই রন্ধন ক'রে রেখেচি। ঐ গুলি ভিন্ন দাসীর আশ্রমে আর যদি একটী শুক্‌নো ফল কিম্বা তণ্ডুল-কণামাত্র থাকে, তাহ'লে অনন্ত-নরকে যেন আমার গতি হয়।

লক্ষ্মী। তা হ'তেও পারে। তবে কি না আমার ক্ষুধার জ্বালা বড়ই ভীষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। চারিদিক যেন ধোঁয়ার মত দেখ্‌চি। তোমার সঙ্গে যে বাছা, কথা কচ্চি, তা অতি কষ্টে।

খ্যাতি। ব'ল্‌তে সাহস হয় না—তবে যদি মা—

লক্ষ্মী। বল বল, কি ব'ল্‌বে বল। আমি যখন অতিথিনী, তখন আমার আবার মান অপমান—ভালমন্দ বিচার কি?

খ্যাতি। হা দগ্ধ-ভাগ্য রে! আজ এই ক'র্‌লে? কত সাধন-বলে—কত জন্ম-জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে, গৃহে অতিথির পদার্পণ হয়। আজ সেই অতিথির ইচ্ছানুরূপ সেবা ক'র্‌তে পার্‌লাম না! মৃত্যু—মৃত্যু—এর চেয়ে মৃত্যু ভাল! মা! অধিনীকে ক্ষমা ক'র্‌বেন, যদি দয়া ক'রে ঐ কদন্নের দ্বারা উপস্থিত কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রেন।

লক্ষ্মী। আতুরে নিয়ম নাস্তি। তা কাজে কাজেই—ক্ষতিই বা

কি। তোমার ছেলেরা খেলে ঘরে আস্তে আস্তে, মহর্ষিও এসে প'ড়্বেন; তাহ'লে তখন ত ছেলেরা খেতে পাবে।

খ্যাতি। মাগো! আমার ছেলেদের খাবার জন্য আর কিছুমাত্র ভাব্না করি না। ভগবান্ তাদের ভাগ্যে যা লিখেচেন, তাই হবে। বড়ই মনস্তাপের বিষয় এই যে, আজ এই সামান্য ঘৃণিত অন্নের দ্বারা অতিথিনীর সেবা ক'র্তে হ'ল! হায় হায়! কিরূপে এ অন্ন আপনার হস্তে তুলে দেব? প্রাণেশ্বর আশ্রমে এসে এ কথা শুন্লে, আমায় কি ব'ল্বেন? আপনিও মনে মনে আমার প্রতি কতই অসন্তুষ্ট হবেন! হা নারায়ণ! কি ক'র্লেন! আজ আশ্রমাগতা পূজনীয়া অতিথিনীর উপযুক্ত সেবা ক'র্তে পার্লাম না! মাগো! তোমার যখন ইচ্ছা হ'য়েচে, তখন এ কার্য্যে এই অভাগিনীর কোন অপরাধ নিস্ নি মা! আজ পাষাণে বুক বেঁধে, তোমার হস্তে এই সামান্য অন্ন তুলে দিচ্চি! নারায়ণ কি ক'র্লেন—নারায়ণ কি ক'র্লেন! (কাতরভাবে অন্নপাত্র লইয়া লক্ষ্মীর হস্তে প্রদান ও চমকিতভাবে) অঁ্যা! অঁ্যা। কাতরকণ্ঠে রোদন করে কে? প্রাণ যে ফেটে গেল! অঁ্যা অঁ্যা! (চমকিতভাবে দর্শন)।

বিধাতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধাতার প্রবেশ।

গীত।

ধাতা। হায় কি হ'ল দেখে যা মা, প্রাণের ভাই এই খেল্তে ছিল।
দাদা আমায় ধর ব'লে, অমনি গলা ধ'রে কেমন হ'ল॥

এই মা এই গো বকুলতলায়, গাঁথ্‌ছিনু ফুল ভাই দু'জনায়,
খেল্‌তেছিনু কত গো !—
যখন মালাখেলা সাঙ্গ, তখন ভেয়ের সকল সাঙ্গ হ'য়ে গেল ॥
ডাক্‌লে ভাই আর কয় না কথা, ওমা একি কথা কেমন কথা,
দেখে যা মা, দেখে যা মা ;—
তোর সব সাধ মা রৈল মনে, নিদয় বিধি বাদ সাধিল ॥

লক্ষ্মী। না, আমি ঐ ঘাটের ধারে ব'সে অন্নগুলি খাই গে ! নানা উপসর্গ এসে জুট্‌ল।

[প্রস্থান।

খ্যাতি। আঁ্যা আঁ্যা ! কি হ'য়েচে ? বাছা আমার ক্ষুধার জ্বালায় অচেতন হ'য়ে প'ড়েচে ! দে রে দে—আমার প্রাণের ধনকে দে নিষ্ঠুর বিধি ! এমন দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রতিও তোমার এই জটিল চক্রান্ত ! দেখি দেখি, বাছার মুখে জল দিই। হায় হায় ! কি হবে ! এখনও যে বাছার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'ল না ! ধাতা রে ! দেখ্‌ বাপ্‌ ! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল ! আমি এখানে বাছাকে শুইয়ে, বাতাস করি ; তুমি শীঘ্র ঠাণ্ডা জল আন।

ধাতা। হায় হায় ! এ সময় কুটীরেও যে জল নাই ! হায় হায় ! কোথা যাই—কোথা যাই ? হরি হে ! আমাদিগে এত কষ্ট দিয়েও তোমার মনস্কাম পূর্ণ হ'ল না ! যাই—যাই—পত্রপুটে পল্বল থেকে জল আনি গে। জগদীশ্বর রক্ষা করুন—জগদীশ্বর রক্ষা করুন !

[প্রস্থান।

খ্যাতি। বাপ্‌ রে ! সোণারচাঁদ আমার ! একটীবার মা

ব'লে ডাক। একবার চোখ মিলে চাও—তোমার চাঁদমুখের চুম্‌ খেয়ে, আমি সকল জ্বালা নিবারণ করি। এই অসাড়ে নিশ্বাস বইচে,—বিধাতা রে! বাছা রে আমার! একবার অভাগী মায়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌! (বাতাসকরণ)

গীত

চেয়ে দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ একবার চেয়ে দেখ্‌,
আমার হৃদয়াকাশের হাসিরাশি মাখা শশধর।
মা ব'লে—আয় কোলে—ও চাঁদবদন,—
এই হ'তে কি সাঙ্গ তোর সংসারের সাধ,
আর কি কোলে আস্‌বি না বাপ ও সোণারচাঁদ,
(একবার কথা কও, মা মা মধু বোলে, এই মা এসেচি ব'লে,
বড় ক্ষুধা পেয়েচে ব'লে, খেতে দে মা, দে মা ব'লে)
আয় বাপ—ঘুচা তাপ—কেন অভিমান,—
এই তো ব'লে খেল্‌তে গেলি, ওরে প্রাণধন,
ভিক্ষা ক'রে দ্বারে দ্বারে মা তোরে করিব পালন,
(আমার কাঙাল মাতা, আমার কাঙাল পিতা,
দেখ্‌তে নারি তোদের ব্যথা, এ যে শেলসম কথা) ॥

মধু ও কৈটভের প্রবেশ।

কৈটভ। দেখ দাদা! চেয়ে দেখ, অই—
অই সেই নিরুপমা অতুলনা বামা।
বহুদিন ক'রেচি সন্ধান,—
বহুদিন হ'তে স্মরশরে জর জর দেহ।
সে দুষ্ট কর্দ্দম-ঋষি প্রতারণা করি,

আশা দিয়ে নিরাশা করিল দুই জনে।
আজ তার লব প্রতিশোধ।

মধু। অই বটে!
ওই সেই আশাময়ী—ঋষিকন্যা খ্যাতি!
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই রূপরাশি,—
সেই ভাবে ঢল ঢল যৌবনের জ্যোতি।
শোন ভাই প্রাণাধিক!
তুমি আমি এক আত্মা দুই দেহে আছি।
তুমি আমি একভাবে,
এক কার্য্য ল'য়ে,—আসিয়াছি এ সংসারে;
বাহুবলে জাগাইব নিদ্রিতা প্রকৃতি—
প্রকৃতি বিক্ষোভে হবে উদ্দেশ্য সফল।
ভাই রে আমার!
একপ্রাণে দুইজনে নির্ব্বিকার হ'য়ে,
লুটিব দোর্দ্দণ্ডবলে বিলাস-ভাণ্ডার।
আর কিবা কার্য্য আমাদের?
অপ্রমেয় শক্তিভূত বিশ্ব-মধুচক্রে,
মধুকররূপে পশি করি মধুপান—
রাজসিক ভাবসিদ্ধ হব' দুইজন।
"তেজীয়ান্ ন দোষায়" কর রে স্মরণ।

কৈটভ। ঠিক কথা!
প্রকৃতিত্রিগুণময়ী আনন্দরূপিণী—
সদানন্দ বিরাজিত এ আনন্দহাটে।
কিবা আত্ম কিবা পর—সঙ্কীর্ণতা ছাড়ি,

প্রেমানন্দে করি এস প্রকৃতি সাধনা।
যার প্রাণ যা চায় সংসারে,
তাই ভোগ করুক্ সে বীর-সাধনায়।

মধু। সাধনা ?
এস তবে শত্রুভাবে বীর-সাধনায়—
দেখিব কিরূপ সেই যোগারাধ্য ধন!
ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াও পশ্চাতে তুমি,
জিজ্ঞাসি বামারে আমি,
পূর্ব্বকথা পিতৃসত্য আছে কি না মনে।

খ্যাতি। কে তোমরা মহাভাগ!
এস গো বাঁচাও মম প্রাণের কুমারে!
বাছা মোর ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে,
মূর্চ্ছাপন্ন আছে বহুক্ষণ।
দয়া ক'রে যে হও তোমরা,
কিঞ্চিৎ খাবার দিয়ে বাঁচাও শিশুরে!
ওগো, আমি বড় অভাগিনী!

কৈটভ। নিজ বুদ্ধিদোষে তুমি, বৃথা কষ্ট পাও সুলোচনে!
হতভাগ্য ভৃগুমুনি দুর্ব্বল অক্ষম,
জেনে শুনে তারে তুমি করিলে বরণ।
মনে হয় সেইদিন ? দেখ আজ পরিণাম তার।
তোমার ঐ গর্ভজাত শিশু,
জন্মাইত যদি কোন ভাগ্যবান্ পতির ঔরসে,
তাহ'লে কি এই ভাবে বনমাঝে থাকি—
কাঁদিয়া কাটিত এই সাধের জীবন ?

তুমি নারী স্বেচ্ছা-বিহারিণী—
উন্মুক্ত আকাশপথে বিহঙ্গিনী-সম।
প্রেমানন্দে উড়িবে নিয়ত,
তা না হ'য়ে আবদ্ধ-পিঞ্জরে—
হাহাকারে দিবানিশা ফেল দীর্ঘশ্বাস!
আহা, সোণারবরণ হইয়াছে কালি!
মুখখানি গিয়াছে শুকায়ে—
তাপ-তপ্ত তুলসীর পত্র-সম।
এক পুত্র ক্ষুধার জ্বালায়, মূর্চ্ছাপন্ন হায় হায়!
অন্য পুত্র হেরে, অন্ধকার ত্রিভুবন—
ক্ষুধার পীড়ন কেমনে সহিবে শিশু!
পাষাণী রে তুই! বুদ্ধি-দোষে—
এ সব সন্তানে, মা হ'য়ে দিছিস্ জ্বালা।
শোন্ বালা, এখনও বলি—মঙ্গলের তরে তোর।
চল্ চল্ আমাদের সনে—
পতি-পদে বরি আমাদের—
পুত্রসহ করিবি আনন্দ-ভোগ।

মধু। আরও শোন বিধুমুখি!
পিতা তব সত্য-পরায়ণ, সত্যহেতু ত্যজিল জীবন,
হেন সত্য-দাস-কন্যা হ'য়ে তুমি,
কেমনে পিতার আজ্ঞা কর তুচ্ছ জ্ঞান।
তব পিতৃ-সত্য-মতে, শাস্ত্রমতে—দেখ সব দিক,
তুমি আমাদের পত্নী বট কি না?

খ্যাতি। (স্বগতঃ) হায় হায়! আবার আবার সেই রাক্ষস উদয়!

কি হবে উপায়, কোথা তুমি দয়াময় নারায়ণ!
রক্ষা কর দুঃখিনী বালায়!
কেহ নাই বনে, তোমা বিনে কেবা করে
লজ্জা নিবারণ—লজ্জা-নিবারণ হরি!

(প্রকাশ্যে) ওগো, আমার কি হবে গো! ওগো তোমরাই আমাদের বাপ-মা গো! ওগো! ছেলে যে আমার কথা কয় না গো! হায় হায় কি হবে মা! বাপ্ ধাতা রে! কোথা বাপ্, শীঘ্র আয়!

কৈটভ। বলি, তার জন্য ভয় কি প্রিয়ে! তুমি অবাধে আমাদের সহিত এস, আমরাই তোমার পুত্রের জীবন দান ক'র্‌ব!

মধু। তখন ত আর ওরা শুধু তোমার পুত্র হবে না, আমাদেরও পুত্র হবে। তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি গাত্রোত্থান কর।

খ্যাতি। ওগো, ভিখারিণী ব'লে কটুবাক্য ব'ল না! এ পোড়া-হৃদয়কে আর পুড়িও না! ওগো, আমার মত আর কেউ জনম-দুখিনী নাই গো! আহা! বাছা যে আমার ক্রমে ক্রমে কেমন হ'য়ে প'ড়্‌চে! বাবা ধাতা রে, শীঘ্র জল ল'য়ে আয় বাবা—ধাতা রে—

দ্রুতপদে জল লইয়া ধাতার প্রবেশ।

ধাতা। এই যে মা! এনেচি, এই লও! দাদাভেয়ের নাকে মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে দাও। একটু জল খাওয়াও! (জলদান)।

খ্যাতি। আয়, আয় বাবা, দে, দে বাবা—আমার বিধাতা রে!

বাবা আমার—(মুখে জলপ্রদান) বাবা আমার কথা কও—কৈ—কথা কয় না ত ? ওগো, আমার কি হ'ল ! আমার সোনার চাঁদ যে কথা কয় না, ওগো, একবারও যে চোখ মিলে চায় না ! বাবা ধাতা রে ! একি হ'ল বাবা ! ওরে, তিনিও যে আজ কুটীরে নাই ! আমার সোণার চাঁদের জন্য যে, তিনিও আজ ভিক্ষায় বেরিয়েচেন ! এখনি ত আস্বেন, এসে কি দেখ্বেন রে ? আমি রাক্ষসী ! আমায় কি ব'ল্বেন রে ? হায় হায় ! কি করি ? কোথা যাই ? বাবা বিধাতা আমার ! জীবনধন, প্রাণ আমার ! কেন বাপ, কথা কও না ? এত ক্ষুধা কি পেয়েচে ? আর কি ক্ষুধার অপরাধ গো ! বাছা যে আমার তিন দিন হ'ল কিছু খায় নি !

(রোদন)।

ধাতা। ভাই রে, কথা ক ! মা তোর জন্য আজ বড় কাঁদ্চেন ! মাকে মা ব'লে ডাক্ ভাই ! তুই ত আমার তেমন ন'স্ ! তুই যে মাকে বড় ভাল বাসিস্ দাদা ! ক্ষুধা পেয়েচে ? এই বাবা এলেন ব'লে—এখনি এসে ক্ষুধার খাদ্য দিবেন ! এখনি তুই ভেয়ে আবার মায়ের কোলে ব'সে খেয়ে, খেল্তে যাব। বিধাতা—ভাই—দাদা আমার ! ওঠ, কথা কও, আমি যে তোর দাদা হই, আমার কথা ত ভাই তুমি শোন ! তবে এখন কেন শুন্চ না ? মা—মা—ওমা আমাদের বিধাতা বুঝি আর নাই মা ! বিধাতা কেমন হ'য়ে প'ড়েচে দেখ, বিধাতা রে—ভাই রে—

খ্যাতি। বাবা রে, কি হ'ল—(রোদন)।

কৈটভ। যা হবার তা হ'য়েচে ! আর রোদনে ফল কি ?

প্রিয়ে! চিন্তা ক'র না। এক্ষণে চল! আমরা আর বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌চি না।

খ্যাতি। ধিক্ রাক্ষস! তোদের হৃদয় কি ভগবান্ এত কঠিন ক'রে সৃষ্টি ক'রেছিলেন! আমার যে কি সর্ব্বনাশ হচ্চে, পাষণ্ড! দুরাচার রাক্ষস! তা কি তোরা কিছুমাত্র দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না!

মধু। পেয়েচি, পেয়েচি, দেখ্‌তে পাবো না কেন? বলি, সুন্দরি! মরা ছেলে ত আর বাঁচ্‌বে না?

খ্যাতি। উহু—হু, রাক্ষস, কি ব'ল্‌লি! এই জন্যই কি তোদিগে রাক্ষস বলে—

ধাতা। মা, এঁরা দুজন কে?

খ্যাতি। তোর পোড়ামুখী মায়ের যম বাবা!

ধাতা। এরা এখানে কেন মা!—তোকে কি ব'ল্‌চে মা!

খ্যাতি। আমায় খেতে চাচ্চে বাবা! আমায় ম'র্‌তে ব'ল্‌চে!

ধাতা। তোকে ম'র্‌তে ব'ল্‌চে! যম দুটোকে তবে আমি মারব। দেখ্ যম্! আমার মাকে কোন কথা ব'লিস্ না, ব'ল্‌চি তা হ'লে আমি তোদিকে খুব মার্‌ব!

মধু ও কৈটভ। এ টা কে রে! (হাস্য)।

কৈটভ। শোন সুন্দরি! এখন স্ব-ইচ্ছায় যাবে কি না, ব'ল্‌তে পার?

মধু। তা না হ'লে আমাদের বলে তুমি পার্‌বে না! বুঝ্‌লে?

কৈটভ। কি বল, উত্তর দাও।

খ্যাতি। কিসের বল দেখাস্? দুর্ব্বলের বল, অনাথের-না হরি আছেন, কিসের বল দেখাস্?

মধু। কৈটভ! স্বল্পায়াসে হবে না; আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য করি এস।

কৈটভ। নিশ্চয়। সুন্দরি! তবে আমাদের কোন দোষ নাই। তুমি নিজদোষে কষ্ট পাচ্চ। (ধারণোদ্যত)।

খ্যাতি। দুর্ব্বৃত্ত! স্পর্শ ক'রিস্ নে! সতী-অঙ্গ স্পর্শ ক'রিস্ নে।

ধাতা। অ্যাঁ যম, আমার মাকে তুই ধ'র্তে আস্চিস্? তবে রে দুরাচার! এতক্ষণ কিছু বলি নাই ব'লে! আজ তোকে খুন ক'র্ব! একবারে খুন ক'র্ব! (কাষ্ঠখণ্ড লইয়া মারিতে উদ্যত)।

কৈটভ। আরে, যা যা, ম'র্তে আস্চিস্ কোথা? মর্! (আঘাত)

ধাতা। উঃ, মা! যাই গো—

খ্যাতি। হায়, হায়! রাক্ষস ক'র্লি কি? বাবা—বাবা আমার! (ক্রোড়ে ধারণ)।

মধু। আয় দুর্ব্বিনীতে, আর তোর পরিত্রাণ নাই। আজ এ কার্য্যে আমাদের ধর্ম্ম সাক্ষী। তুই আমাদের শাস্ত্রমতে পরিণীতা বনিতা। চল্ পাপিনি! তুই যেমন দ্বিচারিণী, তদ্রূপ শাস্তি উপভোগ ক'র্বি চল্। (কেশাকর্ষণ)।

খ্যাতি। নারায়ণ! রক্ষা করুন। প্রাণেশ্বর! কোথায় আপনি?

ধাতা। বাবা, বাবা! কোথায় তুমি? দুরাত্মা যমে আমার মাকে ধ'রেচে! আমায় মেরেচে! বাবা—বাবা—তাই ত, বাবা কতক্ষণে আস্বেন? তার চেয়ে আমি যাই, ছুটে গিয়ে বাবাকে খুঁজে আনি গে। দেখ্চি যম, দেখ্চি! বাবাকে ডেকে এনে তোদের দেখ্চি!

[বেগে প্রস্থান।

খ্যাতি। রাক্ষস! ছেড়ে দে রে, আমার বাছা কেমন হ'য়ে প'ড়েচে দেখ্। ওরে, পরনারী স্পর্শ ক'র্‌তে নাই! ওরে, তোদের কি একটুকু দয়ামায়া নাই! ওরে, এমন সময়ও আমার প্রতি—

গীত।

ওরে একটু দয়া হ'ল না কি কঠিন নিরদয়।
কোন্ পাষাণে পাষাণ দিয়ে গ'ড়েছিল পাষাণ-হৃদয়॥
আছি রে অতি কাতরে, পুত্র মরে অনাহারে,
স্বামী ফিরে ভিক্ষার তরে, আমার মত অভাগী রে,
ত্রিলোকে আর আছে কোথায়॥
বসন বিনে বাকল বাসে, তৈল বিনা রুক্ষ কেশে,
খাদ্য বিনা প্রাণ বাতাসে, কোনরূপে পাপ-বাসে,
অসার জীবন ধরি হায়॥

মধু। রে কৈটভ! এ পাপিনী, বার বার বলে পরনারী?
কিসে পর-নারী রামা!
পিতা ওর প্রদান করিল, সত্য সাক্ষী করি,
চরাচরে কে না জানে তাহা?

কৈটভ। স্বৈরিণী দ্বিচারিণী পাপিনী রমণী যেবা,
করে সেই কত ছল—
কোন কথা নাহি শুনিবার—
ত্যজ আর্য্য! আমি ধরি পাপিনীর কেশ। (ধারণ)।
চল্ দুশ্চারিণি—(আকর্ষণ)।

খ্যাতি। অহো, কি হবে আমার,
বাছা মোর ধূলায় লুটায়!

প্রাণ আছে কি না নাই—
কি সর্ব্বনাশ! ওরে, এ হেন বিপদ—
কারো কভু হ'য়েচে কি সংসার-মাঝারে ?
হা ধর্ম্ম ! সহি আমি এত দেব !
কিন্তু সহিবে কি তুমি ন্যায়বান্ !
ওরে—ওরে—ছাড়্—ছাড়্—
ক'রিস্ না রে পরস্ত্রী-পীড়ন !
কোথা নারায়ণ—কোথা তুমি হে ভক্তরঞ্জন !
দেখ আসি অবলায় !
ভক্ত-পত্নী তব—সতীত্ব হারায় !
কোথা সতী মাগো ! একদিন রেখেছিলে পায়,
আজ কন্যা, কোন্ দোষে হ'য়েচে পাপিনী ?
কাত্যায়নি ! রাখ মা কন্যারে—
ওরে ছাড়্ ছাড়্—
দেখ তরুলতা পশুপক্ষীগণ—
দেখ দেব চন্দ্রমা-তপন—
দেখ চেয়ে নরনারী দস্যু করে কত অত্যাচার !
সাধ্য যদি থাকে কার কর প্রতিকার—
ধর্ম্ম হবে—সতী-ধর্ম্ম করিলে রক্ষণ !
নারায়ণ তার প্রতি প্রসন্ন থাকিবে,
ইতিহাস তার নাম গাবে,
কীর্ত্তিস্তম্ভ জগতে জাগিবে !
কর কর ত্বরা তার প্রতীকার !
ওরে, ছাড়্ ছাড়্ মোরে—

পুত্র-হত্যা কর, স্বামী-হত্যা কর্—
ক'রিস্ না রে সতীত্ব-হরণ,
ছাড়্ রে—অধম মোরে—
কৈটভ। ছাড়াছাড়ি প্রিয়ে! নাহি হবে কভু!
খ্যাতি। হায় হায়! কি হবে উপায়!
কোথা দয়াময় হরি! দীন দয়াময়—
রাখ এ সময় প্রভু! যে তোমার অতি ভক্ত।
সেই ভক্ত-নারী আমি; চিন্তামণি!
এখন বধির কেন—
উঃ, যাই—ওরে ছাড়্—ছাড়্—
(কৈটভের আকর্ষণে খ্যাতির বাধা দেওন)

সরস্বতী ও বিষ্ণুর দ্রুতপদে প্রবেশ।

বিষ্ণু। কৈ প্রিয়ে! কোথা ভক্ত-পত্নী মোর—
কোথা ভক্ত ভৃগুর রমণী, কাঁদে চিন্তামণি ব'লে?
নিদ্রায় নিদ্রিত ছিনু আমি, কই বীণাপাণি—
কোথা মোর সে দুঃখিনী বালা?
কোথা মোর ভিখারিণী মেয়ে?
কে তার সতীত্ব হরে, কোথা সেই মধু ও কৈটভ?
কৈ প্রিয়ে—নিদ্রায় না পাই দেখিতে!
কৈ প্রিয়ে চারুশীলে! কই চারুমতি?
মধু। কৈটভ, ত্বরা ল'য়ে চল ভাই!
খ্যাতি। আমি কন্যা তোমরা জনক,
রক্ষা কর সতীত্ব বালার।

সরস্বতী। অই আর্ত্তনাদ! নাথ! ঐ দেখ—পৈশাচিক-ভাব!
ঐ দেখ কৈটভ পিশাচ—
ধরিয়াছে কর, খ্যাতির আমার!
ঐ দেখ, তার পুত্র পড়ি ধরাতলে—
নয়নের জলে ভাসে বালা!
দেখ, দেখ—নাথ!
আমি দেখিতে না পারি আর—
বক্ষ বিদরিয়ে যায়—
দয়াময়! দেখ তুমি নিজে।

বিষ্ণু। কৈ—কৈ?—অই বটে সে পিশাচ!
আর যাইবার না আছে সময়!
বহুদুর-পথ—যাও সুদর্শন!
কু-দর্শন আর না পারি হেরিতে,
নাশ দুরাচারে অচিরায়।
ও পাপ-মস্তক দ্বিখণ্ডিত করি ফেল ভূমিতলে,
খ্যাতির নয়ন-জলে ভাসুক্ খ্যাতির মুণ্ড।
(সুদর্শন নিক্ষেপ)।

সরস্বতী। ওকি, ওকি! কোন্ আজ্ঞা করিলেন সুদর্শনে প্রভু!
খ্যাতির নয়ন-জলে ভাসুক খ্যাতির মুণ্ড।
আহা ঐ যে—সেই সর্ব্বনাশ হ'ল!

খ্যাতি। নারায়ণ! পরিত্রাণ পেলাম! কে বন্ধু রে! এ বিপদে আমার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য ক'র্লি? আঃ, যাই বাপ্ বিধাতা।
(মৃত্যু)।

মধুকৈটভ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ভাই! (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ)।

সরস্বতী। কি করিলে নাথ! দয়াময়!
ভক্ত-পত্নী মরিল অকালে?

বিষ্ণু। কৈ কৈ—(খ্যাতির নিকট গমন) সত্যই ত!
অহো বুঝিলাম নিয়তি রে, ধন্ত তুই!
কাল-বাক্য বাহিরিল কাল-মুখ হ'তে।
হায় হায় কি করিনু! কি বলিবে ভৃগু!
কেমনে দেখাব মুখ তার কাছে!
মা খ্যাতি! কালরূপে যম তোর আমি!
হায় মা—কাল-মুখ হ'তে কাল-কথা বাহিরিল মোর-
নিয়তির দাসী ব'লে তুই! নাহি মাগো, মোর অপরা
অহো! কিবা দৃশ্য শোকময়!
সহ্য নাহি হয়, কোথা যাই বীণাপাণি—
কোথা যাই প্রিয়ে!
সোনার বরণী আমার যে খ্যাতি—
রুধিরে ভাসিয়ে যায়, শোণিত-সাগরে যেন,
রক্তের কমল।
ভাসি যায় আঁখি-জলে মোর!
আহা জনম-দুঃখিনী ভিখারিণী মেয়ে মোর!
লও কোলে সরস্বতী খ্যাতির সন্তানে—দাও রে সান্ত্বন
অহো, আমি নিষ্ঠুর পাষাণ! রাক্ষস! পিশাচ আমি!
এইরূপে আমি সৃষ্টি পালি? এই মোর সৃষ্টির রচনা?
কাঁদে প্রাণ প্রাণাধিকে—
কৈ কোথা রে রাক্ষস তোরা—
আজ হৃদি-জ্বালা মিটাব এক্ষণে!

সহিয়াছি কত অত্যাচার—
শুনিয়াছি কত কু-বচন!
এবে কালপূর্ণ হ'ল দোঁহাকার!
আয় পাপাচার! দেখি কত ধরিস্ বিক্রম!
দেখি কত ধরিস্ শকতি!
নাহি অব্যাহতি—সিন্ধু-গর্জ্জে প্রলয়-কারণ!
অহো বড় অত্যাচার! দেব দ্বিজ গো রমণী,
সদা তারা চিন্তামণি ব'লে কাঁদে!
সে দারুণ জ্বালা আজ মিটাব অচিরে।
যাও পুনঃ সুদর্শন। (সুদর্শন ঘূর্ণন)।

মধু। কে তুই, কে তুই?

বিষ্ণু। বিষ্ণু আমি দোঁহাকার কৃতান্তস্বরূপ।
আয় পাপাশয়! (সুদর্শন ঘূর্ণন)।

কৈটভ। ভাল, ভাল, আজ পেয়েছি সাক্ষাৎ।

মধু। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ আমাদের।
এস বিষ্ণু—এস বিষ্ণু, কর রণ—কর রণ,
দেখি তব কত পরাক্রম।

[উভয়ের সহিত যুদ্ধ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে
বিষ্ণু ও মধুকৈটভের প্রস্থান।

সরস্বতী। যাও দুরাচার পাপি, এতদিনে তোদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। না, আর এখানে থাকা হবে না, ভৃগু আস্‌চে। আহা! আমি তার কাছে, কেমন ক'রে মুখ দেখাব! যাই, বাছা বিধাতাকে একটু সঞ্জীবনী-শক্তি দিয়ে,

এইক্ষণেই এখান হ'তে পালাই। (বিধাতাকে স্পর্শ) হায় রে জীবের কর্ম্মফলই সত্য!

[প্রস্থান।

ভৃগু ও ধাতার দ্রুতপদে প্রবেশ।

ধাতা। চল বাবা, তাড়াতাড়ি চল! তারা এতক্ষণ হয় ত আমার মাকে মার্‌ছে!

ভৃগু। চল বাবা, চল। কৈ, কেউ ত কুটীরের সম্মুখে নাই!

ধাতা। মা, মা—বাবা এসেচেন—মা—মা—

ভৃগু। কৈ ধাতা! কৈ—তোর গর্ভধারিণী! তবে সে নিশ্চয়ই দুর্ব্বৃত্ত মধুকৈটভ, প্রেয়সীকে আমার হরণ ক'রে ল'য়ে গেছে। খ্যাতি—খ্যাতি—কৈ! চল—চল, কুটীরের সম্মুখে যাই চল বাবা! কি সর্ব্বনাশ হ'য়েচে, দেখি গে যাই চল। একি রে! এ যে চারিদিকে শোণিতরাশি! ধাতা! একি রে বাবা—আমার খ্যাতি যে রুধিরাক্ত হ'য়ে শয়ন ক'রে আছে! একি একি—খ্যাতির যে মস্তক ছিন্ন! অ্যাঁ, অ্যাঁ, তবে কি আমার খ্যাতি নাই? (রোদন)।

ধাতা। মা—মা—মাগো—মা, তুই কোথা গো—(মূর্চ্ছা)।

ভৃগু। খ্যাতি—নাই! আমার স্বুবর্ণপ্রতিমা নাই! আমার আনন্দ-কুটীরে আনন্দপ্রদীপ নাই! প্রিয়ে! কোথায় গেলে? চির-দরিদ্র ভৃগুর সংসার-লক্ষ্মী—আজ শূন্যকুটীর শূন্য ক'রে, কোথায় গেলে! যাও, যাও, অনেক যন্ত্রণা পেয়েচ, স্বর্গের দেবী, অত যন্ত্রণা তুমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে কেন? বুঝেচি—যে কারণে আত্মত্যাগ ক'রেচ, তার কারণ বুঝেচি! সেই

দুর্বৃত্ত মধুকৈটভের নিকট সতীত্ব রক্ষা ক'র্‌তে, আজ আত্মজীবন ত্যাগ ক'রেচ! সতী, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েচ! ভৃগুর পত্নী নামের পরিচয় দিয়েচ! যাও দেবি! মহামহিমময় স্বর্গধামে—যেখানে সতীর রত্ন-সিংহাসন্ শূন্য হ'য়ে র'য়েচে, সেই অনন্ত মণি-মাণিক্যালঙ্কৃত সতী-সিংহাসনে অমর-রমণীর ন্যায় উপবেশন কর গে! কিন্তু—খ্যাতি! আমি কি করি? এই দুই পুত্র ল'য়ে, এই নিদারুণ সংসারে আমি কি করি? বাবা ধাতা! আমার বিধাতা কোথা! ওঠ বাবা—এ জগতের এই দারুণ শাসন! মায়ামোহের দারুণ পীড়ন! ওঠ বাবা! তোমাদের দুর্ভাগ্য; আমি কি ক'র্‌ব? তা না হ'লে, ভগবান্ তোমাদিগে এই বাল্যকালে এই অনন্ত-শাসন ক'র্‌বেন কেন? (ধাতাকে উত্তোলন)।

গীত।

উঠ যাদুমণি, অস্ত দিনমণি, সৌভাগ্য-আকাশ নিবিড় আঁধার।
শুধু রে যাতনা, সুখের জোছনা, এ আকাশে যাপ উদিবে না আর॥
কঠোর মায়ার দারুণ শাসন, বিয়োগ-সংযোগে ঘটনা ভীষণ,
হাসি কান্না তার, বুঝে উঠা ভার, পরিণাম হেরি কেবল হাহাকার॥
কাল-স্রোত-নীরে তৃণ-সম ভেসে, পিতাপুত্রে চল যাই রে সন্ন্যাসে,
আর কার আশে, কি সুখ-প্রয়াসে, রহি রে বল, সংসার-মাঝারে॥

ধাতা। বাবা! আমাকে কেন তুল্‌চেন! আমি মায়ের সঙ্গে যাবো! মা—মা—ওমা—আমি যে সকল অন্ধকার দেখ্‌চি! তুই কেমন ক'রে আমাদিগে ফেলে গেলি মা! বাবা! আমায় ধর, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে। ভাইরে বিধাতা! ওঠ ভাই, ওঠ—আমাদের কি হ'য়েচে দেখ—আর মার কাছে

আমরা খাবার চাইতে পাব না! আর মাকে মা ব'লে ডাক্‌তে পাব না! দাদা আমার, ওঠ! কি হ'য়েচে দেখ!

বিধাতা। কেন দাদা, কি হ'য়েচে? অ্যাঁ, অ্যাঁ, মায়ের গায়ে এত রক্ত কেন? মা—মা—ওমা—আমার খিদে নাই মা! তুই ওঠ্—ওমা, আমি খাবার চাইব না মা! ও মা—মা—
(গাত্রস্পর্শকরণ)।

ধাতা। আর কি মা আছে ভাই! মা আমাদিগে জন্মের মত ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন!

বিধাতা। তুমি কি ব'ল্‌চ? মা নাই—মা গো—

ভৃগু। আর কি এ দৃশ্য দেখা যায়! আহা, অতি লোমহর্ষণ! পাষাণও ভেঙে যায় রে—পাষাণ ভেঙে যায়! আয় বাবা! আয় তোরা, আমার কোলে আয়—(ক্রোড়ে ধারণ)। আর পারি না! কে আমার শত্রু? আমার পত্নীঘাতী শত্রু কে? আমার পুত্রের শত্রু! কে আমার স্নেহ-দুলালদের শত্রু রে—দুরাত্মা—মধুকৈটভ—খ্যাতি—আত্মঘাতিনী—

(নেপথ্যে)

সরস্বতী। খ্যাতি আত্মঘাতিনী নয়, খ্যাতি সতী! সে মহাপাপিনী—আত্মঘাতিনী মহাপাপিনী হবে কেন?

ভৃগু। কে তুমি? তুমি সব দেখেচ? আমার খ্যাতির শত্রু কে? বল—তবে আমার খ্যাতির শত্রু কে বল?

(নেপথ্যে)

সরস্বতী। তোমার অভীষ্ট দেব বিষ্ণু। দুর্বৃত্ত মধুকৈটভ, খ্যাতির সতীত্ব হরণে উদ্যত হ'লে মহাপ্রভু সুদর্শনে মধুকৈটভকে

হত্যা ক'র্‌তে গিয়ে, খ্যাতিকে হত্যা ক'রেচেন। বৎস! নিয়তির চক্রে এই ঘটনা ঘ'টেচে।

ভৃগু। নিয়তি! নিয়তি! নারায়ণ! তোমার নিকট নিয়তি! নিয়তির পতি! তোমার নিকট নিয়তি! দরিদ্র ভক্ত ব'লে তাই এত ঘৃণা! নারায়ণ! আমি অতি দরিদ্র ব'লে, তাই তুমি আমায় এই যন্ত্রণা দিয়েচ! দাও,—দাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রভো! এই দুধের বাছারা তোমার কি ক'রেচে? নারায়ণ! আমি দরিদ্র—আমি পথের ভিক্ষুক। আমি আর এর কি প্রতিহিংসা সাধন ক'র্‌ব! তবে প্রভু, এইরূপ—এইরূপ—ভৃগুর অনুরূপ, তুমিও যেন এই পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য কর! তখন জান্‌বে, পত্নী-বিয়োগের কি ক্লেশ! যাক্, যাক্—খ্যাতির সঙ্গে আমার সব যাক্। সংসারে কেমন সেজেচি দেখ! বাবা রে, কাঁদিস্ নে! কেমন সেজেচি দেখ্! শোক-মহাকাব্যের কি শোচনীয় দৃশ্য সেজেচি দেখ্! সংসার দেখ! তোমার বক্ষে আজ কি সুখের সাজে সেজেচি দেখ! আরও মহাশোক-দৃশ্য—খ্যাতির চিতা জ্বল্‌বে! দুধের বাছারা আমার তার মুখাগ্নি ক'র্‌বে! সোণার অঙ্গ পুড়ে ভস্ম হবে! কি ভয়ঙ্কর—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! চল, চল বাবা! কাষ্ঠ-সংগ্রহে যাই চল। তোদের অনেক চোখের জল ফেলা দেখ্‌ব! রাক্ষসের মত নির্নিমেষ চক্ষে দেখ্‌ব,—পাষাণের মত অচল হ'য়ে দেখ্‌ব! এখন যাই চল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণু ও মধুকৈটভের প্রবেশ

বিষ্ণু। (যুদ্ধ করিতে করিতে) প্রলয়, প্রলয় হবে আজ!

মধুকৈটভ। (যুদ্ধ করিতে করিতে)
সাবধান ভগবান্! সাবধান আজ।
(ঘোর যুদ্ধ ও পরে নিরস্ত হওন)।

মধু। শ্রান্ত বুঝি নারায়ণ!
নব জলদাঙ্গে ঘর্ম্ম হ'তেছে নির্গত,
ক্ষণে ক্ষণে ঘোর রণে, বুঝিবে কেমনে,
অনাদি অনন্তকাল!
বহুযুগ হ'য়েচে বিগত।
ক্ষণিক বিশ্রামে রত, থাক থাক প্রভু!

কৈটভ। না না, তা হবে না আর্য্য, দেখিব প্রভুর বীর্য্য,
দাও রণ, দাও রণ, না চাহি বিশ্রাম,
রণ রণ, রণ চাহি অবিরাম, ভগবন্!
রণকণ্ডূয়ন-আশা কর নিবারণ!
জন্ম হ'তে ঘোর অত্যাচারী, কেন বল হরি,
হ'য়েচি আমরা! বুঝেচ কি প্রভু, অন্তরের ভাব?
তমপূর্ণ হ'য়ে, ধরণী কাঁপায়ে—
তুচ্ছ করি তোমা; করিয়াছি কত অত্যাচার,
আজ তার সকল পরীক্ষা!

বুঝিব কেশব—বাধ্য কিনা তুমি ভক্তের বিক্রমে!
সাধনায় জীব তোমায় হে পায়,
কয় তুমি চাটুপ্রিয় হও ভগবান্।
তোষামোদপ্রিয় তুমি ভগবান্?
ছিঃ ছিঃ অসম্ভব অতি!
তাই আজ দেখাব সংসারে,
ব্রহ্ম হন্ নির্ব্বিকার, আত্মপর—ভেদহীন হরি।
মধু। হৃদয়ের কথা নাথ!
ব'লেছে অনুজ।
তাহে যদি পাপ হয়, মনস্তাপ নাহি তায়।
কিন্তু তুমি নও চাটুপ্রিয় হরি!
বিষ্ণু। সবি জানি, রে মধুকৈটভ!
সবি জানি—মদগর্ব্বে হইয়া গর্ব্বিত,
হেন ধরা। সরাসম ক'রেছিস্ জ্ঞান!
চাটুপ্রিয় নহে ভগবান্,
জগতের হিতকার্য্যে হরি অধিষ্ঠান,
সেই কার্য্য ক'রেছিস্ ঘৃণা।
গো দ্বিজ রমণী আহা, ক'রেছিস্ আকুল তাদের,
কাঁদিয়াছে তারা দিবস-যামিনী,
কোথা চিন্তামণি ব'লে!
বিন্দু বিন্দু বারিরাশি ল'য়ে যেমন সাগর,
তেমতি রে দোঁহাকার বিন্দু বিন্দু পাপে—
পাপপূর্ণা মাতা বসুন্ধরা থর থর কাঁপে।
আজ তার প্রায়শ্চিত্ত!

মধু। প্রায়শ্চিত্ত ? পাপে মুক্ত হ'ব,
বৈকুণ্ঠেতে যাবো, তবে কি দেখাও ভয় হরি !
কি দেখাও ভয় ? লোকচয় তপ-অনুষ্ঠানে,
অনন্ত সাধনে পায় নাই যেই রাঙা পায়,
বিনা সাধনায় –মধু ও কৈটভ আজ পাইবে সে পায়
প্রায়শ্চিত্ত ? বল হরি ! কি তার বিধান !
কিবা তার বল অনুষ্ঠান !
ভগবন্ ! প্রায়শ্চিত্ত ?
তাহ'লেও বল, পাপীদের আছে প্রায়শ্চিত্ত ?
কেন পাপি ! হও রে আকুল,
অকূলপাথার বৈতরণী ভাবি ?
আছে তোর প্রায়শ্চিত্ত !
সাধি সেই মহাযজ্ঞ—পুণ্যাত্মার সনে,
থাকিবি আনন্দমনে আনন্দময়ের ঠাঁই।

কৈটভ। প্রায়শ্চিত্ত ?
তাই চাই ! কিন্তু হরি, বুঝিলাম তুমি চাটুপ্রিয় !
তোষামদে তুমি বাধ্য হও, তারও প্রায়শ্চিত্ত চাই !
না চাই তোমার দয়া, বাধ্য হ'য়ে দয়া দিতে হবে !
দাও রণ, দাও রণ !
না কর বিশ্রাম নারায়ণ !
দেখি শক্তি, কত পরাক্রম !
কেমনেতে রোধ গতি মোক্ষপথে যেতে !

বিষ্ণু। বুঝিলাম, এতক্ষণে, কালপূর্ণ হ'য়েচে তোদের,
বুঝিলাম, ধরণীর ভার এবে হবে অপনীত,

চির-বৈরী জগতের রে চণ্ডাল তোরা!
কর রণ, কর রণ, রণকণ্ডূয়ন নির্ব্বাণ হইবে,
নরকের দ্বার উন্মুক্ত হইবে—
আনন্দের হাসি হাসিবে সাধুরা,
সতী উচ্চকণ্ঠে গাহিবে রে জগতের মঙ্গলের গান।
কর রণ, কর রণ, রণকণ্ডূয়ন নির্ব্বাণ হইবে।

মধু। এস হরি! ল'ভেছ বিশ্রাম কিছু,
আবার কিয়ৎকাল করিবারে পারিবে সমর।
ধর ধর—ধর হে শ্রীধর—সুদর্শন ধর।

কৈটভ। রণ রণ—দাও রণ—দাও রণ—(ঘোর যুদ্ধ)।

বিষ্ণু। (যুদ্ধ করিতে করিতে) অদ্ভুত সমর! ধন্য বীর তোরা,
রণে তুষ্ট আমি!

মধুকৈটভ। (যুদ্ধ করিতে করিতে)
তোমার তুষ্টিতে নাহি প্রয়োজন,
কর রণ, কর রণ—কর রণ।

(কিয়ৎক্ষণ পুনঃ যুদ্ধ)।

বিষ্ণু। (যুদ্ধ করিতে করিতে) অদ্ভুত— অদ্ভুত সমর-কৌশল!
ধন্য বীর—ধরে ধন্য বল!

মধু। (যুদ্ধ করিতে করিতে)
তোমারই বল হরি, তোমারই বল!
ধন্য হরি তোমারও যুদ্ধের কৌশল!

(যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণুর নিরস্ত হওন)।

কৈটভ। কি বিষ্ণু! নিরস্ত হ'লে যে! ক্ষমা চাও! ক্ষমা চাও! নতুবা এ যুদ্ধে তোমার ভগবান্ নামের মহাকলঙ্ক হবে!

নারায়ণ! গর্ব্বী কে? এই তুমি আমাদিগে অহঙ্কৃত ব'লে, নিন্দা ক'র্ছিলে নয়?

মধু। মুকুন্দ! সংসারে এই অতি আশ্চর্য্য দেখি, কেউ কারেও ক্ষুদ্র ব'লে জ্ঞান করে না! মশকও বৃহদাকার মাতঙ্গ অপেক্ষাও অধিক বলশালী ব'লে মনে ক'রে থাকে।

বিষ্ণু। মধু! তুই নিতান্তই নির্লজ্জ!

মধু। তা নিশ্চয়ই; তা না হ'লে তোমার ন্যায় অপদার্থ তোষামোদপ্রিয় ভগবান্‌কে বাধ্য ক'র্‌তে, এখন তোমায় যুদ্ধে বিশ্রাম দান ক'রেচি!

কৈটভ। বলি মাধব! কি অপরাধে অপরাধী হ'লাম! তোমার পূজা করি নাই ব'লে, না চক্ষু মুদ্রিত ক'রে—তুমি হে অকূল-কাণ্ডারী, তুমি হে দীনদয়াময়, তুমি হে ব্যথাহারী ভগবান্ ব'লে ডাকি না ব'লে? কথাও তাই! তোষামোদ ক'র্‌তে পার্‌তাম, ভক্ত হ'তাম! বলি, কথা কও না কেন? বলি, অপরাধটা কিসে হ'ল বল!

বিষ্ণু। দুর্ব্বৃত্ত! তোরা আমার আদেশলঙ্ঘনকারী পরমপাপাত্মা! তোরা আমার সৃষ্টির বিরোধী! তোরা বিনা অপরাধে আমার সরল-হৃদয় সৃষ্টির জীবকে নানাবিধ নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েচিস্! তোদের পাপের অবধি নাই!

মধু। তা ত এখন ব'ল্‌বেই! বলি, কারিকর! এ কারিকুরী কার? তোমার সৃষ্টির সকলই সরলহৃদয় হ'ল, আর এই দুটো কুটিল জটিল-হৃদয় হ'ল কেন হরি? তুমি একদিকে ব'ল্‌চ আমার সৃষ্টি! আমার সৃষ্ট জীব! বলি, এই পাষণ্ড দুটো কি তোমার সে সৃষ্টির বাহিরে? তুমিই ত

সৃষ্টির পাঁচ জনের মত সরল-হৃদয় ক'রে, আমাদিগে সৃষ্টি ক'র্‌তে পার্‌তে?—আমাদিগেও পাঁচ জনের মত তোষামোদে ক'রে সৃজন ক'র্‌তে পার্‌তে?—ক'র্‌লে না কেন? আজ এই সকল কথা ব'ল্‌বে ব'লে? দুটো তিরস্কার ক'র্‌বে ব'লে? নিজের প্রভুত্ব দেখাবে ব'লে? নারায়ণ! তা মনে ক'র না যে, মধু-কৈটভ তোমার দুটো তীব্রবাক্য শুনে, আজ তোমার পায়ে প'ড়্‌বে।

কৈটভ। বলি, তুমি তোষামোদ ভালবাস, আমরা বুঝি ভাল-বাস্‌তে পারি না? তুমি প্রভুত্ব চাও, আর আমরা বুঝি প্রভুত্ব চাইব না? তুমি অহঙ্কার ক'র্‌তে পার, আর আমরা বুঝি, সেই অহঙ্কার ক'র্‌লে দোষ হয়? বলি, কথা কও না যে? স্বরূপ উত্তর দাও?

বিষ্ণু। দুশ্চরিত্র! সৃষ্টির সময় কেউ কি তোদের এ হেন ঘৃণিত কর্ম্ম ক'র্‌তে উপদেশ দান ক'রেছিল?

মধু। দিয়েছিল বৈ কি! না দিলে, তোমার বিরুদ্ধ-কর্ম্মে নিযুক্ত হব কেন? দিয়েছিল বৈ কি!

বিষ্ণু। কে দান ক'রেছিল?

মধু। তুমিই! তুমি আমার মনকে সৃষ্টি ক'রেছিলে, সেই সঙ্গে আমার প্রবৃত্তি দিয়েছিলে; তুমি যেমন দিয়েচ, তেমন পেয়েচ! আজ এখন এমন ব'ল্লে, চ'ল্‌বে কেন? তখন বুঝে কাজ ক'র্‌তে পার নি?

কৈটভ। কেন, সৃষ্টির সময় ভাব্‌তে পার নাই যে, এই হ'তে এই হবে! তখন এ কথা ভাব্‌লে ত আজ ঠাকুর! তোমার অনুতাপ ক'র্‌তে হ'ত না।

বিষ্ণু। কেন, তোমার প্রবৃত্তির সঙ্গে ত তোমার নিবৃত্তিরও সৃষ্টি হ'য়েছিল! তাও ত তুমি পেয়েছিলে?

কৈটভ। ও ঠাকুর! বলি শোন,—"এই বুন্‌লাম সরিষা—হ'ল তিল, ফ'ল্‌লো রুদ্রাক্ষ, খেলাম কিল।" যেমন ক'রেচ, তেমনিই হ'য়েচে!

মধু। যেমন খেলা খেল্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছিল, তেমনি খেলা খেলেচ! এখন খেলা খেলে, হতভাগা দুটোর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে ত আর চ'ল্‌বে না!

কৈটভ। খেলায়ুড়! খেলা খেল্‌চ ভাল, কিন্তু গোড়ায় একটু দোষ ক'রেচ; আমাদের দুটোকে বোকা ক'র্‌তে পার্‌তে, তাহ'লে আজ তোমায় আর কোন কথা শুন্‌তে হ'ত না।

বিষ্ণু। তোরা নিতান্ত নির্ব্বোধ! তাই তোরা আমার কার্য্যে দোষারোপ ক'র্‌চিস্! আমি কখনই কোন জীবকে দূষিত-কার্য্য ক'র্‌তে উপদেশ দিই নাই।

মধু। ঠাকুর! উপদেশ কে কারে দেয়? জলের স্রোত প্রবাহিত হয়, সেই স্রোতকে কি ইচ্ছামত স্থানে আনয়ন করা যায় না? তুমি ত আমাদের সেই প্রবৃত্তির স্রোতকে তোমার ইচ্ছামত স্থানে অনায়াসেই আনয়ন ক'র্‌তে পার্‌তে! তবে আনয়ন ক'র্‌লে না কেন?

বিষ্ণু। আমি যদি প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তি না দিতাম, তাহ'লে তুমি ঐ কথা আমায় সহস্রবার ব'ল্‌তে পার্‌তে। আমি কাম দান ক'রেচি, ঐ সঙ্গে বৈরাগ্যকেও প্রেরণ ক'রেচি; আমি ক্রোধ দিয়েচি, ঐ সঙ্গে ক্ষমাও রেখেচি; আমি লোভ দিয়েচি, সেই সঙ্গে নিস্পৃহতাও দিয়েচি, আর মদের সঙ্গে

বিনয়, মোহের সঙ্গে বিবেক, মাৎসর্য্যের সহিত নিঃস্বার্থতাও প্রদান ক'রেচি; আমি ত তোমায় নিঃসহায়ভাবে সংসারে প্রেরণ করি নাই? তবে তুমি কেন অন্ধ হও? তুমি কেন পাপপুণ্য-পথ স্থির ক'র্‌তে পার না?

কৈটভ। কথাটী ব'ল্‌লে ভাল! কথাটী আমরাও শুন্‌লাম ভাল! বলি,—সবই ত জীবের জন্য ভাল ক'র্‌লে, তবে মন্দ হ'ল কেন? পাপপুণ্য দুটী পথ না ক'রে, সোজাসুজি একটা পথ সৃষ্টি ক'র্‌লেই তো হ'ত!

বিষ্ণু। সে কথার আর উত্তর কি? চাঁদ না ক'রে এক সূর্য্যই ত জগতে আলোক দান ক'র্‌তে পার্‌ত! তবে চাঁদের সৃষ্টি কেন? এই কথা না?

মধু। কথাটা বড়ই বাঁকা, নারায়ণ! কৈটভ বড়ই অন্যায় কথা ব'লেচে! বলি, চক্রি! হাতে যেমন চক্র! মনটীতেও কি তেমনি চক্র? ও চক্র আজ ত্যাগ ক'র্‌তে হবে। চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিন্! তোমার হাতে তুমি সব রাখ, কেবল চক্রটী ত্যাগ কর। ঐ চক্রেই নির্দ্দোষ মধু-কৈটভ আজ অপরাধী। ঐ চক্র যদি তোমার না থাক্‌ত, তাহ'লে যে মধুকৈটভ অনন্তশক্তি ল'য়ে, এই ভূ ভারতে অবতীর্ণ হ'য়েছিল, সে মধু-কৈটভ আজ তোমার বৈকুণ্ঠ অধিকার ক'র্‌ত! হরি! তোমাতে আর দুরাচার মধু-কৈটভেতে কোন প্রভেদ থাক্‌ত না! সব হারিয়েচি, কেশব! সব হারিয়েচি। তোমার ঐ চক্রে সর্ব্বস্ব-হারা হ'য়েচি! মান, খ্যাতি, যশঃ, প্রশংসা, বীরত্ব, ধীরত্ব, গাম্ভীর্য্য, সাধুত্ব;—আমাদের অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত তোমার ঐ চক্রে একেবারে চূর্ণ হ'য়েচে! তাই

বলি, বিশ্বনাথ! বিশ্বতাত! তুমি ত অনাথনাথ, দীননাথ; জীবে যে তোমায় দীনবন্ধু বলে। তবে দীনের পরিত্রাণের উপায় কর। নারায়ণ! এ জীবনে না ক'রেচি, এমন কার্য্য নাই; কিন্তু একদিনও কোন কার্য্যে ক্ষণেকের জন্য শান্তি উপভোগ ক'র্‌তে পারি নাই। কৈটভ রে! হৃদয় কেন এমন হ'ল! যে হৃদয় কোটী আর্ত্তের আর্ত্তনাদে ক্ষণেকের জন্য আর্দ্র হ'ত না, আজ প্রভুর মুখের কথায় সে হৃদয় কেন কেঁপে উঠ্‌চে ভাই! চারিদিকে যেন কি এক এক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শোকাবহ প্রতিমূর্ত্তি এসে, হৃদয়-সমুদ্রকে শোকের তরঙ্গে তোলপাড় ক'রে তুল্‌চে! একি চক্র! কৈটভ রে! চক্রীর এ কোন্ চক্র বল্ ভাই!

গীত।

কি চক্র বল ভাই চক্রীর চক্র বোঝা দায়।
বুঝি এই চক্রে বিশ্বচক্র ঘোরে চক্রনেমীর প্রায়॥
হয় রে সন্দেহ ক্রমে, প্রভু নয় রে বল-বিক্রমে,
ইচ্ছা হয় কোন ক্রমে, করিতে আত্ম-বিক্রয়॥
বলিহারি চক্রধারি, তোমার চক্র ব'ল্‌তে হারি,
এই চক্রেই কি দর্পহারি, নাম ধ'রেছ দয়াময়॥

কৈটভ। আর্য্য! মায়াবী এই মায়ায় জগৎকে ভুলিয়েচে! ঐ যাদুমন্ত্রেই—ঐ মোহমন্ত্রেই বিশ্ব-চক্র পরিচালিত! তা না হ'লে, ভগবান্ এমন একাধিপত্যে বিশ্বরাজ্য কি শাসন ক'র্‌তে পার্‌ত? বলি বিষ্ণু! সব কথাই ত হ'ল, এক্ষণে কি ক'র্‌তে চাচ্চ?

মধু। আর তোমার সঙ্গেই বা আমাদের অধিক কথা কি?

আমাদের উদ্দেশ্য যা, তা পূর্ণ হ'য়েচে! আমরা দুই ভ্রাতায় প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম যে, বিনা সাধনায় ভক্তের ভগবান্‌কে সম্মুখে আনয়ন ক'র্‌ব! আর ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে বলে জয়লাভ ক'র্‌ব। তা ঠাকুর! পাপীই হই আর তাপীই হই, সে দুই উদ্দেশ্য পূর্ণের ত আমরা কোন অভাব দেখ্‌চি না।

বিষ্ণু। দুরাচার! তুই কি আমাকে জয়লাভ ক'রেচিস্?

মধু। জয় গোবিন্দ!

কৈটভ। বলি ঠাকুর! তোমাকে জয়লাভেরই বা অবশিষ্ট কি? রণে পরাজিত হও নাই? তবে দণ্ডায়মান কেন? সাধকের নিকট শুনেচি, তারা কঠিন তপস্যায় অনশনে অনিদ্রায় তোমায় ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে পারে নাই,—কারও বা ইহ-জীবনে সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। বলি, আমরা ত আর সাধক নই,—তোমার জন্য একদিনও ত চিন্তা করি নাই,—তবে তুমি কি জন্য আমাদের সম্মুখে? এতেও যদি তোমায় জয় লাভ করা না হ'ল, তাহ'লে কিসে তোমায় জয় লাভ করা যায়, তাই বল?

বিষ্ণু। তোদের মৃত্যু নিতান্তই নিকট হ'য়েচে।

মধু। হাঃ হাঃ, আজ বড়ই হাসিয়েচ! এখন মূর্খ কে? তোমার ভক্ত সাধক, না আমরা? তোমার সাধক ভক্তই বলে যে, তুমি কালভয়-নিবারণ মুকুন্দ মাধব নারায়ণ! তবে বলি, ওহে কালভয়নিবারি! তুমি থাক্‌তে তবে আমাদের কালের ভয় কিসের? যদি তুমি থাক্‌তেও আমাদের কালের ভয় ঘটে, তাহ'লে অগ্রে তোমার সাধক ভক্তদের কর্ণে গিয়ে ব'লে এস গে যে, মধুকৈটভ হ'তে আমার কালভয়নিবারী হরি-

নাম ঘুচেচে! আর তোমরা কেউ কালভয়নিবারী হরি ব'লে, আমায় ডেক না!

কৈটভ। আরও একটী কথা ব'লো, আমি শুনেছিলাম, তোমার আর একটী নাম লজ্জানিবারণ; কিন্তু তুমি কখনই লজ্জানিবারণনাম ধারণ ক'র্‌তে পার না; যার নিজের লজ্জা নাই, সে কিসে অপরের লজ্জা নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌বে? এই কথাটী ব'লো।

বিষ্ণু। উঃ, নিতান্তই অসহ্য! নীচ, ঘৃণ্য শৃগালের মুখনিঃসৃত দুর্ব্বাক্য আর শ্রবণ করা যায় না! রে দুরাচারসম্পন্ন কাপুরুষ! রে ব্রহ্মনিন্দক চণ্ডাল! আয়, এইবার তোর চির-রণাশা চিরদিনের জন্য পূর্ণ করি! রে সুদর্শন! আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায়, ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় শত্রু-বক্ষে প্রবিষ্ট হ'য়ে, শোণিত-ধারা পান কর। (সুদর্শন ঘূর্ণন)।

মধু। সাবধান ভগবান্! এই রণ যেন অনন্ত কালের জন্য হয়! এর বিশ্রাম নাই, সমাপ্তি নাই, শেষ নাই, সকলে উন্মত্ত সুরাপায়ীর ন্যায় জ্ঞানহারা, আত্মদ্রোহী হ'য়ে, এই ভৌতিক-বিপ্লব-সমুদ্রে ভাসমান হই এস। নারায়ণ! নারায়ণ! এই ঘোর রণানলে সাবধান! সাবধান!

কৈটভ। আজ বাণে বাণে বিশ্ব-চরাচর—
অমাবস্যা-অন্ধকারে হইবে প্লাবিত।
সাবধান—ভগবান্—সাবধান! (ঘোর যুদ্ধ)।

মধু ও কৈটভ। (যুদ্ধ করিতে করিতে) ধন্য বীর নারায়ণ!
ধন্য ধন্য অগ্রগণ্য তুমি!
লও বর, লও বর—

বিষ্ণু। (যুদ্ধ করিতে করিতে স্বগতঃ) কর্ রণ, কর্ রণ!
অতি স্পর্দ্ধা তোদের পামর।
মহারণে বহুকাল হ'য়েচে অতীত,
ত্রাসে ভীতা মাতা বসুমতী,
কম্পে সদা দারুণ পীড়নে!
ত্রাহি ত্রাহি করে জীবকুল!
আরও যুদ্ধে হইবে প্রলয়,
সৃষ্টি-লয় ঘটিবে তাহায়,
না না—কাজ নাই আর ঘোর রণে!
শত্রু-নাশে হ'য়েচে সুযোগ।
অনায়াসে পাপাত্মার বিনাশ ঘটিবে,
বর দিতে যাচে, লব বর—
পাপীদের কাল-বহ্নিরূপী বর,
সেই বরে অনার্য্যের ঘটিবে বিলয়।

মধু ও কৈটভ। (যুদ্ধ করিতে করিতে) ধন্য ধন্য তুমি নারায়ণ!
রণে তুমি অতি সুনিপুণ!
পুনঃ যাচি লও বর, লও বর,
তব রণে সন্তুষ্ট আমরা।

বিষ্ণু। তবে রণে ক্ষান্ত হও,
দাও বর—দাও বর।

মধু ও কৈটভ। হ'লাম সমরে ক্ষান্ত, কোন্ বর চাহ পরাৎপর!
লও ত্বরা দিব কুতূহলে!

বিষ্ণু। তোমরা আমার বধ্য হও,
এই বর চাই!

মধু ও কৈটভ। হাঃ হাঃ, আমাদেরি বরে
আমাদের নাশ করিবে শ্রীহরি?
সৌভাগ্য! সৌভাগ্য!
বুঝিলাম ব্রতপূর্ণ আজ আমাদের।

মধু। দিলাম তোমারে বর,
তোমারি শ্রীকরে বধ্য হব' মোরা দুই ভ্রাতা!

কৈটভ। ভগবন্! ধন্য তব লীলা!
ভাল খেলা খেলিলে শ্রীহরি!

মধু। ধন্য তুমি হে ভক্তবৎসল! ধন্য তুমি অনাথতারণ!
পাপী তাপী দুঃখী জন,
তোমার চরণে বঞ্চিত নহেক কেহ!
যে, যে ভাবেতে যায়, সে, সে ভাবেতে পায়,
রাতুল চরণ তব।
তুমি কল্পতরু,
কামনার অনুরূপ ফল, মিলাও কামীর!
ব'লেছিনু অজ্ঞানে ডুবিয়া,
বলে বাধ্য করিব তোমায় হরি!
বুঝিলাম তুমি নও, বলের অধীন,
মহাবল তুমি, তুচ্ছ বল তোমার সমীপে।
ভাই রে কৈটভ! আজ অজ্ঞাতে হৃদয়-ক্ষেত্রে
কোন্ বীজ অঙ্কুরিত ভাই!
কেন প্রাণ ধায় রাঙা পায়!
কে কাহারে বাধ্য আজ করিল ধরায়!
কৈ সেই ক্রোধ, কৈ সেই শক্তির বিক্রম!

ত্রিবিক্রম সকলি নাশিল !
কৈ কোথা গেল, দেখ্ দেখ্ দেখ্ রে কৈটভ !
চারিদিকে বহিছে সুবাস !
পিক-কণ্ঠ-ধ্বনি ঝঙ্কারিছে সমগ্র মেদিনী—
মৃগমদ যেন দিয়াছে ছড়ায়ে !
ফুল্ল ফুলরাশি যেন পাতা দেখি পথে,
হাসে এক হসিত কিশোর—ডাকে পিককণ্ঠে –
আয় আয় পাপি তাপি, আয় আয়,
হরির কোমল কোল পাতা আছে আয় !
শীতল হইবি যদি আয় আয় আয় !
সম্মুখেতে অকূল-পাথার—
কত শত জন করে হাহাকার—
তরী ল'য়ে সেই হসিত বালক—
নিজে ধরিয়াছে কর্ণ, ধ'রেছে ক্ষেপণী,
ডাকিছে মধুর-কণ্ঠে আয়, পাপি তাপি আয়,
পারে যাবি আয়, বেলা বেড়ে যায়,
আয় আয় আয় !
ভাই রে—এ কি এ রহস্য !
পতিতপাবন ! তার তুই পতিতপাতকী,
পদে করিয়াছি অতি অপরাধ !
কত কু-বচন ব'লেচি তোমায়, দেব !
মোহের ছলনে। বুঝি নাই তুমি সত্য জ্যোতির্ম্ময় ।
হে কেশব ! মুকুন্দ মাধব !
বুঝিলাম তুমি দর্পিকুলদর্পহারী !

দর্প খর্ব্ব করিলে শ্রীধর আজ!
তবে যদি অজ্ঞান পুত্রের প্রতি—স্নেহ থাকে পিতঃ!
ক্ষম অপরাধ।
আর বলিবার নাহি কোন কথা,
বলিবার কি আছে মাধব!
বলিবার রাখি নাই কিছু—
মহাপাপী মোরা—জ্বলি জ্বলি জ্বলন্ত অনলে।
এই শাস্তি তার সমুচিত।
তবে বলিবার কি আছে কেশব!
বলিবার কিছু নাই আর,
বলিবার রাখি নাই কিছু!

কৈটভ। অন্ধকার হেরি আর্য্য এবে!
দিনু বর, দিব প্রাণ কেশবের করে !
অন্ধকার হেরি আর্য্য এবে।
কোথা যাবো—প্রাণ যাবে—কোথা যাবো?
তবে রাজ্য ধন পুত্র পত্নী কন্যাগণ
কোথা রবে তারা?
দাদা—কিবা বর দিলাম কেশবে!
কোথা যাবো—কে মোদের সঙ্গী হবে সেথা!
কেন অর্থ-উপার্জ্জন, কেন রাজ্য অকারণ,
কেন কেন নারীধন হরিয়া আনিনু ঘরে!
কোথা রবে তারা, কারে দিয়ে যাবো?
না, না—হেন বর দিব না কেশবে!
দিব রাজ্য দিব ধন, দিব পুত্র-কন্যাগণ।

প্রাণ দিব কেন? থাকিলে শরীরে প্রাণ,
আবার আবার সব হইবে আমার,
আবার আসিবে ধন, আবার হইবে পুত্র—
আবার হইবে কন্যা—আবার আবার মিলিবে রতন!
না, না—কেশবে দিব না প্রাণ!
নারায়ণ! চাহ অন্য বর! প্রাণ ছাড়া চাহ অন্য বর—
সত্বর সে দিব বর। এ তোমার নিষ্ঠুর আদেশ!
হৃষীকেশ পরম দয়ালু তুমি—
শুনি লোকমুখে, এই কিহে তার পরিচয়?
না, না—প্রাণ দিব না কেশব!
প্রাণ দিলে প্রাণ চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠধন,
কোথা রবে তারা কাহার আশ্রয়ে?

মধু। কৈটভ রে! এখন ও ভুল তোর যায় নাই ভাই!
মোহের তামস-ছায়ে,
কত দিন লুকাইয়ে—
থাকিবি রে মোহ-নিদ্রা-বশে?
জাগ জাগ দাদা—ঘুমাও না আর—
প্রবেশ কর রে ভাই, শ্রদ্ধার মন্দিরে,
ভক্তির সুবর্ণ-দীপ জ্বালাও সত্বর।
হের পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়রূপ!
পড় তাঁর পায়, কর রে মিনতি,
মাগ বর তাঁরে—ক'রুন শ্রীপতি অন্তিমে সদ্গতি

কৈটভ। হিতাহিত কর্ত্তব্য ভুলেছি!
শূন্যময় চারিদিক হেরি,

যা করাও, তা করিব হরি!

বিষ্ণু। আহা, একরূপ ভক্ত তোরা দোঁহে,
কর্ম্মে জ্ঞান সংমিশ্রণ কর বাছাধন,
না চাই জীবন, ভক্ত হ'য়ে বিরাজ ধরণী-মাঝে।

মধু। আহা! হেন দয়া না থাকিলে—দয়ার জলধি,
দয়াময় নাম কেন রটে ত্রিভুবনে?
এমন দয়াল পিতা না হইলে তুমি—
পিতা মাতা পুত্র কন্যা ত্যজি—
কেন যোগী থাকে অনশনে?
না—না—নাথ—প্রাণে আর নাহি প্রয়োজন!
পাপপ্রাণ ত্বরা লও পতিতপাবন!
ঘৃণিত এ পাপ-দেহ, অতি ভারে ভারী,
ত্বরা লও, ত্বরা লও আপনি শ্রীহরি।
হৃদয় আমার, আঁধার—আঁধার,
দগ্ধ প্রাণ অনিবার জ্বলে!
মূলে ভুলে জ্বলিতেছি নাথ!
এ জীবন না যাইলে, নব-দেহ না পাইলে,
এর আর নাহি প্রতীকার!
কর কর, ভীমদণ্ডে কর হে শাসন,
নারায়ণ! এ পাপের কর নির্য্যাতন!
ক্রমে ক্রমে বড় হরি, পাইতেছি ভয়,
ক্রমে ক্রমে সম্মুখেতে নরক-যন্ত্রণা,
বুঝিতেছি—এই ক্ষুদ্রহৃদে অনন্তনরক,
সে নরক-বহ্নি হায়, দাউ দাউ জ্বলে!

যায় পুড়ে ভক্তিতরু-বীজ,
নিষ্ফল নিষ্ফল নাথ, সব মনোরথ!
কল্পতরু! আর কেন?—এখনও বিলম্ব কেন?
হ'য়েচে সময়! কালপূর্ণ দেব!
কালভয়হারি, তবে আর কেন তিরস্কার?
কর প্রতীকার!
দয়া যদি হয়, দয়াময়!
অনুরূপ বর দেহ দোঁহে—বলিতে না পারি হায়,
বলিবার না আছে উপায়,
নারকীরে কর পরিত্রাণ,
ভগবান্! শেষের উপায় কর।

কৈটভ। নারকী, নারকী মোরা—
ভাল মন্দ কিছুই না বুঝি,
দৈহিক-বিক্রমে মজিয়াছি দেব!
যাহা হয় করহ বিধান!
ভাবনায় হয় হৃদি শত খান,
ভিক্ষুকের চেয়ে হইয়াছি হীন—
দীন দেখে দীননাথ! হও দীনের সহায়।
দাও যদি বর, দাও পীতাম্বর!

উভয়ে। জন্মান্তরে শত্রু মিত্র যে হই আমরা,
পদে ঠেলে দিও না শ্রীহরি।
চিরদিন যেন তব সঙ্গে থাকি,
চিরদিন যেন তব রূপ দেখি,
চিরদিন হই যেন তব লীলা-সহচর।

শত্রু-মিত্র সমজ্ঞানে না লইও দোষ,
আশা মাত্র শেষের সময়,
এই ক'র দয়াময়, এ মিনতি দোঁহাকার!

বিষ্ণু। তথাস্তু। শত্রু-মিত্র যে কোন বা হও,
ক্ষমা পাবে আমার নিকটে।
জন্মান্তরে রবে মোর অনন্ত গোলোকে—
অনুচর হ'য়ে জয়-বিজয়-নামে;
লীলা-কালে হবে লীলা-সহচর!
রে মধু-কৈটভ! শান্ত কর্ মা ধরণী!
শান্ত কর্ যোগীঋষি দেবতানিচয়ে,
শান্ত কর্ এ সৌর-জগৎ, বালবৃদ্ধ-যুবা রমণী-মণ্ডলী,
শান্ত কর্ গো-ব্রাহ্মণে, পাপদেহ করি ত্যাগ।
শান্তিময় হ'ক্ আজ বিশ্ব-চরাচর।

মধু। আর না, আর না—হ'য়েচে সময়,
তমঃ আজ ছুটিয়া গিয়াছে—
নরকের দ্বার পেয়েচি দেখিতে,
পাইতেছি পাপের তাড়না,
ধর হরি, ধর দেহ-ভার।
আয় রে কৈটভ—শ্রীহরির পায় কর্ আত্মদান।
ধর হরি আরও এক নবীন-মূরতি!
দুই ভ্রাতা, দুই বিষ্ণু কোলে—
এক কালে মরিব আমরা!
হৃদয়ের আশা পূর হৃদয়েশ!
শান্তিময়! কর শান্ত, নাশি পাপাত্মায়—

তাপ-তপ্তা দেবী বসুন্ধরা।
ধর গদা, ধর সুদর্শন, ধর শঙ্খ, ধর চক্র দেব!
কর রণ, লহ শক্তি করিয়া হরণ।
কর রণ, কর রণ, রণে রণে হ'ক্ মহারণ।
সপ্তবিশ্বে বাজুক্ বাজনা!
ঝন্‌ঝনা হউক অস্ত্রের,
মুক্তি-পথ-দ্বার হউক উন্মুক্ত,
পাপ-তাপ-তপ্ত দেহ ল'য়ে, প্রবেশ করিব মোরা।
কত আর জ্বালা সহিব শ্রীনাথ!
ধর অস্ত্র—ধর অস্ত্র—ধর হে শ্রীধর!

কৈটভ। এস—এস—ত্বরা—কে এসে কাঁদায় মোরে,
নারায়ণ! সদা প্রাণ কাঁদে—এস এস ত্বরা।

বিষ্ণু। ভক্ত বাঞ্ছা পূরাতে রে আমি পারি সব,
পারি আমি বৈকুণ্ঠ করিতে ত্যাগ,
পারি আমি লক্ষ্মী ধনে দিতে!
পারি আমি সব—
ভক্ত-হেতু দুই বিষ্ণু কেন, ধরিয়াছি বরাহমূরতি,
হইয়াছি কূর্ম্মরূপে জঘন্য ঘৃণিত কায়!
ভক্ত রে! ভক্ত রে! অবশ্যই ভক্তবাঞ্ছা করিব পূরণ।
এস বাপধন! কর রণ! কর রণ!
মনোমত ধন লও আজ।

(দ্বিতীয় বিষ্ণুর আবির্ভাব ও উভয়ের সহিত
ভয়ঙ্করভাবে উভয়ের যুদ্ধ)

মধু। আর কেন নাথ, হ'য়েছি নিস্তেজ!
রাখি উরু'পরে, বধ দোঁহাকারে!

বিষ্ণু। তথাস্তু। (বধোদ্যত)।

কৈটভ। দাদা—যায় প্রাণ! চারিদিক হেরি ধূমময়। (রোদন।

মধু। হরি ব'লে ডাক ভাই! এ সময় কেউ নয় কার'!
এবে কণ্ঠতালু বদ্ধ হবে ভাই!
এই কালে হরিনাম লও রসনায়,
পথের সম্বল কর,
পুত্র-কন্যা কেহ নাহি যাবে,
শূন্যপথে একাকী চলিবে,
হরি ব'লে ডাক ভাই, এ সময় কেউ কার' নয়!
এ সময় কেহ নাই আর!
হরিনাম সার কর দাদা!

গীত

ভাই, এ সময় কেউ কারও নয় রে।
ভাই রে, এখন এমন সময়, এ মুখ ব'ল্‌বে না, এ কর ধ'রবে না,
চরণ চ'ল্‌বে না, হায় রে॥
ও ভাই, ভাই বন্ধু পরের কথা, তারা সুখের সময় রে,—
এ যে আপন অঙ্গ অবশাঙ্গ, বলি এ দুঃখ কাহায় রে,—
(আর কি কথা আছে রে ভাই, কথা যা তা ফুরায়েছে)
আয়ু-রবি ডুবে ডুবে, লীলা-কমল ঐ মুদে,
আর বেলা নাই, এই বেলা ভাই, কর হরিনাম সার,
আর রোদনে কি ফল, পথের সম্বল, ক'রে লও ভাই এই কালে,
(ঐ আস্‌চে রে কাল, ভীষণ বিকট বেশে ধ'র্‌তে কেশে)

কাল-বিনাশন, কালিন্দিরমণ, হের কালভয়বারী,
একবার দুটী বাহু তুলে, হরি হরি ব'লে, শরণ লও তাহারি,
পরে যা হবার তা হবে রে, (ও সে পরাৎপরের নাম ল'য়ে ,
ভাই নয় অসময়, এই ত সময়, নিতে দয়াময়ের পদাশ্রয় রে ।

উঃ যায় প্রাণ ! দাও হে কেশব,
সুদর্শনে দাও চাপ, আর জ্বালা সহিতে না পারি !
হরি—হরি—হরিনাম দাও কর্ণমূলে !
মূলে ভুলেছিলাম জড়িত ব'লে,
তাই গঙ্গাকূলে আসি ডাকি গঙ্গা ব'লে,
তার হে পাতকী-জনে পাতকী-পাবন।
আর কেন দাওহে যাতনা—হরি—হরি—
সহিতে না পারি আর।

বিষ্ণু। কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীব—
নহে তার কোন রূপে অন্য প্রতিকার।
কি করিব বাপ—পাপের যাতনা ভুঞ্জ কিছুকাল—
ব্রাহ্মণে ক'রেছ হত্যা, ব্রহ্মহত্যা পাতকের ফল—
অনন্তনরক ! পূর্ব্বের সুকৃতিবলে
পেলে অব্যাহতি—
সম্প্রতি পাপের দারুণ শাসন ভুঞ্জ কিছুক্ষণ।

কৈটভ। উঃ কি ভীষণ শাসন !
যায় প্রাণ ত্রাহি ভগবন্ !
হায় হায় ! কোথা ল'য়ে যাও নাথ !
কোন্ পথে যাবো—অহো ঐ পথে যে রে—
ভীষণ অনল—কেমনে সে পথে যাবো ?

ভস্ম হ'য়ে যাবো—প্রিয়ে প্রিয়ে—কোথা তুমি ?
কোথারে প্রাণের পুত্র তোরা ধর্ ধর্ মোরে—
না না যাব না কেশব।
উঃ উঃ কি ফণীর গর্জ্জন—
উচ্চফণা—দংশে মোরে ভীষণ-দংশন—
দরদরে ঝরে রে রুধির।
ধর্—ধর্—মোরে—কে আছ কোথায়—
যাই যাই—

মধু। এস এস, নারায়ণ! আর কেন? সব ত্যাগ ক'রেচি! সকল মায়া কাটিয়েচি! এবার বুঝেচি দেব! তুমি ভিন্ন অধমের পরিত্রাণ নাই। বিষ্ণু! জিষ্ণু! মাধব! মুকুন্দ! এবার হ'তে আর একটী নাম লও, মধুসূদন! ভক্তের জন্য এই মধুসূদন নাম গ্রহণ ক'রে, ভক্তবৎসল নামের পরিচয় দাও। হরি—হরি—আর পারি না! প্রাণ যায়! নারায়ণ, ত্রাণ কর।

। বাপ্ রে, আর না ; আর ভক্ত-যন্ত্রণা সহ্য হয় না! ভক্ত রে! এইবার তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হ'য়েচে। এস ভক্ত, এইবার নশ্বর মর্ত্তাধাম ত্যাগ ক'রে, জয়-বিজয়-নামে আমার আনন্দময় ধামে গমন ক'র্বে এস! এস ভক্ত জীবাত্মা, এইবার তুমি তোমার পাপ-দেহ-মন্দির ত্যাগ কর।

(সুদর্শন-ক্ষেপণ)।

মধু ও কৈটভ। নারায়ণ, নারায়ণ—(মৃত্যু)।

দেবগণ ও দেবরমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

দেবগণ। জয় জনার্দ্দন, ত্বমেকং শরণ্যং. ত্বমেকং বরেণ্যং সত্যম্।
দেববালা। ত্বমেকং বিশেষং, জনিতং অশেষং, জগতকারণং বিশ্বরূপম্॥
দেবগণ। ত্বমেকং জগত-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ, পরং নির্ব্বিকল্পম্।
দেববালা। অকৃতি ভীতং, ত্রিগুণাতীতং, পরাৎপরং শ্রীচৈতন্যম্।
দেবগণ। ভীমং ভীষণানাং, ভয়ানাং ভয়ং, গতি প্রাণীনাং, জগতসাক্ষীরূপম্।
দেববালা। অচিন্ত্যাক্ষরং ব্যাপক-ব্যক্ততত্ত্বং, ত্বমেকং পরমেষাং পরাৎপরম্॥

বিষ্ণু। আসুন দেবগণ! আজ সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব উপাখ্যানের অভিনয় হ'য়ে গেল। ও আবার কে? অভাগিনী কর্দ্দমপত্নী নয়? আসুন দেবগণ! আমরা শীঘ্র এ স্থান হ'তে প্রস্থান করি।

[সকলের প্রস্থান।

উন্মাদিনীভাবে কর্দ্দমপত্নীর প্রবেশ।

কর্দ্দম-পত্নী। ঐ যে—ঐ যে হ'য়েচে, হ'য়েচে! স্বামিন্! স্বামিন্! এই যে—এই যে হ'য়েচে—এস নাথ! তর্পণের জল আজ পেয়েচি! এই তর্পণের বারির জন্য ত্রিভুবন পর্য্যটন ক'রেচি নাথ! এতদিন পাই নাই, আজ পেয়েচি! আজ দেবাহুতির জন্ম সার্থক! প্রাণেশ্বর! তুমি এই তর্পণের বারির জন্য, প্রেতাত্মা হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে! আমি সতী হ'য়েও তবু এতদিন তোমার সেই অনন্ত-যন্ত্রণা দেখ্‌ছিলাম! এই লও, মহাতর্পণের বারি! তোমার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিই! আজ

আমি সার্থক! আমার জন্ম সার্থক! পতিব্রতার প্রতিজ্ঞা সার্থক! দুর্বৃত্ত মধু, দুর্বৃত্ত কৈটভ, হ'য়েচে? পাপের পরিণাম হ'য়েচে ত? নিরপরাধ ব্রাহ্মণহত্যার প্রতিফল হ'য়েচে ত? নিরপরাধ সতী-হত্যা-করণের মহাশিক্ষা হ'য়েচে? মহাত্মা ভৃগুর অভিশাপ ফলেচে? সতীর কোপ-বহ্নি দেখ্‌তে পেয়েচিস্? দেখ্ দেখ্ দেখ্! কর্দ্দমপত্নীর পাতিব্রত্য দেখ্! তোর শোণিতে তর্পণ কর্‌বার জন্য, এই মৃত-স্বামীর অঙ্গ এতদিন ত্যাগ করি নাই। গলিত মাংস-চর্ম্ম-কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ ল'য়ে এতদিন ঘুরেচি; আজ হ'য়েচে! জন্ম সার্থক হ'য়েচে! তোরা আমার পতি-হন্তা—কন্যাহন্তা। কিন্তু—কিন্তু আজ সকল প্রতিহিংসা মিটেচে! জগৎ! শিক্ষা লও—প্রতিহিংসা! চন্দ্রসূর্য্য! শিক্ষা লও! প্রতিহিংসা! দেবদানবমানব! শিক্ষা লও—প্রতিহিংসা! ঐ ঐ—সুন্দর সুন্দর—মধু-কৈটভের মেদ-শোণিত গৈরিক স্রোতের ন্যায় দর-দর-ধারে প্রবাহিত হ'য়েচে! মা বসুন্ধরা পাপাত্মাদের মেদশোণিতে রক্তবসনাবৃতা রমণীর ন্যায় শোভিতা হ'য়েচেন! সুন্দর সুন্দর—মা—বসুমতি! আজ হ'তে মেদিনী নামে অভিহিতা হ'ও মা। জীবনেশ্বর! আজ জীবনের ব্রত পূর্ণ হ'য়েচে! চল—এই তর্পণ-বারির সহিত পবিত্র গঙ্গার জলে পত্নী-পতি দুইজনে প্রবেশ ক'রে, আজ জগতের জ্বালা জুড়াই গে। আমার খ্যাতির জ্বালা জুড়াই গে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ-প্রান্তর।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। এতদিনে আমার আশার গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল! মধু-কৈটভের সঙ্গে আমার সকল আশা মিটে গেচে! দুরাচার ভৃগু, আমার দর্প চূর্ণ ক'রেচে! ভৃগু আজ লক্ষ্মী-জয়ী! উঃ উঃ! কি প্রতিহিংসা! হৃদয়কে পুড়িয়ে ফেল্‌লে! দেবী-হৃদয়কে পিশাচী অপেক্ষাও হীন ক'র্‌লে! কি করি, কোথায় যাই? জলে গেলেও এ জ্বালা যাবে না। ভৃগু! কি জ্বালা আমার হৃদয়ে আজ ঢেলে দিলি? আমি এত ক'র্‌লাম,—লক্ষ্মী হ'য়ে, রাক্ষসী হ'লাম, তথাপি ভৃগু! তুই একদিনও আমার শরণাপন্ন হলি না? কি করি! কিসে, এ গাত্রদাহ নিবারণ হয়?

সরস্বতীর প্রবেশ।

সরস্বতী। কি ভগিনি! হ'ল ত? দেখ্‌লে ত? ভৃগু আমার কিরূপ সন্তান দেখ্‌লে? আর কেন? এখন এস, সপত্নী-হিংসা ক'রে কেন পতিকে কষ্ট দাও? চল, গোলোক তোমা বিহনে যে শূন্য হ'য়ে র'য়েচে! ভগিনি! স্বপত্নী-হিংসায় কি পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে? কেন লক্ষ্মি! এখনও প্রতিহিংসা অন্বেষণ ক'র্‌চ? এখন তুমি যাকে কষ্ট দিবার জন্য সুবিধা আর সুযোগ অন্বেষণ ক'র্‌চ, সেই ভৃগু আমার সংসার জয় ক'রে, শ্রীপতির শীতল রাঙাপায়ে শান্তি নিতে যোগাশ্রম

অবলম্বন ক'রেচে! সেখানে ত আর তোমার কোন সম্বন্ধ নাই দিদি! এস দিদি আমার! আমার উপর কি হিংসা ক'র্‌তে আছে? আমরা যে দুই ভগিনী! আজ সপত্নী হ'য়েচি ব'লে কি, সে পবিত্র বিমল ভগিনী-প্রণয়ের ভালবাসা ভুলে যেতে আছে? এস দিদি আমার, চল—গোলোকে গিয়ে দুই ভগিনীতে একত্র হ'য়ে, সুখের গোলোকের শান্তি-শোভা বিস্তার করি গে! ছিঃ ছিঃ, ছার মানবীতেই সতিন্ সতিন করে। তা ব'লে কি তোমার আমার সে ভাব থাকা উচিত? তুমি লক্ষ্মী, আমি সরস্বতী! আমাদের পতি এক! শান্তি-বৃক্ষে আমরা দুই শান্তিলতা! এস বোনটী আমার, এখন যাই চল। (হস্তধারণ)।

লক্ষ্মী। দিদি—দিদি—তোমার কথায় আমার সব রাগ গেচে।

সরস্বতী। যাবে বৈকি! তুমি যে আমার গুণের বোন্, বাপের সোহাগের মেয়ে! এস সোহাগিনি, এখন যাই এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোগাশ্রম।

ভৃগু, লীলা, ধাতা ও বিধাতা আসীন।

গু। এইবার এস মা, অখণ্ড বিরাট-চরাচররূপিণী লীলাদেবি! তোমার কোমল-কঠিন, মধুর-বিষাদ অঙ্কে ভৃগুর হৃদয়-সর্ব্বস্ব ললিতললাম সুকুমার কোমল কুসুম-যুগ্মটীকে এদের জীবন-কাল পর্য্যন্ত অর্পণ ক’র্‌লাম। রণে, বনে, হুতাশনে, আশ্রমে, ভীষণ সংসার-পীড়নে তুমিই মা এই প্রাণাধিক-দুটীকে সহচরীরূপে রক্ষা ক’র! জননি গো! তোমারই অনন্ত অসীম লীলাচক্রে এই দুটী অনস্ফুরিত প্রসূন-কোরক আজ অনাথ মাতৃহারা! সংসারের সুখ-সর্ব্বস্ব মধুর-দৃশ্য হ’তে বঞ্চিত হ’য়ে, শূন্যময় শ্মশানে এসে উপস্থিত হ’য়েচে! তুমিই এই অনাথদুটীর রক্ষাকর্ত্রী, তোমার কক্ষে আমার বক্ষের নিধিদুটীকে দিয়ে, ভৃগু চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত রৈল। যাও বৎসগণ! আমায় মায়ার দারুণ বন্ধন হ’তে মুক্ত ক’রে, তোমরা লীলার মন্দিরে থাক গে। এ শুষ্ক জীর্ণ বৃক্ষের আশ্রয়ে আর তোমরা কখন সংসার-সুখ উপভোগ

ক'র্‌তে পার্‌বে না! তাই রে ইহজীবনের মত জীবনের জীবন্ত জীবনদুটী তোমাদিগে, সংসারের ক্ষণিক সুখলাভের জন্য এবং সেই ক্ষণিক সুখের পর স্থায়ী অনন্ত সুখের অধিকারী ক'র্‌বার জন্য, জগজ্জননী লীলাদেবীর কক্ষে অর্পণ ক'র্‌লাম। যাও, ভৃগুর সুনীল হৃদয়াকাশের বাসন্তিক-চন্দ্রমা, যাও বাবা, হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দের অপরিসীম মহাসাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেই সংসার-ক্ষেত্রে চলে যাও।

ধাতা ও বিধাতা। কেন বাবা, আপনি কোথায় যাবেন? আপনি আমাদিগে সঙ্গে নিন্! আমাদের মা নাই, তবে বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমরা কেমন ক'রে থাক্‌ব?

ভৃগু। বৎস! স্নেহের রোদন বড়ই হৃদয়কে কাঁদায়! কেঁদ না! তোমরা বালক, আমি তোমাদের পিতা! অবশ্যই এ সংসারে আমার মত তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আর কারেও পাবে না। আর একজন ছিল, সে চলে গেছে। সে দেবীপ্রতিমা তোমাদিগে অনন্ত-শোক-সাগরে ভাসিয়ে চ'লে গেচে; সুতরাং বৎস! স্থূলতঃ গুটীকত কথা তোমাদিগে বলি শোন। বাবা, আমার পথ বড়ই কঠিন! সে পথে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক প্রকৃত কার্য্য করা আরও কঠিন! তাই বলি চাঁদ, আমার মত সে পথে বিচরণ ক'র্‌তে হ'লে, আমি যে পথে তোমাদিগে প্রেরণ করি, সেই পথে অগ্রে প্রবেশ কর গে! পরিণামে নিঃশঙ্কে আমার মত এই পথে প্রবেশ ক'র্‌তে সক্ষম হ'বে।

ধাতা। পিতা, আমাদিগে কোন পথে যেতে ব'ল্‌ছেন? সে পথে কি স্নেহময়ী জননীর মত আবার জননী পাব, না আপনার মত হাস্যমুখ প্রসন্নবদন পিতাকে পাব?

ভৃগু। বালক রে! ইহজগতে সেই দেবী-প্রতিমার মত আর একটী প্রতিমা আর দেখ্‌তে পাবে না! সংসারের সে অকৃত্রিম স্নেহমায়াপূর্ণা প্রতিমূর্ত্তিখানি—ইহলোকের দুর্লভ-ধন ত্রিদিব-ললামভূতা সেই প্রতিমূর্ত্তিখানি, তোমাদের ইহ-জীবনের মত চিরবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চ'লে গেছে! বহুসাধ্য-সাধনায় সেই ত্রিলোকঅমূল্য রত্ন আর মিল্‌বে না। স্বপ্নের মত—কল্পনার মত, কেবল এক একবার তোমাদের ভগ্ন-হৃদয়ের দ্বারে সেই অনাথিনী বিষাদিনী পাগলিনীকে দেখ্‌বে মাত্র, এই সম্বন্ধ। তবে বাবা, আর তার কথা কেন? ভুলে যাও, সব ভুলে যাও! আর আমার কথা ব'ল্‌চ?—আমার মতও সেখানে আর কেহই নাই। তবে সে—আমি ভিন্ন সংসারের আরও অনেক কোমল সুখ আছে। তোমরা বালক, কিছু বুঝ্‌বে না। স্থূলমাত্র বোঝ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মক্ষেত্রে জীব কর্ম্মের জন্য আগমন করে। বৎস! তোমরা সেই জীব। সংসারে থেকে, সংসারাশ্রমে অগ্রে কর্ম্ম কর, কর্ম্মলীলা পরিসমাপ্ত কর, তার পর আমার মত বৈরাগ্যপথে সেই পরম-নিধি, পরমপদার্থ পুরুষোত্তম গুণময় পরাৎপর ভগবান্‌লাভে অগ্রসর হ'য়ো, আমার পিতা লোক-সৃষ্টিপতি ব্রহ্মা আমাকে এই ব'লে সংসারে প্রেরণ করেন। আমি তাঁর আদেশে এতদিন সংসারাশ্রমে সুখদুঃখের গভীর আবর্ত্তে নিমজ্জিত থেকে, অদ্য পরম-জ্যোতি-লাভে অগ্রসর হ'য়েচি। বৎস! তোমরাও তদ্রূপ আমার আজ্ঞায় জগজ্জননী মা লীলাদেবীর সহিত সংসারাশ্রমে প্রবেশ কর গে, পরিশেষে বিমল আনন্দ উপভোগ ক'র্‌তে পার্‌বে চাঁদ!

বিধাতা। বাবা, তাই যাব, আপনার কথামত তাই যাব! কিন্তু আপনাকে যখন দেখ্‌তে ইচ্ছা হবে, তখন আপনার সাক্ষাৎ কোথায় পাব?

ভৃগু। আমি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে তোমাদিগে দেখে আস্‌ব; আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি প্রতিপালন ক'র্‌ব।

ধাতা। তবে তাই হবে। বাবা, আমরা কার কাছে থাক্‌ব? কাকে মা ব'লে ডাক্‌ব?

ভৃগু। মা—

লীলা। আমায় মা ব'লে ডাকবে বাবা! আমি তোমাদিগে সংসারে ল'য়ে লালনপালন ক'র্‌ব। ক্ষুধার সময় খেতে দোব, খেল্‌বার সময় খেল্‌তে দোব, আনন্দের সময় আনন্দ ক'র্‌তে দোব। আমি তোমাদের জীবনের সহচরী হ'য়ে, তোমাদের জীবনের সকল কার্য্যই ক'র্‌ব! আমি জীবমাত্রেরই এই কার্য্য ক'রে থাকি! তোমার পিতামহ, তোমার পিতামাতা সকলেরই আমি এই কার্য্য ক'রেচি! সৃষ্টি ল'য়েই আমার এই খেলা; জীবের আমি লীলা, সৃষ্টিরও আমি লীলা। তোমার পিতার জীবনের সংসার-ব্রত পূর্ণ হ'য়েচে! লীলারও শেষ হ'য়েচে! সামান্যমাত্র অবশিষ্ট।

ধাতা। তুমি যদি সব, তাহ'লে আমাদের মা কোথায় ব'ল্‌তে পার ত?

লীলা। বাবা, তোমার মা আমারই মধ্যে! তোমার মাতার শত্রু দুর্ব্বৃত্ত মধু-কৈটভ, তারাও আমার মধ্যে! তাদের খেলা ফুরিয়েচে! সেখানে আমার লীলাও ফুরিয়েচে! এখন আবার তোমাদের ল'য়েই আমার লীলা! আমি অনাদি—

অনন্ত! আর না, এস, তোমাদিগে আশ্রমে ল'য়ে যাই। সেইখানেই সব কথা শুন্‌বে। তোমার পিতাকে প্রণাম কর।

উভয়ে। বাবা, তবে আমরা আসি। (প্রণাম)

ভৃগু। এস বাপ্! অতি সাবধানে সংসার-ক্ষেত্রে অবস্থান ক'র। সংসার অতি ভীষণ ক্ষেত্র। জননি! আমার অনাথ পুত্রদুটীকে দেখ্‌বেন! যেন মা, তোমার খেলার তরঙ্গে দুটী ক্ষুদ্র তৃণ চূর্ণবিচূর্ণ না হয়! আর মা, আমার উপায়?

গীত।

বলি মা তোরে কাতরে, দে মা উপায় ক'রে,
হাহাকারে হাহাকারে আর কত, ভাসিব ভব-পাথারে ॥
মায়ার সংসার, চিত্তের বিকার,
তাই কি মা তোর পর, আসিয়ে পাপ-সংসারে ॥
দিলাম মা তোর কোলে, এ দুটীকমলে,
পুত্রের পুত্র ব'লে, ক্রোধ যাস্ ভুলে.
আমি এসেচি মা কতবার, আসিব মা কতবার.
আসা যাওয়া ত আমার, ঘুচ্‌ল না গো ভাগ্যফেরে ॥

লীলা। এইবার—আসল কথা! বাছা রে—আসলে প'ড়েচ; আর নকলের কথা কেন? যেথানে যাচ্চ, সেইখানে লীলার শেষ,—খেলার শেষ! আমার আর সেখানে কোন অধিকার নাই—সেখানে আর লীলা তুমি ভেদ নাই। লীলাময়ের সেই বিশ্রামের স্থান। লীলার দর্প চূর্ণ সেইখানে। যাও বৎস! কর্ম্ম-মুক্ত ভৃগু, লীলার গুহ্য বস্তু মহালীলাময় শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে গমন কর। সেইখানেই লীলার লীলা ধরা

প'ড়্‌বে। আমি এখন চ'ল্‌লাম। এস বৎসগণ! আমার সুখদুঃখময় অঙ্কে উঠে, লীলার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌বে এস।

[ধাতা-বিধাতাসহ প্রস্থান।

ভৃগু। নমস্কার মা! সংসার-জীবনের সকল লীলার সাঙ্গ ক'রে, আজ তোমার অনন্ত শক্তিকে ভৃগু নমস্কার ক'র্‌চে। নমস্কার মা! সংসার! আমি তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যথাবিহিত-ভাবে যথাসাধ্য পালন ক'রেচি! কোন দিন কর্ত্তব্য-কার্য্যের অন্যথাচরণ ক'রে, তোমার অবমাননা করি নাই; সুখদুঃখ দুটী ভয়ঙ্কর দাবানলে জীবমাত্র দগ্ধ হয়, কিন্তু রে সংসার! আমি ধৈর্য্যগুণে সেই দাবানলে দগ্ধ হই নাই। এ আমার অহঙ্কার নয়। আমার কর্ত্তব্যকার্য্য আমি প্রতিপালন ক'রে, আমি আমাকেই কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান ক'রেচি। দরিদ্রতা জীবের পরম শত্রু! নরক-গমনের প্রশস্ত সোপান! ধৈর্য্যপথের কণ্টক! সেই দরিদ্রতা আমার একদিনের জন্যও শত্রুতা-সাধন ক'র্‌তে সমর্থ হয় নাই! আমি সন্তোষকে জীবনের বন্ধু জ্ঞান ক'রে, সংসার-দুঃখের হেতুকে একেবারে হৃদয় হ'তে অন্তর্হিত ক'রেছিলাম। আজ আমি আরও নিষ্কণ্টক! পত্নীর মায়া তার জীবনের সঙ্গে, পুত্রের মায়া আমার সংসার-খেলার সঙ্গে সকল বিসর্জ্জন দিয়ে, ভৃগু আজ সংসার হ'তে বহির্গত হ'য়ে, বৈরাগ্য-মন্দিরে প্রবেশ ক'রেচে! যাও সংসার—যাও সংসার-সুখ! ভৃগুর সম্মুখ হ'তে ভস্ম হ'য়ে বিমানে লীন হও। তারপর, পরমদেব—পরমপুরুষ! তার-পর স্থান দেবে তো? আমি মহাপাপী, নারকী, পাতকী;

পতিতপাবন! স্থান পাব তো? মুকুন্দমাধব! মধুসূদন! নিত্য নবীনসুন্দর! নিত্যানন্দ! আনন্দময়! স্থান দাও! জীবনের জ্বালায় জগৎ ছেড়ে চ'লে এসেচি, ইহজীবন এবার ঐ শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ ক'র্লাম! মাধব! ভৃগুর সর্ব্বস্ব তোমায় দান ক'র্লাম; তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাই কর। এই যোগাশ্রমই ভৃগুর উপস্থিত জীবন ও শেষ জীবনের সন্ধিস্থান। এইখানেই জীবনের শেষ, সাধনার শেষ, ভৃগুর সকল খেলার শেষ! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! (যোগাসনে উপবেশন)।

মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ।

মার্কণ্ডেয়। বৎস ভৃগু! আমি একবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্তে এলাম। তুমি পিতৃভক্ত; পিতৃ-আদেশ পালন ক'রে, সংসার-ব্রত উদযাপন ক'রেচ ব'লে, আজ একবার তোমার শেষজীবনের মহৎপথ পরিদর্শন ক'র্তে এলাম। ভৃগু! তুমি কর্ম্মমুক্ত মহাপুরুষ! ধর্ম্মযোগে যথার্থই জ্ঞান-যোগ উপার্জ্জন ক'রেচ। সংসার-মধ্যে প্রবেশ ক'রে, পিতৃ-আদেশে সৃষ্টি বৃদ্ধি ক'রেচ; আর সংসারকে দেখিয়েচ—সুখদুঃখ একই পদার্থ। সংসারীকে বুঝিয়েচ, লক্ষ্মীর কৃপা অপেক্ষা, জ্ঞানময়ী দেবী বীণাপাণি সরস্বতীর কৃপাতে জাগতিক ও পারমার্থিক অধিকতর বিমল সুখ! বৎস! তাই এলাম। তাই তোমার ন্যায় মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে, সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয় জীবন সার্থক ক'র্তে এসেচে। ধন্য, ধন্য, ভৃগু! তুমিই ধন্য। তোমার সাধনাবল, তপস্যাবল, কর্ম্মবল, জ্ঞানবল এবং বুদ্ধি-

বল সকলই জগতের আদর্শ চিত্রপটস্বরূপ! জ্ঞান-জগতের ইতিহাসে ভৃগু-উপাখ্যান একটী অদ্ভুত উপন্যাস। বৎস! একবার মুদ্রিত আঁখি উন্মীলনপূর্ব্বক আগন্তুক মার্কণ্ডেয়ের আতিথ্য-সৎকার কর।

ভৃগু। প্রভু! প্রভু! আপনি এসেচেন? আসুন, আসুন। জন্ম সার্থক হ'লো! প্রকৃত-সময়েই সাক্ষাৎ পেয়েচি। প্রথম-জীবনের প্রথমকালে আপনার সন্দর্শনের ফলে, আজ এই প্রকৃষ্ট-পথে উপস্থিত হ'তে পেরেচি। সেই একদিন, আর আজ এই একদিন! সেই দিন এই ক্ষুদ্রহৃদয়ের নাস্তিকতা-রূপ মহামরুভূমিতে আপনিই আস্তিকতার সুশীতল সলিল বর্ষণ ক'রে, আমায় আজ এক শান্তির মহাবৃক্ষের শীতল ছায়ায় স্থান প্রদান ক'রেচেন! আপনার সে ঋণ আমি এ জীবনে কখনই বিস্মৃত হই নাই, আর হ'বও না। আপনাকে আমার অসংখ্য প্রণাম। গুরু কৃপা কর। (প্রণাম)

গীত।

গুরু কর পার পারে যেতে আমি পারব কি।
অসার ভবসিন্ধু-বারি গুরো, আমার উপায় হবে কি॥
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ, কর্ণধার কর ত্রাণ,
নাহি কোন প্রতিদান, আমি হে অতি পাতকী॥
গুরু পিতা গুরু মাতা গুরু মহাজন,
গুরু পর মোক্ষ গতি আত্ম-দরশন,
ধন-সম্পদ গুরুবলে, গুরুবলে মোক্ষ ফলে,
শ্রীগুরুর চরণ-তলে, গয়া গঙ্গা সদা দেখি॥

মার্কণ্ডেয় থাক্ বৎস! আর একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা

করি। এক্ষণে তোমার এ জীবনের উপাস্য-দেবতা কে? তুমি কাহার উপাসনায় আত্মজীবন দান ক'রেচ?

ভৃগু। কেন প্রভো! আজ অধমকে এরূপ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন? এ জীবনের উপাস্য-দেবতা কে, তা কি আপনি অবগত নন্! এ জীবনের উপাস্য-দেবতা আর কে প্রভো! যিনি জগতের আদি! যাঁর মহিমায় আসপ্ত-বিশ্বসৌরজগৎ পরিচালিত, যার অন্ত যিনি স্বয়ং অন্ত ক'র্‌তে পারেন না, সেই অনন্ত মূর্ত্তির আমি ধ্যান করি।

মার্কণ্ডেয়। বৎস! তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি?

ভৃগু। কেন, আমাকে কি পরীক্ষা ক'র্‌চেন?

মার্কণ্ডেয়। বৎস! তুমি কর্ম্মমুক্ত, তোমার আবার পরীক্ষা কি? তা নয়, কেবল জান্‌বার উদ্দেশ্য!

ভৃগু। প্রভু! আমি অজ্ঞান; আমি জানি, তিনি পুরুষ-প্রকৃতি দুই।

মার্কণ্ডেয়। একাধারে দুই কি সম্ভব?

ভৃগু। যাহা অসম্ভব, সেই শক্তিময়ে তাই সম্ভব! তাই তিনি অদ্বিতীয়।

মার্কণ্ডেয়। তবে আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী কে?

ভৃগু। যিনি ভগবান্‌নামে পুরুষ, তিনিই ভগবতীনামে প্রকৃতি।

মার্কণ্ডেয়। ভগবান্ কে?

ভৃগু। সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু।

মার্কণ্ডেয়। লোক-পিতামহ তোমার পিতা কি ভগবান্ নহেন?

ভৃগু। তিনি ভগবান্ হ'তে পারেন না; কারণ, তিনি রজঃগুণসম্পন্ন। যিনি ভগবান্, তিনি সত্ত্বগুণসম্পন্ন! তাঁহাতেই সমুদয় শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান! তিনিই পূর্ণ-শক্তিমান্!

মার্কণ্ডেয়। দেবদেব মহাদেব? তিনি ত সকলেরই আদর্শ। তিনি কি ভগবান্ নহেন?

ভৃগু। না, তিনিও ভগবান্ নহেন। তিনি তমোগুণময়! তাঁহাতেও সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

মার্কণ্ডেয়। বৎস ভৃগু! তোমার সকল কথাই শুন্‌লাম; কিন্তু বৎস! তুমি এখন প্রকৃত উপাস্য-দেবতা স্থির ক'র্‌তে পার নাই! জগতে সত্ত্বগুণের যে শ্রেষ্ঠত্ব অধিক, তা আমি কিরূপে অবগত হ'তে পারি! বিষ্ণু যে পূর্ণশক্তিমান্, তিনি যে সকল গুণে বিভূষিত এবং পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবদেব মহাদেব অপেক্ষাও ভক্ত-পূজিত, তাই বা কিরূপে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি?

ভৃগু। প্রভু! প্রভু! সত্ত্বগুণ যে শ্রেষ্ঠ, ইহা চির ব্যক্ত। সত্ত্বগুণ ত্রিগুণের আধার—সত্ত্বগুণই চির-শান্তির আলয়। ক্ষমা, বিনয়, তিতিক্ষা, সংযমতা সকলই সত্ত্বগুণে দেদীপ্যমান।

মার্কণ্ডেয়। তা যেন বুঝ্‌লাম, কিন্তু তোমার উপাস্যদেব বিষ্ণু যে সেই সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাপুরুষ, তা কিরূপে প্রতিপন্ন ক'র্‌বে?

ভৃগু। প্রভু! আপনার কথায় আমার আপনার প্রতি কিরূপ যেন অশ্রদ্ধা এসে উপস্থিত হ'চ্চে! ক্রোধ ক'র্‌বেন না।

মার্কণ্ডেয়। তা ব'লে ত বৎস! তোমার বৃথা কথায় আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারি না। তুমি কি ব'ল্‌তে চাও যে, তোমার বিষ্ণু সেই সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ভগবান্?

ভৃগু। এই ত আপনি ক্রোধ ক'র্‌চেন, তবে আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্।

মার্কণ্ডেয়। কথায় সন্তুষ্ট হ'তে পারি না!

ভৃগু। তবে পরীক্ষা।

মার্কণ্ডেয়। উত্তম।

ভৃগু। তবে চলুন!

মার্কণ্ডেয়। চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোক।

রত্নপর্য্যঙ্কে বিষ্ণু শায়িত ও লক্ষ্মী তদীয় পদসেবায় নিযুক্তা। পর্য্যঙ্কপার্শ্বে গোপবালাগণ ও রাখালগণ, তোরণ-দ্বারে বেত্রহস্তে জয়বিজয়, পশ্চাতে অবনতমস্তকে ষড়রিপু দণ্ডায়মান।

গীত।

সকলে। হের বিশ্ব চারু দৃশ্য,
ষড়রিপু। গোলোক আলোক বিরাজে ঐ।
জয়-বিজয়। দেখ্ রে আঁখি, কমল-আঁখি, রতন আসনে রাজে ঐ॥
গোপীগণ। নীল অলকাকুল, অলিক হিলোলিত, নীল তিমিরে চলু গোই,
নীল নলিনী-জনু, শ্যামসুন্দর রসে, লখই না পারই কোই,
রাখালগণ। নীল ভ্রমরগণে পরিমলে ধাবই.—
গাও ত বাঁশী নিঝুমে নিঝুমে, আধা রাধা ব'লে বাজত ঐ॥

ষড়রিপু। বাঁশী বাজে রাধা রাধা,
রাখালগণ। বাঁশী বাজে আধা আধা,
গোপীগণ। বাঁশী বোলন্ত বোলত রাধা,
রাখালগণ। বাঁশী বোল ত বোল ত আধা,
সকলে। বাজা বাজা বাজা,
জয় বিজয়। শ্যাম হামাদের বৃন্দাবন কি রাজা,
রাখালগণ। শ্যাম হামাদের বৃন্দাবন কি আজা,
সকলে। বাঁশী বাজা, রাধা বাজা আধা বাজা, হরি বোল হরি বল ভাই॥

ভৃগু ও মার্কণ্ডেয়ের প্রবেশ।

ভৃগু। মহর্ষি! বৃথা বাদানুবাদে ফল কি? সত্য মিথ্যা এক্ষণেই প্রত্যক্ষ ক'র্তে পারবেন! সেই সত্ত্বগুণময় পূর্ণশক্তিমান্ ভগবান্ বিষ্ণুর এই সেই প্রীতির প্রতিমারূপিণী বৈকুণ্ঠনগরী! এইখানেই লীলাময় সত্ত্বগুণে সেই তম ও রজঃকে কিরূপভাবে কণ্ঠস্থ রত্নমালার ন্যায় বৈকুণ্ঠের বক্ষে স্থাপন ক'রেচেন দেখুন! ঐ দেখুন, জীব-জীবনের সাধনার শত্রু ষড়েন্দ্রিয় কোন্ ইন্দ্রিয়েশ্বরের অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বশীভূত হ'য়ে, কার সাধনায় নিযুক্ত! ঐ দেখুন! দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মানবত্রাসী দুর্বৃত্ত মধুকৈটভ কোন্ দয়ালুর দয়ার বলে, আজ এই আনন্দময় পুণ্যময় প্রেম-ক্ষেত্রে পুণ্য-শরীর ধারণ ক'রে, প্রভুর আজ্ঞাকারী দ্বারীর কার্য্যে ব্রতী হ'য়েচে, দেখুন! ঐ দেখুন—প্রেমভক্তি-রাখাল-গোপীগণ—এই শান্তিময় ধামে কি ভাবে শান্তিবারি-ধারা বর্ষণ ক'র্চেন! আর ঐ সেই প্রেমময়ের প্রেমের মন্দির! মন্দিরের বাহ্যশোভা এই, কিন্তু অন্তর শোভা—সে মানবকণ্ঠের বর্ণনীয়

নয়। সেইখানে ভক্তাধীন, ভক্তদত্ত অনন্ত পুষ্পমালায় শোভমান! পদাম্বুজপ্রান্তে শান্তিরূপিণী মা ক্ষীরোদ-কুমারী কমলা স্বয়ং উপবেশন ক'রে, সেই শান্তিময়ের শান্তির জন্য নিযুক্তা।

মার্কণ্ডেয়। বৎস! আমি তোমার বৈকুণ্ঠের শোভা বর্ণনা শ্রবণ ক'র্‌তে আসি নাই! আমার আসার উদ্দেশ্য পৃথক্। ভৃগু! আজ তোমার দ্বারা শুধু আমি অপমানিত হই নাই, ব্রহ্মা-শঙ্করও অপমানিত!

ভৃগু। এই তুচ্ছবাক্যে যাঁরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করেন, তাঁরা কি এ হেন দুর্দ্দান্ত জীবের উপাস্য-দেবতা হ'তে পারেন? এই স্থলেই বুঝুন না কেন?

মার্কণ্ডেয়। ভৃগু! তুমি সংসারী হ'য়ে, বহুবিধ তর্কবিদ্যা শিক্ষা ক'রেচ। আমরা আজীবন বানপ্রস্থী, তর্কবিদ্যা অধ্যয়ন করি নাই যে, তোমার সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে, সেই সমরে জয়লাভ ক'র্‌ব?

ভৃগু। তবে বৃথাবাক্য পরিত্যাগ ক'র্‌লেই পারেন?

মার্কণ্ডেয়। আরে মূর্খ! আমার বৃথা বাক্য, আর তোমার বৃথা বাক্য নয়? তুমি—এতদূর অহঙ্কৃত, এতদূর উদ্ধত যে, তুমি নিজ পিতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে অস্বীকৃত! যিনি দেব-দেব—যিনি সমুদায় পার্থিব বিভব তুচ্ছজ্ঞান ক'রে অপার্থিব পরমানন্দে কাল হরণ ক'র্‌চেন, সেই ভবভাব্য শঙ্করহরও তোমার বন্দনীয় নয়? ভৃগু! তুমি কি মনে ক'রেচ, সংসারমার্গ উত্তীর্ণ হ'য়েচ ব'লে, জগতে তোমার তুল্য আর কেহই নাই? ধিক্, তোমার সেই অহঙ্কারকে!

ভৃগু। আমিও বলি, ধিক্ সেই অহঙ্কারকে! ধিক্ সেই অহঙ্কারীকে? আপনি নিতান্তই অর্ব্বাচীনের ন্যায় কথার উল্লেখ ক'র্‌চেন, এবং ক্রোধে নিতান্তই অন্ধ হ'য়েচেন। আপনি স্বয়ং ব'ল্‌চেন যে, শঙ্কর পার্থিব বিভব তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে, অপর্থিব পরমানন্দে কালহরণ ক'র্‌চেন, বলি মহর্ষি! যিনি ভগবান্, তিনি কাহার সাধনায় রত! তাঁর কিসের জন্য সংসারত্যাগ—বৈরাগ্যগ্রহণ! দেখুন, পক্ষপাতিত্ব ত্যাগ করুন।

মার্কণ্ডেয়। ভৃগু! আমি তোমার অবৈধতা দর্শন ক'র্‌তে আসি নাই! আর পূর্ব্বেই ব'লেচি যে, আমি তোমার ন্যায় তর্কবিদ্যা শিক্ষা করি নাই। কর্ত্তব্যবিমূঢ়! তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে, তোমার বাক্যের সত্যতা কোথায়! কেবল কি বৃথা তর্কে?

ভৃগু। তর্কে নয়, কার্য্যেই হবে! আপনি কিরূপে সত্ত্বঃগুণের পরীক্ষা প্রার্থনা করেন?

মার্কণ্ডেয়। যাহাতে সত্ত্বের মহত্ত্ব অধিক!

ভৃগু। ক্ষমায়।

মার্কণ্ডেয়। আমি তাই চাই! আমি তাই দেখ্‌তে চাই যে, তোমার সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু অতি ক্ষমাশীল।

ভৃগু। আমিও তাই দেখাব যে, বিষ্ণু—তিনি ক্ষমার অবতার। আসুন! দ্বারে কে তোমরা? দ্বার পরিত্যাগ কর, একবার মহাপ্রভুর ক্ষমার পরিচয় পরীক্ষার জন্য তাঁর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌ব। (জয় বিজয় নীরবে দ্বাররক্ষা করণ)।

মার্কণ্ডেয়। কি ভৃগু! এই বুঝি তোমার সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুর দ্বারী! সত্ত্বগুণের কি এই আতিথ্য-সৎকার?

ভৃগু। নীরবে কেন? দ্বার পরিত্যাগ কর! আমি ব্রহ্মাপুত্র ভৃগু। আমি প্রভুর বশম্বদ ভৃত্য! তবু নীরব?

মার্কণ্ডেয়। সত্ত্বগুণ পরীক্ষার জন্য আর কি মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে ভৃগু!

ভৃগু। আরে রে দুর্ব্বৃত্ত! প্রভু কি তোদের প্রভুর অপমানের জন্য দ্বারীর কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেচেন? দ্বার পরিত্যাগ কর্‌! এখনও ব'ল্‌চি দ্বার পরিত্যাগ কর্‌। প্রভুর অপমান ক'রিস্‌ না! আরে রে চণ্ডাল! আরে রে নরক-কীট! তোরা কি ভৃগুকে এত হেয় অপদার্থ জ্ঞান ক'রেচিস্‌? আমার সাধনা-তপস্যা-বল কি কিছুই নাই?

গীত।

একি রে দেখি দুরাচার।
বুঝেচি ব্যবহার রে, চণ্ডাল প্রকার,
আচার বিচার কিছু নাই আর॥
দ্বারেতে অতিথি মান্য ধন্য গণ্য, মহামান্য নির্ব্বিকার,
তার অপমান—হতমান্‌—ক'রে কি পাবি নিস্তার॥
ভক্ত-বাধ্য হরি, গতি মুক্তি যুক্তি উক্তি ভক্ত তাঁর,
তাঁর দ্বারে এসে, অবশেষে—শেষ হ'ল দুর্দ্দশার॥

জয়বিজয়। (ইঙ্গিতে) আঃ আঃ, চীৎকার ক'র না, প্রভু নিদ্রায় নিদ্রিত!

ভৃগু। (বিরক্তির সহিত) প্রভু নিদ্রায় নিদ্রিত—এদিকে আমার প্রভুর কলঙ্কের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ বধির হ'য়ে যাচ্চে! (স্বগতঃ) দয়াময়! আমি কি পাপে মহাপাপী যে, আপনার অকলঙ্কনামের কলঙ্কের ধ্বনি শুন্‌চি! কলঙ্ক-ভঞ্জন! ভক্তের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে, নিজ নামের মাহাত্ম্য প্রচার করুন! (প্রকাশ্যে)। দূরে দণ্ডায়মান হও! আসুন মহর্ষে! আমরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করি।

মার্কণ্ডেয়। আর কেন বৎস! তোমার সত্ত্বময় বিষ্ণুর সকল সত্ত্বগুণের পরীক্ষা ত হ'য়েচে! প্রথম পরিচয়ে যা বুঝেচি, তাতে দ্বিতীয় পরিচয়ে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ক'র্‌তে যে আর ইচ্ছা হ'চ্চে না।

ভৃগু। মহর্ষে! বৃথা নিন্দাবাদ অতিশয় শ্রবণ-কঠোর! আপনি নিতান্ত পক্ষপাতী নিন্দকের ন্যায় বারবার একই কথার উল্লেখ ক'র্‌চেন! পদ্ম তুল্‌তে গেলে মৃণাল-কণ্টকে হস্ত বিদ্ধ হয় সত্য, তা ব'লে কি সে পদ্মের অপরাধ? আর এতেই বা দ্বারীর অপরাধ কি, তারা প্রভু-অনুগত ভৃত্য! প্রভু নিদ্রিত, প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে নীরবে অবস্থান ক'র্‌চে, ইহা ত প্রভু-ভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন!

মার্কণ্ডেয়। বৎস! আত্মশ্লাঘী পাপাশয়গণের ঐরূপ কথা বটে। তারা পরছিদ্রান্বেষণেই ব্যস্ত হয়, নিজছিদ্র চর্ম্ম-চক্ষে দর্শন করে না। উত্তম, উত্তম, এইবার—তোমার প্রভুরই কার্য্য-আচরণ পরিদর্শন করা যাক্ চল! ভৃগু! উভয়ের চক্ষু কর্ণের বিবাদ, সেইখানে ভঞ্জন হবে।

ভৃগু। আমিও তাই প্রার্থনা করি, আসুন।

মার্কণ্ডেয়। চল। এই ত তোমার প্রভু? একেবারে যেন মহানিদ্রায় নিদ্রিত! ক্ষমা ত অনন্তই দেখ্‌চি। এখন দুই চারি দিন অপেক্ষা ক'রে থাক, তার পর কথা হবে।

ভৃগু। উঃ, নিতান্তই অসহ্য। নারায়ণ! প্রভু! দয়াময়!

মার্কণ্ডেয়। ভৃগু! দয়াময়ের দয়া কত দেখ! কণ্ঠ বিদীর্ণ হ'ল না ত?

ভৃগু। অহো, নিতান্তই অসহ্য! প্রভো! ভক্ত ভৃগু এসেচে জনার্দ্দন!

লক্ষ্মী। আহা, ভৃগু! কর কি? প্রভু যে এই নিদ্রা গেলেন! কাঁচাঘুম ভেঙে যাবে যে!

মার্কণ্ডেয়। শোন ভৃগু! তোমার উপাস্যদেবতার পত্নীর কথা শোন! আর বাছা, কাজ নাই, ধীরে ধীরে যাই চল! সকল পরীক্ষাই ত সাঙ্গ হ'ল?

ভৃগু। আপনি ক্ষণেক দণ্ডায়মান হ'ন্! নারায়ণ! মধুসূদন! মুকুন্দ!

লক্ষ্মী। কেন ভৃগু! প্রভু তোমার কি ক'র্‌লেন! ইনি যে এই মাত্র নিদ্রা গেলেন! কেন কাঁচাঘুম ভাঙাও?

ভৃগু। স্থির হ'ন মা ক্ষীরোদকুমারি! ঠাকুর! হরি! জিষ্ণু! বিষ্ণু! কি এত নিদ্রা? ভৃগুকে অপমান কর্‌বার জন্যই বুঝি এত নিদ্রা? আরে ও কপটি! শীঘ্র ও কপট নিদ্রা পরিত্যাগ কর! কি তবু নিদ্রা? ব্রাহ্মণ দ্বারে অতিথি, আর তুমি বিশ্বের অধিপতি, বিশ্বের আদর্শ মহাপুরুষ! এই তোমার আতিথ্য-সৎকার! এতেই তোমায় ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু ব'লে বলে! দুর্ব্বৃত্ত বিষ্ণু! আজি তোমায় ব্রহ্মাপুত্র ভৃগু বিধিমতে শিক্ষা দান ক'রে যাবে! দুর্নিবার! তুমি জান নাই যে, বালক, যুবা, বৃদ্ধ যিনিই গৃহে আগমন করুন না, সকলেই তোমার সম্মানীয়! কারণ অতিথি সকলের গুরুস্বরূপ। আমরা আজ তোমার গৃহে অতিথি! সেই অতিথির অপমান!

বিষ্ণু! নীতিবান্-সত্ত্বময় বিষ্ণু! তুমি অতিথিকে অপমান কর? দয়াময়! ভৃগুর আর কোন দোষ নাই! ভৃগু জগতে ন্যায়ের সম্মান রক্ষার জন্য অবতীর্ণ। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, আসপ্ত সৌর বিশ্ব, পশু, পক্ষী, কীট, ভৃগুর জীবনের ইষ্টদেব! তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, যথার্থ অন্যায়ের-শাস্তি প্রদানে, ন্যায়বান্ ভৃগুকে কোন কারণে যদি ভস্ম হ'তে হয়, তাহ'লেও ভৃগু নিষ্পাপ! সেই ভস্মস্তূপ এক মুষ্টি এক মুষ্টি ক'রে, এক অণু এক অণু ক'রে যেন তোমরা পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে নিক্ষেপ ক'র! তাহ'লেও ভৃগুর গত জীবনের সৎকার হবে। এখনও বলি নারায়ণ! মধুসূদন! গাত্রোত্থান কর! বার বার কত বার উচ্চকণ্ঠে আহ্বান ক'র্‌চি, তবু নিরুত্তর? তবু এত অশ্রদ্ধা? আরে রে কপটি, দেখ্ দেখ্ দেখ্, এইবার তোর কপট নিদ্রা ভঙ্গ হয় কি না দেখ্! এই ভীষণ পদাঘাতে আজ তোর সত্ত্বগুণের পূর্ণমহিমা ভৃগু হ'তেই লুপ্ত হয় কি না দেখ্! দুর্বৃত্ত—(পাদাঘাত)।

বিষ্ণু। (পদধারণপূর্ব্বক) আহা হা, কে, কে, বৎস ভৃগু! বাপ্ রে কি ক'র্‌লি! অতি কোপে যে পদাঘাত ক'র্‌লি, পদে ত লাগে নাই বাছা!

লক্ষ্মী। হায় হায়, দুরাচার ভৃগু, কি ক'র্‌লি, কি ক'র্‌লি—কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি! ক্রোধে নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত ক'র্‌লি! দুরাত্মন্! আজ আর তোর কিছুতেই রক্ষা নাই। তুই আমার চিরদিন অপমান ক'রেচিস্! আজ আবার আমার গৃহে এসে আমারই স্বামীর বক্ষে পদাঘাত! অহো, কি অপমান! কি লজ্জা! কি ঘৃণা! দুরাশয় ভৃগু! তোর বড়

স্পর্দ্ধা হ'য়েচে! সেই স্পর্দ্ধা তোর চূর্ণ ক'র্‌ব। তবে লক্ষ্মীর প্রতিহিংসার মহানির্ব্বাণ হবে! আরে ও দুর্বৃত্ত—

ভৃগু। বলি কমলে! তোর ও ভ্রূকুটিতে কে ভয় ক'র্‌বে মা! আর তুই কোন্ দিন না আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আস্‌চিস্? তোর শত্রুতায় কোন দিন ত আমি তোর মুখ দেখি নাই মা! বিমাতা কবে সপত্নী-পুত্রের প্রতি স্নেহ মমতা ক'রে থাকে? তা আমি বিলক্ষণই জেনেচি মা! তবে তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে আমায় কিসের ভয় দেখাও? লক্ষ্মি! আমি তোমার ও ভয়ে ভীত নই! এ জীবনে কখন তোর আরাধনা করি নাই, আর যত দিন জীবিত থাক্‌বো, ততদিন লক্ষ্মি! কখনও তোর কৃপার ভিখারী হ'ব নাই। তবে তোরে আমার কিসের ভয় মা! কি জন্য দরিদ্র ভৃগু তোকে ভয় ক'র্‌বে? যে ধনী, যে তোর কৃপার প্রার্থী, যাও, তার নিকট যাও, তাকে গিয়ে তোমার বিভিষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখাও গে, সে এসে তোমার পায়ে ধর্‌বে। ভৃগু লক্ষ্মীর ভয়ে ভীত নয়, ভৃগু লক্ষ্মীর শত্রু, লক্ষ্মী ভৃগুর শত্রু! সে ভৃগু লক্ষ্মীর ভয়ে কখন ভীত হবে না! তোমার যা ইচ্ছা হয়, তাই কর। এই ভৃগু তোমার সম্মুখে অটল, অচল, নিশ্চল পাষাণের মত দাণ্ডায়মান রৈল! তোমার সাধ্য মত তার প্রতিকারে যত্নবতী হও।

লক্ষ্মী। কি এতদূর স্পর্দ্ধা! সেই স্পর্দ্ধায় লক্ষ্মীর স্বামীর কেন, জগৎ-স্বামীর বক্ষে পদাঘাত? নারায়ণ! নারায়ণ! এ অপেক্ষা মৃত্যু হ'লো না কেন? এ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর অপমান কি? ছিঃ ছিঃ এখনও আপনি নীরবে

অবস্থান ক'র্‌চেন? ও কি, আবার ভৃগুর পদধারণ ক'রে কি ক'র্‌চেন?

বিষ্ণু। লক্ষ্মি, প্রাণাধিকে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ক্রোধ সম্বরণ কর! মহাপাপে পূর্ণ আমি! সহধর্ম্মিণি! ক্রোধ সম্বরণ কর। এ সময় তোমার ন্যায় রমণীর ক্রোধ করা সম্পূর্ণ অন্যায় হ'চ্চে। প্রিয়ে! শীঘ্র সুশীতল সুবাসিত জল স্বর্ণভৃঙ্গারে পূর্ণ ক'রে ল'য়ে এস! শীঘ্র ব্রাহ্মণের পদ প্রক্ষালন ক'রে দিই এস! আহা প্রিয়ে! এই পাষাণ কঠোর নির্দ্দয় হৃদয়ে পদাঘাত ক'রে, ব্রাহ্মণের না জানি কত ক্লেশই হয়েচে! ঠাকুর! পদে আঘাত লাগে নাই ত? আহা! আপনার যে অতি কোমল পদ! আর এ পাষাণময় বিষ্ণুর হৃদয় যে বড়ই কঠিন! দ্বিজ! কোন রূপ বেদনা হয় নাই? আহা, ঠাকুর! না জানি আপনার পায়ে কত লেগেচে।

গীত।

ভক্ত, কত রে বেজেছে পায়।
মরি মরি রে মরি হায় হায় হায় রে—
তোর অতি কোমল পদ হয় যে রে বাপ,
(সে যে কমল হ'তেও সুকোমল, বলি কোন আঘাত লাগেনি ত)
ক্ষম পরমগুরু কল্পতরু কৃপাং কুরু হ'য়ে সদয়॥
আমি ব্রাহ্মণে যে অতি ভয় করি, (সে যে শমন হ'তেও
শমন, আমার পরমগুরু হয় যে ব্রাহ্মণ)
ভবে ব্রাহ্মণ সত্য, সদাই নিত্য, অনিত্য আর সমুদায়॥

ঠাকুর! আমি অতি নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম; আপনার আহ্বান আমি শুন্‌তে পাই নাই! ব্রাহ্মণ! অজ্ঞানকৃত

মহাপাপের আরও পদাঘাত ক'রে প্রায়শ্চিত্ত দান করুন। আমি অতি অন্যায় কার্য্যই ক'রেচি! আপনার আহ্বান আমি হতাদর ক'রে মহাপাপপঙ্কে লিপ্ত হ'য়েচি! অপরাধ মার্জ্জনা করুন! ক্ষমা করুন! আহা, ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হ'য়েছেন! প্রিয়ে! দেখ্‌চ কি? দ্বিজের চক্ষুযুগল হ'তে প্রলয়াগ্নির ন্যায়—গৈরিকাগ্নির ন্যায় প্রবল ধারায় যেন অগ্নিস্রাব বহির্গত হ'চ্চে। যাও, লক্ষ্মি! শীঘ্র যাও, বিলম্ব ক'র না! শীঘ্র পাদ্য অর্ঘ্য আসন প্রদান কর। আহা লক্ষ্মি! তুমি ক্রোধ কর কি! আমি অতিশয় অন্যায় কার্য্য ক'রেচি! তুমিও অতি অন্যায় কার্য্য ক'রেচ, আমার গৃহে অতিথি দ্বিজ যখন আগমন ক'র্‌লেন, এবং আমায় তিনি যখন আহ্বান ক'র্‌লেন, আমি নয় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, কিন্তু তুমি ত প্রিয়ে! জাগ্রত ছিলে? আহা প্রিয়ে! তৎকালীন আতিথ্য সৎকার না ক'র্‌লে কেন? অতিথি গৃহীর গুরু! আজ আমার গৃহে গুরু অপমানিত! ব্রাহ্মণ অপমানিত। ঠাকুর! ঠাকুর! কৃতাপরাধের মার্জ্জনা করুন। আমি জ্ঞানপাপী নই! যাও, লক্ষ্মি! এখনও অপেক্ষা ক'র্‌চ?

মার্কণ্ডেয়। ধন্য ক্ষমা, ধন্য ক্ষমা! ভৃগু, তুমিই ধন্য!

লক্ষ্মী। কি আমার আদিখ্যাতা গা! আমি আবার ভৃগুর পাদ্য অর্ঘ্য আসন এনে দোব! তার চেয়ে মন্দাকিনীর জলে ডুব দিয়ে মরি না কেন? রাগ ক'রো না ব'ল্‌চি ঠাকুর! ধিক্ তোমার হৃদয়! যে ভৃগু তোমার বক্ষে পদাঘাত ক'র্‌লে, সেই ভৃগুকে আবার পাদ্য অর্ঘ্য আসন এনে দিতে ব'ল্‌চ?

ভৃগু। কমলে! বারম্বার তুমি ঐ কথাই ব'ল্‌চ! তবে শোন্ মা!

তোকে এতক্ষণের পর স্পষ্ট কথা বলি, শোন্! আমি বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাত করি নাই! ভৃগু বিষ্ণু-ভক্ত! সে ভৃগু বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাত ক'র্‌বে কেন? তবে তোর আসনে আমি পদাঘাত ক'রেচি। তুই ঐ বিষ্ণু-বক্ষে থাকিস্ ব'লে, বিষ্ণু-বক্ষ তোর আসন ব'লে, ভৃগু তোর সেই আসনে পদাঘাত ক'রেচে। ভৃগুর নিকট তোর আসন অতি তুচ্ছ! জীবের পদও তুচ্ছ, সেই তুচ্ছ পদে, তোর তুচ্ছ আসনে, ভৃগু আজীবন পদাঘাত ক'রেই আস্‌চে। শুধু আজ আমি পদাঘাত করি নাই।

লক্ষ্মী। শুন্‌লেন প্রাণেশ্বর! আপনার অতিথির কথা! শুনুন শুনুন, বলি কান আছে ত? আপনার স্ত্রীকে এমন ক'রে অপমান না ক'র্‌লে, আর কার অপমান ক'র্‌বে বল? ক'রুক্ করুক্, ভৃগু আমাকে পর্য্যন্ত পদাঘাত ক'রুক্!

বিষ্ণু। প্রিয়ে! ভৃগু আমার শুধু অতিথি নয়! ভৃগু আমার ভক্ত অতিথি! আমার ভক্তের চূড়ামণি। কেন লক্ষ্মি! আমার ভৃগুর প্রতি বৃথা কুপিত হ'চ্চ? ভৃগু ত আমার তোমায় অন্যায় কথা বলে নাই! বৎস ভৃগু! আমার প্রতি ক্রোধ ক'র্ না! এই সিংহাসনে উপবেশন কর! পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ কর! বাপ্ রে, আজ আমার কৃতাপরাধের মার্জ্জনা কর।

ভৃগু। অনন্তবিশ্ব! একবার চেয়ে দেখ! আমি কিছু ব'ল্‌ব না! দয়াময়ের দয়া কত দেখ! সনাতন, এই রূপেই কি ভক্তকে পালন কর? আহা হা, আমি কি ক'রেচি? প্রভো! আমি কি ক'রেচি? তুষানল, তুষানল! তুষানলেও যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। নারায়ণ, এতদিন বিষ্ণু আরাধনার ফল আমার এই হ'ল? অহো, অনন্ত নরক যন্ত্রণা! আর

সহ্য হয় না। ঠাকুর, হলাহল এনে দিন্, সুদর্শন ধারণ করুন্, খণ্ড-বিখণ্ড করুন, দুরাত্মা ক্রোধী ভৃগুর নরকেও প্রায়শ্চিত্ত নাই। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত দান করুন। ধিক্ সাধনায়, ধিক্ তপস্যায়! ধিক্ আমায়। অহো; আমি কোথায় যাই? ক্রোধের পরিণামে এ অনুতাপ! অহো, একে বিষম অনুতাপ! হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে! শ্যামাঙ্গে এ কিসের চিহ্ন রে? দুরাত্মা—দুরাত্মা—ভৃগু, চণ্ডাল—চণ্ডাল—ভৃগু, রাক্ষস—রাক্ষস ভৃগু, পিশাচ—পিশাচ ভৃগুর পদাঘাত! পদ! এইক্ষণেই স্খলিত হও, ভৃগু রসাতলে যাও। নরক মুখব্যাদন কর! নারায়ণ! নারায়ণ! দিন্ দিন্, আমায় সুদর্শন দিন্, আমি আজ স্বীয় মস্তক ঐ সুদর্শনে দ্বিখণ্ড ক'রে আমার পাপ-জীবন এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করি।

বিষ্ণু। ভৃগু রে, বাপ্‌রে আমার, একি ক'র্‌চ? অধৈর্য্য হও কেন যাদু! কি হ'য়েছে? কিসের জন্য এত অনুতপ্ত হ'য়েচ? তুই যে আমার ভক্ত! তুই যে আমার জীবন-ধন! ভৃগু রে! এ জগতের কোন ভক্ত কেউ কখন আমায় এমন অমূল্যরত্ন দান ক'র্‌তে পারে না! আমার কৌস্তভমালা,—আমার শ্রীবৎসচিহ্ন তুচ্ছ ক'রে, আমি তোর এই পদ-চিহ্ন ধারণ ক'রে, আজি অতি সুখীই হ'য়েচি! বাপ্! ব্রাহ্মণ যে আমার গুরু! আমি আজ সেই গুরু-পদ, তোর ন্যায় ভক্ত হ'তে লাভ ক'রেচি! বৎস! আজ আমি তোর ন্যায় ভক্ত হ'তে, গুরু-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়ে জগতে অতি গৌরব-শালী হয়েচি! চাঁদ আমার! তোর এ দানের আমি কোন প্রতিদান দিতে পার্‌ব না! তোর ঋণ আমি কিছুতেই

পরিষ্কার ক'র্‌তে পার্‌ব না। বাপ্ রে! এ অমূল্যধন দান ক'রে কি তুমি মনে মনে অনুতপ্ত হ'চ্চ?

লক্ষ্মী। নারায়ণ! আপনার সকল কথাই শুন্‌লাম, ধন্য লীলা, এই ভৃগু তোমার ভক্ত? আবার ভক্ত চূড়ামণি!

ভৃগু। মা, পুত্র অন্যায় ক'রে অনুতপ্ত হ'লে পিতার সান্ত্বনা ত এইরূপই হয় মা!

বিষ্ণু। না ভৃগু, তা নয়, তুমি আমার ভক্তকুল-চূড়ামণি!

লক্ষ্মী। ঠাকুর! ভক্তেরইত এই কর্ত্তব্য কার্য্য!

বিষ্ণু। কিসের অকর্ত্তব্য লক্ষ্মি! তোমায় বিশেষ ক'রে বলি শোন, যদি জগতে কোন আমার ভক্ত থাকে, তা'হলে এই ভৃগুই আমার একমাত্র বিশেষ ভক্ত!

লক্ষ্মী। বিশেষ ভক্ত? তা একরূপ বিশেষ ভক্তই বটে! তা না হ'লে কোন্ ভক্ত—এইরূপে আর পদাঘাত ক'র্‌তে পারে?

ভৃগু। সত্যই মা! তোর হিংসার কথায় এতক্ষণে আমার হৃদয়ের কথা প্রকাশ পেয়েচে।

বিষ্ণু। লক্ষ্মি! ভৃগুই আমার প্রকৃত বিশেষ ভক্ত।

লক্ষ্মী। কিসে?

। কিসে শুন্‌বে? লক্ষ্মি! তুমি জান যে, আমার ভক্তের জন্যই সাকার মূর্ত্তি। ভক্ত ল'য়েই আমার লীলা। ভক্তই আমার প্রাণ, ভক্তই আমার ধ্যান, ভক্তই আমার জ্ঞান, ভক্তময় আমি। সেই ভক্তকে আমার অদেয় কিছুই নাই। যদি কোন ভক্ত আমার এমন সাধের বৈকুণ্ঠ, কি আমার সাধের কৌস্তুভ, কি আমার হৃদয়ের শ্রীবৎস-চিহ্ন চায়, লক্ষ্মি—আমি তা অকপট হৃদয়ে বিন্দু মাত্র কাতর না হ'য়ে

তাকে তা প্রদান ক'র্তে পারি। এমন কি প্রাণাধিকে! তোমাকেও যদি কেউ প্রার্থনা করে, তাহ'লে ব'ল্তে কি, তোমাকেও আমি প্রদান ক'র্তে কাতর হই না! কিন্তু প্রিয়ে! যদি কোন ভক্ত আমায় আমার এই সাদরাঙ্কিত গুরুগৌরবান্বিত ভৃগু-পদ-চিহ্ন প্রার্থনা করে, আমি কখনই তাকে এ পরমবস্তু প্রদান ক'র্তে সমর্থ হই না! আমার সকল রত্নাপেক্ষা—এই ভক্ত ভৃগুর পদ-চিহ্নই শ্রেষ্ঠ! আমার ভক্ত-বৎসল নামের এই পদ-চিহ্নই প্রধান চিহ্ন! আমার গুরু যে ব্রাহ্মণ, তারই চিহ্ন আমার বক্ষে এই ভৃগু-পদ চিহ্ন।

লক্ষ্মী। বেশ্, বেশ্, বেশ্ হ'য়েচে! আদর ক'রে পায়ের দাগ বুকে ধর! পারিস্ ত ভৃগু, আর একবার নয় পদাঘাত ক'রে আরও পরম ভক্তের পরিচয় দে। কি ব'ল্ব পোড়া অদৃষ্টকে, তা না হ'লে নারী হ'য়ে সতী লক্ষ্মী হ'য়ে স্বামীর বক্ষে একজন পদাঘাত ক'র্লে, তাও আমাকে দেখ্তে হ'ল! এ পোড়ামুখ দেখাতে আর ইচ্ছা হয় না! এতেও দুরাচার ভৃগু মহাপাপী হ'ল না?

মার্কণ্ডেয়। না মা, এতে পরমভক্ত ভৃগু প্রকৃতই মহাপাপী নয়! মহাপাপী কে, তা যদি জান্তে চাস্ মা, তাহ'লে দেখ্, এই দুরাচার বৃদ্ধ মার্কণ্ডেয়ই ঘোর মহাপাপী! মা গো! এই দুর্বৃত্ত পাপাত্মাই এই ঘটনার মূল! আমিই মা মহাত্মা ভৃগুকে সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা কর্বার জন্য বৈকুণ্ঠে এনেছিলাম। তাই মা, ভক্ত ভৃগু আজ অনাদি-নাথ সনাতনের বক্ষে পদাঘাত ক'রে, তোর হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়েচে। যদি শাস্তি দিতে হয়, তাহ'লে এই বৃদ্ধ তোর অভয় পদে মস্তক নত

ক'রতে, দে মা, কি শাস্তি দিবি দে। নতুবা তোর পদে বলি মা, এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া ক'রে আমাদের সংসার-আদর্শ পরম মহাপুরুষ ভৃগুর প্রতি সদয় হ। জননি! ভৃগু তোর পায় কোন অপরাধে অপরাধী নয়।

লক্ষ্মী। বৎস! মার্কণ্ডেয়! আমি তোমার কথায় ভৃগুর সমুদায় অপরাধের সহিত তোমাকেও ক্ষমা ক'রলাম। এক্ষণে বৎস ভৃগু, তোমার মনোবাসনা কি বল?

ভৃগু। মা, এখনও বলি, তোমার নিকট আমার কোন মনোবাসনাই নাই। তবে বাসনাময়ি, যদি ভৃগুর প্রতি সদয় হ'য়ে থাকেন, তাহ'লে তোমার যে মূর্ত্তি দর্শন ক'রলে, জীবের সকল বাসনা মস্তাহিত হয়, সেই মা-নামময়ী আদ্যাশক্তি মূর্ত্তিতে পরমপুরুষের বামে এসে পুরুষপ্রকৃতি এক হ'য়ে, এক সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিতে ভৃগু নয়নের সম্মুখে উদয় হও, তাহ'লেই দরিদ্র ভৃগুর সকল বাসনা পূর্ণ হবে।

লক্ষ্মী। তথাস্তু বৎস।

বিষ্ণু। বৎস ভৃগু, তোমার বাসনাই পূর্ণ হ'ক।

(বিষ্ণু-লক্ষ্মীর সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি ধারণ)

সকলে। গীত।

ভজ গোবিন্দ আনন্দ মন প্রাণ।
ও নাম রসনে রসনা, যাবে রে বিষয় বাসনা॥
(শমন ভয় এড়াবি অন্তে মোক্ষ পাবি)
ও নাম এনেছে গোলোক হ'তে পাপীর তরে,
হরিবোল, হরিবোল বল রে,
দয়াল বিনে কোন কোন গোল রবে না॥

যবনিকা পতন।